2002

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৫ বর্ষ ◆ ১ম সংখ্যা

১৫ জুলাই, ২০০২ ঈসাব্দ

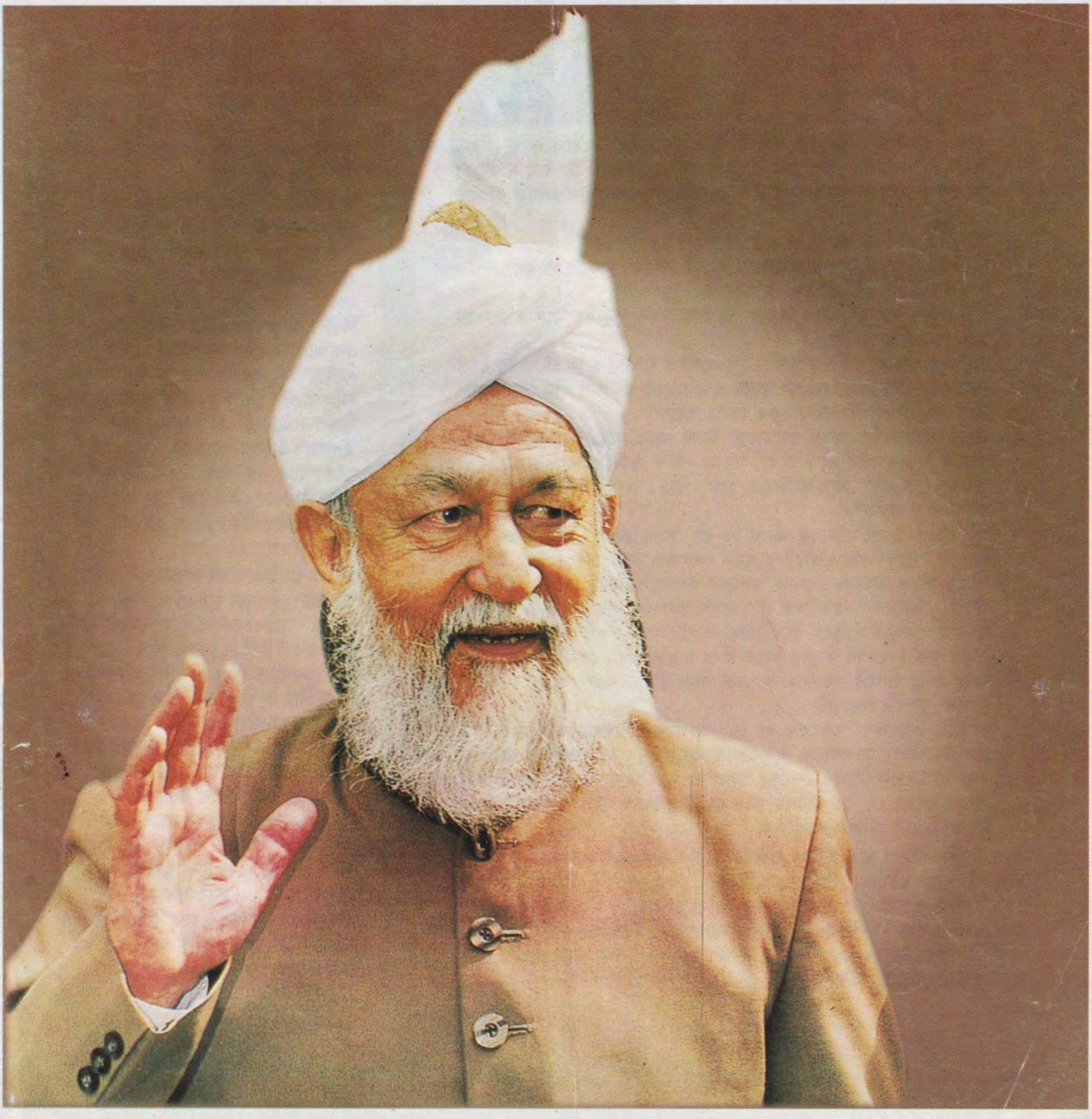

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ,
খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এইরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘণ্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এইরূপ সত্য কথা যে কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমন কি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তেকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তেকাফ যে–
ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;
খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ করতে পারেন এবং
গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীগণ পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাগণের মধ্যে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোঝা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের ঊর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড়-পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এইরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগৎ বলবে ভুল– আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাঁড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি এই কথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু খোদাতাআলা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি ইহা বিশ্বাস করেন যে, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয় নি, সে আদৌ পরিশ্রম করে নি।

আপনি যদি এইরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মোবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে উহা পুনরায় সজীব হবে।

'আল্লাহ্ সুদকে বিলুপ্ত করেন ও দানকে সমৃদ্ধ করেন'

ইসলাম ধন-সম্পদ পবিত্র ও বরকতমন্ডিত হওয়ার জন্যে নির্ধারিতভাবে দান, সদকা খয়রাত করার জন্যে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছে বরং বলা যায় ইবাদতের অংশ বলে ঘোষণা করেছে। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যবৃন্দ এর ওপরে আমল করে আসছেন। অপর দিকে ইসলাম সুদ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে মিটিয়ে দেবার জন্যে একে নিরুৎসাহিত করেছে বরং হারাম করেছে।

লাযেমী চাঁদার বছর ৩০শে জুনে শেষ হয়ে গেছে। আগামী অর্থ বছরের (২০০২-২০০৩) লাযেমী চাঁদার জন্যে যথাযথ আয়ের ওপরে বাজেট লিখাতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। এ কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার, সঠিকভাবে বাজেট না লিখিয়ে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনে কেউ সক্ষম হতে পারবে না।

বর্তমানে ব্যাংকিং ব্যবস্থা ব্যতিরেকে আমরা চলতেই পারি না। তাই ব্যাংকের লেন-দেনে বাধ্য হয়ে সুদের সাথে জড়িয়ে পড়তে হয়। এক্ষেত্রে আমাদের কী করণীয় তা জেনে নেয়া দরকার। ব্যক্তি কর্তৃক প্রাপ্ত ব্যাঙ্ক-সুদ ব্যাংকের নিকট প্রত্যার্পণ করাও সুদের অপকারিতাকে এক অর্থে উৎসাহিত করার শামিল। তাই এথেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে যুগ-ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) একটি সুন্দর ব্যবস্থা নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, সুদের টাকা 'ইশাআতে ইসলাম' খাতে চাঁদা দেয়া যেতে পারে। এতে সুদের অপকারিতা থেকে মুসলিম সমাজ একদিকে যেমন রক্ষা পাবে অন্য দিকে ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ের পথে এটা হবে একটি সুদৃঢ় পদক্ষেপ।

প্রত্যেক ব্যাংক একাউন্ট হোল্ডার জুন মাসের পরে তাদের হিসেবে সুদের টাকার পরিমাণ জানতে পারবেন। তাই প্রত্যেক আহমদী যাদের ব্যাংক একাউন্ট আছে তাদের কাছে অনুরোধ, তারা যেন ব্যাংক থেকে সুদ বাবদ পাওনা টাকা উঠিয়ে নিয়ে তা জামাতেরই-'ইশাআতে ইসলাম' খাতে জমা করে বাড়তি পুণ্যের অধিকারী হন। কোনক্রমেই সুদের টাকা নিজে ব্যবহার করা যাবে না বা নিজের মন-গড়া বিধান রচনা করে ব্যবহার করা যাবে না। সুদের অর্থ নিজের ব্যক্তিগত কাজে লাগানো পেটে আগুন ঢোকানোর সমতুল্য। যুগ-ইমামের নির্দেশ অনুযায়ী সুদের টাকা 'ইশাআতে ইসলাম' খাতে জমা দিয়ে আমরা আল্লাহ্র আকাঙ্ক্ষার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারি। মনে রাখা দরকার আল্লাহ্ সুদকে বিলুপ্ত করেন ও দানকে সমৃদ্ধ করেন।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক
আহমদী

নব পর্যায় ৬৫ বর্ষ ॥ ১ম সংখ্যা

৩১ আষাঢ় ১৪০৯ বঙ্গাব্দ ৩ জমাদিউল আউয়াল ১৪২৩ হিঃ কাঃ
১৫ ওয়াফা ১৩৮১ হিঃ শাঃ ১৫ জুলাই ২০০২ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ♦ ভারত টাঃ ২০০ ♦ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
মাহবুবুর রহমান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহউদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মোহাম্মদ আব্দুল হাদী	-	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	-	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	-	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	-	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	-	জার্মানী
কাউসার আহমদ	-	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	-	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	-	জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	-	নিউজিল্যান্ড
ফকির আব্দুস সাত্তার	-	সিঙ্গাপুর

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদী আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭৩০০৯২৫
E-mail : amgb@bol-online.com

সম্পাদকীয়

বদজন্নি ও গিবতের ভয়াবহ পরিণাম

যে সকল মন্দ-স্বভাব মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয় বদজন্নি ও গিবত বোধ করি উহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থানে অবস্থিত। কারো সম্বন্ধে কুধারণা পোষণ করাকে আমরা বদজন্নি বলতে পারি আর কারো পেছনে তার দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করাকে গিবত। এ দুটোই মানবের আত্মিক ব্যাধি। এ দুটো ব্যাধি যার মধ্যে রয়েছে সে নিজেও স্বস্তি পায় না আর সমাজের অন্যান্য লোকদেরকেও শান্তিতে থাকতে দেয় না। আল্ কুরআনে কঠোরভাবে এ দুটো দুষ্ট ব্যাধি সম্পর্কে বলা হয়েছে- 'হে যারা ঈমান এনেছ ! তোমরা অতিরিক্ত সন্দেহকে পরিহার কর। কারণ কতক (ক্ষেত্রে) সন্দেহ পাপ বিশেষ। এবং তোমরা ছিদ্রান্বেষণ কোর না। আর একে অপরের পেছনে গিবত (কুৎসা) করে বেড়িও না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খেতে চাইবে ?' (৪৯ঃ১৩)। আমাদের প্রিয় নবী (সঃ)-ও এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বল্লেন, গিবত কাকে বলে জানো ? তিনি (আবূ হুরায়রা) বল্লেন- আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল ভালভাবে জ্ঞাত আছেন। তিনি (হুযূর-সঃ) বল্লেন- তোমার ভ্রাতা ভালবাসেন না এসব কথা তার সম্বন্ধে বলা। তাঁকে (হুযূর-সঃ) প্রশ্ন করা হলো- যা আমি বলি তা যদি তার মধ্যে থাকে সে প্রসঙ্গে আপনার মত কী ? তিনি (হুযূর-সঃ) বল্লেন- তুমি যা বলো তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলে তাকে গিবত বলা যাবে আর যা তুমি বল তা যদি তার মধ্যে না থাকে তাহলে তাকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হবে [হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক রেওয়ায়াতকৃত সহী মুসলিম শরীফ দ্রষ্টব্য]।

বদজন্নি এমন পাপ যা মানুষকে অহংকারী ও আত্মম্ভরী করে মুশরেকী আকিদার দিকে ঠেলে দেয়। পরের কুৎসা এবং বদজন্নি একজন তখনই করে যখন অবচেতন মনে সে নিজেকে বড় মনে করে। আর ইহাই তাকে জাহান্নামের দিকে ধীরে ধীরে নিয়ে যায় যা কিনা সে বুঝতেও পারে না। অন্যের নামে মুখরোচক কথাগুলো বলে কুৎসাকারী বাহবা কুড়োতেও কার্পণ্য করে না। এক কথায় বলা যায় যে, প্রকাশ্য শিরকের পরে বদজন্নি ও গিবত গুপ্ত শিরক। তাই আহমদীয়া মুসলিম জামাতে দাখিল হ'তে হ'লে একজন বয়াতকারীকে এই প্রতিজ্ঞা করতে হয়- সে জীবনে বদজন্নি এবং কুৎসা করবে না।

বদজন্নি তথা অন্যায় সন্দেহ ও গিবত (পরনিন্দা)মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি যা সমাজ জীবনে ঐক্য ও শান্তি বিনষ্টকারী। ইহা মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা মাত্র। এর ফলে সমাজ জীবনে সৃষ্টি হয় ভুল-বুঝাবুঝির পাহাড়, ঘৃণা-বিদ্বেষের বেড়াজাল যার পূর্ণ পরিণতি হয় মারামারি ও রক্তারক্তিতে। নেযাম ও খেলাফতের কাজে বাধা সৃষ্টিকারী বলেও এ দু'টো সাংঘাতিক আধ্যাত্মিক ব্যাধিকে চিহ্নিত করা যায়।

বদজন্নি ও গিবতের মত সাংঘাতিক ব্যাধি সমাগত নবী-রসূলদের মান্য করার পথে বিরাট প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করতে থাকে। আল্লাহ্তাআলা মানুষের অন্তর দেখে থাকেন। সাধারণতঃ এমন লোকদের তিনি মনোনীত করে থাকেন যারা বাহ্যদর্শীদের দৃষ্টিতে অপাংক্তেয়। তাই আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীতগণের দাবীর পরে ঐ সকল বাহ্যদর্শী লোকেরা বদজন্নি ও গিবতের কারণে তাঁকে মান্য করা থেকে বঞ্চিত হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-বলেছেন- সকল পাপের মূল শিকড় হ'ল বদজন্নি। লিখিত আছে যে, যখন কাফেরদেরকে জাহান্নামের মধ্যে দেয়া হবে তখন তাদেরকে বলা হবে যে, ইহা তোমাদের বদজন্নির কুফল। খোদার রসূল তোমাদের মধ্যে এসেছিলেন। তিনি তোমাদের পুণ্যের কথা বলতেন, তওবা ও ইস্তিগফারের কথা শিখাতেন কিন্তু তোমরা তাঁর বিরোধিতা করতে, তাঁর ওপর বদজন্নি করতে এবং বলতে- তার ওপরে কোন ওহী-ইলহাম হয় না। সব কথা সে নিজ থেকে তৈরী করে বলে (মলফুযাত)।

সুতরাং প্রত্যেক পবিত্রচেতা ব্যক্তির কর্তব্য যেন সে এ দু'টো সাংঘাতিক আত্মিক ব্যাধি থেকে নিজেকে রক্ষা করে। সাধারণভাবে প্রত্যেক ব্যাপারে হুস্নেজান অর্থাৎ সুধারণা পোষণ করার অভ্যেস সৃষ্টি করে আমরা নিজেকে এবং সমাজকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারি। আসন্ন পবিত্র মাহে রমযানে আসুন আমরা সকলে এ ব্যাধি-মুক্ত থাকার সাধনা করি।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
■ কুরআন মাজীদ ঃ সূরাতুল আ'রাফ - ৭	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
■ ইরফানে হাদীস ঃ আনুগত্যকারী ও অবাধ্যতাকারীর দৃষ্টান্ত মূল ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	৩-৪
■ অমৃত বাণী ঃ কে আমার অন্তর্ভুক্ত হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)	ঃ অনুবাদ ঃ জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া	৪ ও ৮
■ জুমুআর খুতবা ঃ আল্লাহ্তাআলার 'জাব্বার' সিফতের ব্যাখ্যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৫-৮
■ জুমুআর খুতবা ঃ আল্লাহ্তাআলার 'কিব্রিয়া' সিফতের ব্যাখ্যা। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৯-১২
■ মুলাকাত ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ সংকলন ও অনুবাদ - আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী	১৩-১৫
■ মুনাজাতে রসূল (সঃ) মূল ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	১৫-১৬
■ ইউ, কে (লন্ডন) আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ২৭তম সালানা জলসা ঃ স্মৃতির পাতা থেকে	ঃ জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন	১৭
■ ইসলামের রণ নীতি	ঃ আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী	১৮
■ নবুওয়ত পদ্ধতির খেলাফত	ঃ জনাব সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী	১৯-২০
■ জামায়াত নেতাদের আদর্শ	ঃ জনাব সা'দ উল্লাহ্	২০-২১
■ লেখার বিষয় নিয়ে ভাবনা	ঃ জনাব মোঃ ফজল-ই-ইলাহী	২২-২৩
■ ছোটদের পাতা ঃ ফুলের তোড়া (গুলদাস্তা) (১০-১৩ বছর বয়সের ওয়াকফে নও শিশুদের পাঠ্য-পুস্তক)	ঃ পরিচালক- জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	২৪
■ কবিতা	ঃ	২৫-২৬
■ নতুনদের পাতা		
● তাওয়াক্কাল ও তৌহীদ	ঃ মৌঃ মোঃ মজিদুল ইসলাম	২৭-২৮
● বিবাহ প্রসঙ্গে	ঃ মৌঃ মাহমুদ আহমদ সুমন	২৮-২৯
● একজন আদর্শ মুবাল্লিগ	ঃ মৌঃ শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমীন	৩০-৩২

প্রচ্ছদ ঃ নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম ও চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)।

কালামুল ইমাম

"অহংকার

আজি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, অহংকার হইতে বাঁচ। কেননা, অহংকার আমাদের মহা প্রতাপান্বিত খোদার দৃষ্টিতে ঘৃণা। কিন্তু তোমরা সম্ভবতঃ বুঝিবে না যে, অহংকার কী জিনিস। অতএব আমার নিকট হইতে বুঝিয়া নাও। কেননা, আমি খোদা কর্তৃক প্রদত্ত জ্ঞানের আলোকে বলিতেছি।

প্রত্যেক ব্যক্তি, যে নিজ ভাইকে এই জন্য হেয় জ্ঞান করে যে, সে তাহার চাইতে অধিক জ্ঞানী বা অধিক বুদ্ধিমান বা অধিক কৌশলী, সে অহংকারী। কেননা, সে খোদাকে বুদ্ধি ও জ্ঞানের উৎস মনে করে না এবং নিজেকে কিছু একটা সাব্যস্ত করে। খোদা তাহাকে পাগল করিয়া দিতে এবং তাহার ঐ ভাইকে, যাহাকে সে হেয় মনে করে, তাহার তুলনায় তাহাকে উত্তম জ্ঞান, বুদ্ধি ও কৌশল দান করিতে কি শক্তিমান নহেন? তদ্রূপেই ঐ ব্যক্তি, যে নিজের কোন ধন-ঐশ্বর্য-এর কথা মনে করিয়া তাহার ভাইকে হে জ্ঞান করে, সে-ও অহংকারী। কেননা, সে এই কথা ভুলিয়া গিয়াছে যে, এই ধন-ঐশ্বর্য খোদাই তাহাকে দিয়াছিলেন। সে অন্ধ এবং সে জানে না যে, ঐ খোদা সর্বশক্তিমান। তিনি তাহার উপর এইরূপ একটি বিপদ অবতীর্ণ করিতে পারেন যাহা এক মুহূর্তে তাহাকে আসফালা সাফেলীন (অর্থঃ হেয় হইতে হেয়তর স্তরে) পর্যায় লইয়া যাইতে পারে এবং তাহার ঐ ভাইকে, যাহাকে সে হেয় জ্ঞান করে, তাহার চাইতে অধিক উত্তম ধন-সম্পদ দান করিতে পারেন। তদ্রূপেই ঐ ব্যক্তি, যে নিজের দৈহিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে গর্ব করে, বা নিজের সৌন্দর্য ও রূপ এবং শক্তি ও সামর্থ্যের ব্যাপারে দাম্ভিক হয় এবং নিজের ভাইকে হাসি-বিদ্রূপের সহিত ছোট করে এবং তাহার দৈহিক ত্রুটির কথা লোকদেরকে শুনায়, সে-ও অহংকারী। সে এই খোদা সম্পর্কে অনবহিত যে, তিনি এক মুহূর্তে তাহার উপর এইরূপ দৈহিক ত্রুটি আনিতে পারেন যদ্দরুন সে ঐ ভাই-এর চাইতেও কুৎসিৎ হইতে পারে। দীর্ঘকাল যাবৎ যাহাকে হেয় জ্ঞান করা হইয়াছে খোদা তাহার শক্তিকে এইরূপ বরকত দিতে পারেন যে, সে না ছোট থাকিবে এবং না পরিত্যক্ত হইবে। কেননা, তিনি যাহা চান তাহা করেন। এইরূপেই ঐ ব্যক্তি, যে তাহার শক্তির উপর ভরসা করিয়া দোয়ায় অলস হয়, সে-ও অহংকারী। কেননা, সে শক্তি ও কুদরতের উৎসকে সনাক্ত করে নাই এবং নিজেকে কিছু একটা মনে করিয়াছে। অতএব তোমরা হে আমরা বন্ধুরা! এই সকল কথা স্মরণ রাখ। এমন যেন না হয় যে, তোমরা কোন দিক হইতে খোদাতাআলার দৃষ্টিতে অহংকারী সাব্যস্ত হইয়া যাও এবং তোমরা তাঁহার সম্পর্কে অনবহিত থাক। এক ব্যক্তি, যে তাহার এক ভাইকে ভুল কথা দ্বারা অহংকারের সহিত সংশোধন করে, সে-ও অহংকারে অংশ নিয়াছে। এক ব্যক্তি, যে তাহার ভাই-এর কথা বিনয়ের সহিত শুনিতে চায় না এবং মুখ ফিরাইয়া নেয়, সে-ও অহংকারে অংশ নিয়াছে। এক গরীব ভাই, যে তাহার পাশে বসিয়াছে এবং সে তাহাকে ঘৃণা করে, সে-ও অহংকারে অংশ নিয়াছে। এক ব্যক্তি, যে দোয়াকারীকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের সহিত দেখে, সে-ও অহংকারে একটি অংশ নিয়াছে। ঐ ব্যক্তি, যে খোদার প্রত্যাদিষ্ট ও প্রেরিত পুরুষের পরিপূর্ণভাবে আনুগত্য করিতে চাহ না, সে-ও অহংকারে একটি অংশ নিয়াছে। ঐ ব্যক্তি, যে খোদার প্রত্যাদিষ্ট ও প্রেরিত পুরুষের কথা মনোনিবেশের সহিত শুনে না এবং তাঁহার লেখা মনোযোগের সহিত পড়ে না, সে-ও অহংকারে একটি অংশ নিয়াছে। অতএব চেষ্টা কর যেন অহংকারের কোন অংশ তোমাদের মধ্যে না থাকে যাহাতে তোমরা ধ্বংস না হও এবং পরিবার-পরিজনসহ মুক্তি পাও। খোদার প্রতি ঝোঁক। পৃথিবীতে যতখানি কাহাকেও ভালবাসা সম্ভব তাহাকে ততখানি ভালবাস। পৃথিবীতে যতখানি মানুষ কাহাকেও ভয় পাইতে পারে তোমরা ততখানি ভয় তোমাদের খোদাকে কর। পবিত্র হৃদয়ের মানুষ হইয়া যাও। পবিত্র ইচ্ছার মানুষ হইয়া যাও। গরীব মিসকীন ও অনিষ্টকারীতাহীন হইয়া যাও যাহাতে তোমাদের উপর দয়া করা হয়" (নযূহুল মসীহ্, পৃষ্ঠা ২৬-২৭)।

আখবারে আহমদীয়া

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনালের খবরে জানানো হয়েছে, বর্তমানে হুযূর (আইঃ) সুস্থ আছেন। তিনি রীতিমত মসজিদ ফযল লন্ডনে নামায পড়াচ্ছেন এবং রীতিমত এমটিএ-এর প্রোগ্রামে শামেল হচ্ছেন। উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়েবেটিকের কারণে গত ০৯-০৭-২০০২ইং তারিখ জুমআর খুতবা দেয়ার সময় একটু দুর্বলতা অনুভব করেছিলেন। তিনি বর্তমানে একটি মেডিক্যাল বোর্ডের পরীক্ষাধীন আছেন।

আমাদের এ প্রিয় ও মহান খলীফার দীর্ঘ কর্মক্ষম সুস্থ জীবনের জন্যে জামাতের সকল ভ্রাতা-ভগ্নীকে তাহাজ্জুদ নামাযে দোয়া করার জন্যে ও সদকা দেয়ার জন্যে বলা হয়েছে।

-আহমদী বার্তা

সূরাতুল আ'রাফ - ৭

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ۚ اِنَّ
الْاَرْضَ لِلّٰهِ ۙ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَ
الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۲۹﴾

১২৯। মূসা তার জাতিকে বললো, 'তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর ও ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয় দেশ আল্লাহ্‌রই, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান এর উত্তরাধিকারী করেন এবং উত্তম পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্যই।

قَالُوْۤا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْۢ بَعْدِ مَا
جِئْتَنَا ؕ قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَ
يَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳۰﴾

১৩০। তারা বললো, 'আমাদের নিকট তোমার আসার পূর্বেও আমাদেরকে নির্যাতন করা হতো আর আমাদের নিকট তোমার আসার পরেও (নির্যাতন করা হচ্ছে)।' সে বললো, 'অচিরেই তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দিবেন এবং তিনি তোমাদেরকে এই দেশে স্থলাভিষিক্ত করে দিবেন, অতঃপর তিনি দেখবেন তোমরা কীরূপ কাজ কর।'[১০৩৭]

وَلَقَدْ اَخَذْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ
الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿۱۳۱﴾

১৩১। এবং নিশ্চয় আমরা ফেরাউনের জাতিকে (বহু বছরের) খরা-দুর্ভিক্ষ[১০৩৮] এবং ফল-ফলাদির (ও সন্তান-সন্ততির মৃত্যুজনিত) ক্ষতির দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ
سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ ؕ اَلَاۤ اِنَّمَا
طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۳۲﴾

১৩২। কিন্তু যখন তাদের জন্য সুখ-শান্তি আসতো, তারা বলতো, 'এতো আমাদেরই কারণে (প্রাপ্ত অধিকার বিশেষ)। কিন্তু যখন তাদেরকে দুঃখ-দুর্দশা ক্লিষ্ট করতো তখন তাকে তারা মূসা ও তার সঙ্গীদের কারণে অশুভ লক্ষণ মনে করতো। শোন! তাদের অশুভ লক্ষণ[১০৩৯] নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকটে (সংরক্ষিত), কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা অবগত নয়।

১০৩৭। ফেরাউনের পতনের পরে ইস্‌রাঈল জাতিকে মিশরের উত্তরাধিকারী করা হবে, আয়াতের এরূপ অর্থ অপরিহার্য নয়। সরাসরি অর্থ কেবল এরূপ দাঁড়ায় যে, ফেরাউনের শক্তি ভেঙ্গে যাবে এবং তার রাজ্য অন্য লোকেরা দখল করবে। আমরা জানি, ফেরাউনের ধ্বংসের পর এবং তার রাজত্বের অবসানে ইহুদীদের মিত্র আরেক গোত্র মিশর দখল করেছিল। এই আয়াতে উল্লেখিত 'দেশ' শব্দটি মিশরকে বুঝায় না, বরং "পবিত্র ভূমি" বুঝায়, যার প্রতিশ্রুতি পূর্বাহ্নে ইস্‌রাঈল জাতিকে দেয়া হয়েছিল এবং সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তারা সেই ভূমির অর্থাৎ ফিলিস্তিনের উত্তরাধিকারীও হয়েছিল।

১০৩৮। "সানাহ্" একবচন, বহুবচনে 'সিনীন' অর্থ-সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর সাধারণ আবর্তন। ইহা "আম্" এর সমার্থবোধক, তবে প্রত্যেক "সানাহ্"-ই "আম্" কিন্তু প্রত্যেক "আম্" "সানাহ্" নয়। "সানাহ্" আম্ (যা আরবী বার মাসের সমষ্টিরূপে প্রয়োগ হয়ে থাকে), হতে দীর্ঘতর কিন্তু "সানাহ্" চন্দ্রের দ্বাদশ আবর্তন-এর জন্যও প্রযোজ্য। ইমাম রাগেব-এর মতে "সানাহ্" শব্দের ব্যবহারে এমন বছর বুঝায় যে সময়ে মুশকিল বা প্রতিবন্ধক, বা খরা ও দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা দেয় এবং "আম্" ব্যবহার দ্বারা এরূপ বছরকে বুঝায়, যা উপায়-উপকরণে প্রাচুর্য আনয়ন করে এবং লতা-পাতাসমূহ ও গবাদি পশুর খাদ্যের তৃণাদিতে প্রতুলতা নিয়ে আসে। 'সানাহ্' শব্দের অর্থ খরা বা উষরও হয়। এক কথায় এই আঘাত জীবন ও সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতির বর্ণনা করেছে।

১০৩৯। "তায়ের" শব্দের অর্থ, শুভ বা অশুভ কিছুর পূর্বাভাস, মঙ্গল অথবা অমঙ্গলের পূর্বলক্ষণ, দুর্ভাগা বা দূরদৃষ্টি (লেইন)।

হাদীস শরীফ

ইরফানে হাদীস - ৯৯

আনুগতকারী ও অবাধ্যকারীর দৃষ্টান্ত

হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমার ও আমা কর্তৃক আনীত শিক্ষার দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মত, যে একটি জাতির কাছে গেলো আর বল্লো, হে আমার জাতি! আমি শত্রু-সৈন্য স্বচক্ষে দেখেছি। আর আমি সুস্পষ্টভাবে সতর্ক করছি। এজন্যে মুক্তির পথ অবলম্বন করো। এতে জাতির একটি অংশ তার আনুগত্য করলো এবং রাতের মধ্যেই বের হয়ে গেলো এবং মুক্তি পেলো। জাতির অন্য অংশ তাকে মিথ্যেবাদী আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করলো এবং তাদের বাড়ী ঘরেই থেকে গেলো। সকাল বেলায় শত্রু-সেনা তাদের ওপরে চড়াও হয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দিলো। এটাই আমার অনুসরণকারী ও অবাধ্যতাকারীর দৃষ্টান্ত (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ই'তিসাম বাবুল ইক্তিদা বিসুনানি রসূলুল্লাহ্, হাদীস নং ৬৭৪০)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ

হযরত আবূ বরদাহ্ তাঁর পিতা হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন। তিনি (সঃ) বলেছেন, আমার ও আমাকে আল্লাহ্‌তাআলা যা দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে একটি জাতির নিকট গেলো ও বলতে লাগলো, আমি শত্রু-সেনা আমার এ দু'চোখে দেখে এসেছি আর সুস্পষ্টভাবে তোমাদেরকে সতর্ক করতে এসেছি। সুতরাং তোমাদেরকে রক্ষা করো। তখন কিছু লোক তার কথা মেনে নিলো এবং রাতারাতি নির্বিঘ্নে বের হয়ে গেলো। এখন এটা এমনই এক ঘটনা যেভাবে হযরত লূতের সাথে হয়েছিলো। তিনি তাঁর (আঃ) জাতিকে সতর্ক করেছিলেন। কতক লোক তাঁর কথা মেনেছিলো এবং রাতের মধ্যেই তাদের বসতি ছেড়ে চলে যায়। আর অবশিষ্ট লোকেরা এ সতর্ক করা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে কোন মূল্য দেয় নি। তাই কতক লোক তার কথা মানে ও রাতেই স্বাচ্ছন্দ্যে বের হয়ে পড়ে। কিছুলোক বলে, একে মিথ্যাবাদী বলে মনে হয়, আর তোমরা নিজেদের ঘর-বাড়ীতেই অবস্থান করো। তারা নিজেদের ঘর-বাড়ীতেই অবস্থান করে। শেষে খুব ভোর বেলা শত্রু-সেনা তাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদেরকে ধ্বংস ও বিনাশ করে দেয়। এখন শত্রু-সেনা বলতে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কথায় এই দাঁড়ায় যে, যেভাবে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সতর্ক করেছিলেন যে, আমি একটি শত্রু-সেনাবাহিনী দেখছি আর লোকেরা তাদেরকে দেখতে পারে নি। তারা ছিলো ঐশী বাহিনী, ফিরিশ্‌তাদের বাহিনী ছিলো তারা। কুরআন করীমের কয়েক স্থানে তাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। অতএব যখনই শত্রু ধ্বংস হলো আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যে সেনাবাহিনী দেখেছিলেন তারা অবতীর্ণ হয়। আর তারা ছিলো ফিরিশ্‌তাদের বাহিনী। নচেৎ মুসলমান সাহাবার মধ্যে থেকে যারা তাঁর সহচর হিসেবে যুদ্ধ করছিলেন

তাঁদের মত গোবেচারাদের মধ্যে এ সামর্থ্যই বা কোথায় ছিলো? তাঁদের শক্তিই কোথায় ছিলো যে, বড় শক্তিশালী শত্রুকে পদানত করে ফেলে। তাদের মোকাবেলায় তাঁরা কোনই সামর্থ্য রাখতেন না।

অতএব আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যে সেনাবাহিনীর কথা বলছিলেন তাঁরা আসলে ফিরিশ্‌তাদের বাহিনী। তাদের প্রতিশ্রুতি বার বার কুরআন করীমে দেয়া হয়েছে। **আর তাঁরাই খোদাতাআলার ইচ্ছাকে পৃথিবীতে বাস্তবায়ন করে থাকেন।** হযরত লূতের জাতির মধ্যেও এ রকম ঘটনাই ঘটেছিলো। ফিরিশ্‌তারা আযাব নিয়ে এসেছিলেন। তারা আযাব দেবার অন্য একটি পথ অবলম্বন করেছিলেন। পাথুরে বৃষ্টি। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগে আযাব দেবার অন্য একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিলো। যাই হোক আল্লাহ্‌তাআলা এসব সতর্কবাণীকে অবশ্যই পূর্ণ করে দেখান। ইহা হতেই পারে না যে, সতর্ককারী গত হয়ে যান আর তাঁর কথাকে জাতি পরিপূর্ণভাবে হেয় দৃষ্টিতে দেখে আবার পরে ঐশী সেনাবাহিনী যাদের মাধ্যমে বা যেসব সৈন্যদের মাধ্যমে শাস্তি দিতে আল্লাহ্ মনস্থ করেন তাদের মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হয় না।

অতএব এ দৃষ্টান্ত ঐসব লোকদের জন্যে যারা আমার আনুগত্য করেছে এবং উহারও যা নিয়ে আমি এসেছি। আর ঐসব লোক যারা আমার আনুগত্য করে নি আর যে আদেশ নিয়ে এসেছি উহাকে মিথ্যা আখ্যা দিয়েছে তাদের জন্যেও এর মধ্যে দৃষ্টান্ত রয়েছে। অতএব অনেকবার আমি এ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছি এবং করতে থেকেছি এবং এখনও করছি ও করতে থাকবো। তারা ঐ খোদার ফিরিশ্‌তাদের দেখছে না, যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে দেখছেন এবং আমরা দেখছি। ইহা হতেই পারে না যে, এ যুগে ঐ ফিরিশ্‌তারা অন্য রকম আচরণ করবেন। প্রথমে তো আল্লাহ্‌তাআলার পথ-নির্দেশনা মেনে নেয়া হয়। পরে যখন তাঁর পক্ষ থেকে এ আদেশ এসে যায় যে, এখন তোমরা এসব বিরুদ্ধবাদী জাতিকে পদদলিত করে দাও আর তারা থেমে যায়, ইহা হতে পারে না। অবশ্যই আজও ঐ ফিরিশ্‌তারাই তাঁরই আদেশের আনুগত্য করবে যে আদেশ তাদেরকে আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে দেয়া হবে। তারা যে-ই হোন আল্লাহ্‌তাআলা ভাল জানেন যে, কী হবে। **কিন্তু আমি তো সতর্কের পর সতর্ক করতে করতে জাগাতে চাই। তারা নিজেদের শক্তির নেশায় সর্বৈব অমনোযোগী হয়ে আছে। তারা চিন্তাও করতে পারে না, আমরা যতই শক্তিধর হই আমাদের ওপরেও খোদার গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী হতে পারে। এ অবস্থা বিশ্বের অন্যান্য পরাশক্তিরও। আমেরিকাকে দেখো, ইহুদীদের দেখো, দুনিয়াতে তাদের যে সফলতা লাভ হয়েছে, তারা ধারণা ও কল্পনাও করতে পারে না যে, আল্লাহ্‌তাআলা তাদের সফলতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারেন আর অবশ্যই তিনি চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিবেন।** এটা আল্লাহ্‌তাআলা ভাল জানেন, ঐ দিন আমাদেরকে দেখান, না এর আগেই আমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু ইহা অকাট্যভাবে দৃঢ় বিশ্বাসের যোগ্য অর্থাৎ দৃঢ়-বিশ্বাস রাখুন, এ বিষয়ে এক মুহূর্তের জন্যেও সন্দেহের অবকাশ নেই। আল্লাহ্‌তাআলার এ সতর্কীকরণ প্রতিশ্রুতি খোদায় পরিণত হওয়া এসব শক্তিধরদের বিরুদ্ধে অবশ্যই পূর্ণ হবে। ইহা অসম্ভব যে, এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে না। কীভাবে হবে তা আল্লাহ্ উত্তম জানেন। আমরা এটা দেখি বা না দেখি, এর আগে আমাদেরকে আল্লাহ্ ডেকে নেন তা তাঁর ইচ্ছা, সবটাতেই আমরা সম্মত। কিন্তু এ প্রতিশ্রুতি টলে যেতে পারে না। এ প্রতিশ্রুতিকে টলাতে পারে দুনিয়ার এমন কোন শক্তি নেই, (দৈনিক আল্ ফযল, রাবওয়া ২০/৪/৯৯ তারিখের সৌজন্যে)।

অনুবাদ - মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

কে আমার অন্তর্ভুক্ত?

"কে আমার অন্তর্ভুক্ত? সে-ই, যে পাপ পরিত্যাগ করে এবং পুণ্য অবলম্বন করে, যে বক্রতা পরিহার করে এবং ন্যায়-নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, যে শয়তানের দাসত্ব হইতে মুক্ত হয় এবং খোদাতাআলার এক অনুগত বান্দায় পরিণত হয়। যাহারা এইরূপ করে তাহারা আমার মধ্যে আছে এবং আমি তাহাদের মধ্যে আছি। কিন্তু এইরূপ করিতে কেবল সে-ই সমর্থ হয় যাহাকে খোদাতাআলা নফ্‌স পবিত্রকারীর ছায়ায় নিয়া আসেন। তখন তিনি তাহার নফসের দোযখে নিজের পা রাখিয়া দেন। তখন সে এরূপ ঠান্ডা হইয়া যায় যেন তাহাদের মধ্যে কখনো আগুন ছিল না। তখন সে উন্নতির পর উন্নতি করে। এমনকি খোদার আত্মা তাহার মধ্যে অবস্থান করে এবং একটি বিশেষ জ্যোতির্বিকাশের সহিত 'রব্বুল আলামীন' (নিখিল বিশ্বের প্রভু-প্রতিপালক) তাহার হৃদয়ে অবস্থান করেন। তখন তাহার পুরাতন মনুষ্যত্ব জ্বলিয়া যায় এবং তাহাকে একটি নূতন ও পবিত্র মনুষ্যত্ব দান করা হয়। খোদাতাআলাও এক নূতন খোদা হইয়া তাহার সহিত এক নূতন ও বিশেষ রঙে সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং সে এই পৃথিবীতেই বেহেশ্‌তী জীবনের সকল পবিত্র উপকরণ পাইয়া যায়" (ফতহে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৪, ৩৫)।

"আমিতো অনেক দোয়া করিতেছি যে, আমার সম্প্রদায়ভুক্ত সকলে ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত হউক যাহারা খোদাতাআলাকে ভয় করে, নামাযে কায়েম থাকে, রাত্রিতে উঠিয়া মাটিতে সেজদাবনত হয় এবং ক্রন্দন করে, খোদার ফরযসমূহকে বিনষ্ট করে না, এবং কৃপণ ও কঞ্জুস, গাফেল ও দুনিয়ার কীট নহে। আমি আশা করি আমার এই দোয়া খোদাতাআলা কবুল করিবেন এবং আমাকে দেখাইবেন যে, আমি আমার পশ্চাতে এইরূপ লোকদিগকেই রাখিয়া যাইতেছি। কিন্তু ঐ সকল লোক, যাহাদের চক্ষু ব্যভিচার করে এবং যাহাদের হৃদয় পায়খানা হইতেও নিকৃষ্ট এবং যাহারা কখনো মৃত্যুর কথা স্মরণ করে না, আমি ও আমার খোদা তাহাদের উপর অসন্তুষ্ট। আমি খুবই সন্তুষ্ট হইব যদি এইরূপ ব্যক্তিরা এই সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দেয়" (তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতাঈন, ও রূহানী খাযায়েন, খন্ড ২০, পৃঃ ৭৭ মুদ্রণ ১৯৬৭)।

(অবশিষ্টাংশ ৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সূরাতুল আ'রাফ - ৭

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ۚ اِنَّ
الْاَرْضَ لِلّٰهِ ۙ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۭ وَ
الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

১২৯। মূসা তার জাতিকে বললো, 'তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর ও ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয় দেশ আল্লাহ্‌রই, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান এর উত্তরাধিকারী করেন এবং উত্তম পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্যই।

قَالُوْٓا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْۢ بَعْدِ مَا
جِئْتَنَا ۭ قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَ
يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ۝

১৩০। তারা বললো, 'আমাদের নিকট তোমার আসার পূর্বেও আমাদেরকে নির্যাতন করা হতো আর আমাদের নিকট তোমার আসার পরেও (নির্যাতন করা হচ্ছে)।' সে বললো, 'অচিরেই তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দিবেন এবং তিনি তোমাদেরকে এই দেশে স্থলাভিষিক্ত করে দিবেন, অতঃপর তিনি দেখবেন তোমরা কীরূপ কাজ কর।'[১০৩৭]

وَلَقَدْ اَخَذْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ
الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ۝

১৩১। এবং নিশ্চয় আমরা ফেরাউনের জাতিকে (বহু বছরের) খরা-দুর্ভিক্ষ[১০৩৮] এবং ফল-ফলাদির (ও সন্তান-সন্ততির মৃত্যুজনিত) ক্ষতির দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ
سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ ۭ اَلَآ اِنَّمَا
طٰۗىِٕرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

১৩২। কিন্তু যখন তাদের জন্য সুখ-শান্তি আসতো, তারা বলতো, 'এতো আমাদেরই কারণে (প্রাপ্ত অধিকার বিশেষ)। কিন্তু যখন তাদেরকে দুঃখ-দুর্দশা ক্লিষ্ট করতো তখন তাকে তারা মূসা ও তার সঙ্গীদের কারণে অশুভ লক্ষণ মনে করতো। শোন! তাদের অশুভ লক্ষণ[১০৩৯] নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকটে (সংরক্ষিত), কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা অবগত নয়।

১০৩৭। ফেরাউনের পতনের পরে ইস্‌রাঈল জাতিকে মিশরের উত্তরাধিকারী করা হবে, আয়াতের এরূপ অর্থ অপরিহার্য নয়। সরাসরি অর্থ কেবল এরূপ দাঁড়ায় যে, ফেরাউনের শক্তি ভেঙ্গে যাবে এবং তার রাজ্য অন্য লোকেরা দখল করবে। আমরা জানি, ফেরাউনের ধ্বংসের পর এবং তার রাজত্বের অবসানে ইহুদীদের মিত্র আরেক গোত্র মিশর দখল করেছিল। এই আয়াতে উল্লেখিত 'দেশ' শব্দটি মিশরকে বুঝায় না, বরং "পবিত্র ভূমি" বুঝায়, যার প্রতিশ্রুতি পূর্বাহ্নে ইস্‌রাঈল জাতিকে দেয়া হয়েছিল এবং সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তারা সেই ভূমির অর্থাৎ ফিলিস্তিনের উত্তরাধিকারীও হয়েছিল।

১০৩৮। "সানাহ্" একবচন, বহুবচনে 'সিনীন' অর্থ-সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর সাধারণ আবর্তন। ইহা "আম্" এর সমার্থবোধক, তবে প্রত্যেক "সানাহ্"-ই "আম্" কিন্তু প্রত্যেক "আম্" "সানাহ্" নয়। "সানাহ্" আম্ (যা আরবী বার মাসের সমষ্টিরূপে প্রয়োগ হয়ে থাকে), হতে দীর্ঘতর কিন্তু "সানাহ্" চন্দ্রের দ্বাদশ আবর্তন-এর জন্যও প্রযোজ্য। ইমাম রাগেব-এর মতে "সানাহ্" শব্দের ব্যবহারে এমন বছর বুঝায় যে সময়ে মুশকিল বা প্রতিবন্ধক, বা খরা ও দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা দেয় এবং "আম্" ব্যবহার দ্বারা এরূপ বছরকে বুঝায়, যা উপায়-উপকরণে প্রাচুর্য আনয়ন করে এবং লতা-পাতাসমূহ ও গবাদি পশুর খাদ্যের তৃণাদিতে প্রতুলতা নিয়ে আসে। 'সানাহ্' শব্দের অর্থ খরা বা উষরও হয়। এক কথায় এই আঘাত জীবন ও সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতির বর্ণনা করেছে।

১০৩৯। "তায়ের" শব্দের অর্থ, শুভ বা অশুভ কিছুর পূর্বাভাস, মঙ্গল অথবা অমঙ্গলের পূর্বলক্ষণ, দুর্ভাগা বা দূরদৃষ্টি (লেইন)।

হাদীস শরীফ

ইরফানে হাদীস - ৯৯

আনুগতকারী ও অবাধ্যকারীর দৃষ্টান্ত

হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমার ও আমা কর্তৃক আনীত শিক্ষার দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মত, যে একটি জাতির কাছে গেলো আর বল্লো, হে আমার জাতি! আমি শত্রু-সৈন্য স্বচক্ষে দেখেছি। আর আমি সুস্পষ্টভাবে সতর্ক করছি। এজন্যে মুক্তির পথ অবলম্বন করো। এতে জাতির একটি অংশ তার আনুগত্য করলো এবং রাতের মধ্যেই বের হয়ে গেলো এবং মুক্তি পেলো। জাতির অন্য অংশ তাকে মিথ্যেবাদী আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করলো এবং তাদের বাড়ী ঘরেই থেকে গেলো। সকাল বেলায় শত্রু-সেনা তাদের ওপরে চড়াও হয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দিলো। এটাই আমার অনুসরণকারী ও অবাধ্যতাকারীর দৃষ্টান্ত (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ই'তিসাম বাবুল ইক্বতিদা বিসুনানি রসূলুল্লাহ্, হাদীস নং ৬৭৪০)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ

হযরত আবূ বরদাহ্ তাঁর পিতা হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন। তিনি (সঃ) বলেছেন, আমার ও আমাকে আল্লাহ্‌তাআলা যা দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে একটি জাতির নিকট গেলো ও বলতে লাগলো, আমি শত্রু-সেনা আমার এ দু'চোখে দেখে এসেছি আর সুস্পষ্টভাবে তোমাদেরকে সতর্ক করতে এসেছি। সুতরাং তোমাদেরকে রক্ষা করো। তখন কিছু লোক তার কথা মেনে নিলো এবং রাতারাতি নির্বিঘ্নে বের হয়ে গেলো। এখন এটা এমনই এক ঘটনা যেভাবে হযরত লূতের সাথে হয়েছিলো। তিনি তাঁর (আঃ) জাতিকে সতর্ক করেছিলেন। কতক লোক তাঁর কথা মেনেছিলো এবং রাতের মধ্যেই তাদের বসতি ছেড়ে চলে যায়। আর অবশিষ্ট লোকেরা এ সতর্ক করা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে কোন মূল্য দেয় নি। তাই কতক লোক তার কথা মানে ও রাতেই স্বাচ্ছন্দ্যে বের হয়ে পড়ে। কিছুলোক বলে, একে মিথ্যাবাদী বলে মনে হয়, আর তোমরা নিজেদের ঘর-বাড়ীতেই অবস্থান করো। তারা নিজেদের ঘর-বাড়ীতেই অবস্থান করে। শেষে খুব ভোর বেলা শত্রু-সেনা তাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদেরকে ধ্বংস ও বিনাশ করে দেয়। এখন শত্রু-সেনা বলতে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কথায় এই দাঁড়ায় যে, যেভাবে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সতর্ক করেছিলেন যে, আমি একটি শত্রু-সেনাবাহিনী দেখছি আর লোকেরা তাদেরকে দেখতে পারে নি। তারা ছিলো ঐশী বাহিনী, ফিরিশ্‌তাদের বাহিনী ছিলো তারা। কুরআন করীমের কয়েক স্থানে তাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। অতএব যখনই শত্রু ধ্বংস হলো আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যে সেনাবাহিনী দেখেছিলেন তারা অবতীর্ণ হয়। আর তারা ছিলো ফিরিশ্‌তাদের বাহিনী। নচেৎ মুসলমান সাহাবার মধ্যে থেকে যারা তাঁর সহচর হিসেবে যুদ্ধ করছিলেন

তাঁদের মত গোবেচারাদের মধ্যে এ সামর্থ্যই বা কোথায় ছিলো? তাঁদের শক্তিই কোথায় ছিলো যে, বড় শক্তিশালী শত্রুকে পদানত করে ফেলে। তাদের মোকাবেলায় তাঁরা কোনই সামর্থ্য রাখতেন না।

অতএব আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যে সেনাবাহিনীর কথা বলছিলেন তাঁরা আসলে ফিরিশ্‌তাদের বাহিনী। তাদের প্রতিশ্রুতি বার বার কুরআন করীমে দেয়া হয়েছে। **আর তাঁরাই খোদাতাআলার ইচ্ছাকে পৃথিবীতে বাস্তবায়ন করে থাকেন।** হযরত লূতের জাতির মধ্যেও এ রকম ঘটনাই ঘটেছিলো। ফিরিশ্‌তারা আযাব নিয়ে এসেছিলেন। তারা আযাব দেবার অন্য একটি পথ অবলম্বন করেছিলেন। পাথুরে বৃষ্টি। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগে আযাব দেবার অন্য একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিলো। যাই হোক আল্লাহ্‌তাআলা এসব সতর্কবাণীকে অবশ্যই পূর্ণ করে দেখান। ইহা হতেই পারে না যে, সতর্ককারী গত হয়ে যান আর তাঁর কথাকে জাতি পরিপূর্ণভাবে হেয় দৃষ্টিতে দেখে আবার পরে ঐশী সেনাবাহিনী যাদের মাধ্যমে বা যেসব সৈন্যদের মাধ্যমে শাস্তি দিতে আল্লাহ্ মনস্থ করেন তাদের মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হয় না।

অতএব এ দৃষ্টান্ত ঐসব লোকদের জন্যে যারা আমার আনুগত্য করেছে এবং উহারও যা নিয়ে আমি এসেছি। আর ঐসব লোক যারা আমার আনুগত্য করে নি আর যে আদেশ নিয়ে এসেছি উহাকে মিথ্যা আখ্যা দিয়েছে তাদের জন্যেও এর মধ্যে দৃষ্টান্ত রয়েছে। অতএব অনেকবার আমি এ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছি এবং করতে থেকেছি এবং এখনও করছি ও করতে থাকবো। তারা ঐ খোদার ফিরিশ্‌তাদের দেখছে না, যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে দেখছেন এবং আমরা দেখছি। ইহা হতেই পারে না যে, এ যুগে ঐ ফিরিশ্‌তারা অন্য রকম আচরণ করবেন। প্রথমে তো আল্লাহ্‌তাআলার পথ-নির্দেশনা মেনে নেয়া হয়। পরে যখন তাঁর পক্ষ থেকে এ আদেশ এসে যায় যে, এখন তোমরা এসব বিরুদ্ধবাদী জাতিকে পদদলিত করে দাও আর তারা থেমে যায়, ইহা হতে পারে না। অবশ্যই আজও ঐ ফিরিশ্‌তারাই তাঁরই আদেশের আনুগত্য করবে যে আদেশ তাদেরকে আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে দেয়া হবে। তারা যে-ই হোন আল্লাহ্‌তাআলা ভাল জানেন যে, কী হবে। **কিন্তু আমি তো সতর্কের পর সতর্ক করতে করতে জাগাতে চাই। তারা নিজেদের শক্তির নেশায় সর্বৈব অমনোযোগী হয়ে আছে। তারা চিন্তাও করতে পারে না, আমরা যতই শক্তিধর হই আমাদের ওপরেও খোদার গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী হতে পারে। এ অবস্থা বিশ্বের অন্যান্য পরাশক্তিরও। আমেরিকাকে দেখো, ইহুদীদের দেখো, দুনিয়াতে তাদের যে সফলতা লাভ হয়েছে, তারা ধারণা ও কল্পনাও করতে পারে না যে, আল্লাহ্‌তাআলা তাদের সফলতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারেন আর অবশ্যই তিনি চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিবেন।** এটা আল্লাহ্‌তাআলা ভাল জানেন, ঐ দিন আমাদেরকে দেখান, না এর আগেই আমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু ইহা অকাট্যভাবে দৃঢ় বিশ্বাসের যোগ্য অর্থাৎ দৃঢ়-বিশ্বাস রাখুন, এ বিষয়ে এক মুহূর্তের জন্যেও সন্দেহের অবকাশ নেই। আল্লাহ্‌তাআলার এ সতর্কীকরণ প্রতিশ্রুতি খোদায় পরিণত হওয়া এসব শক্তিধরদের বিরুদ্ধে অবশ্যই পূর্ণ হবে। ইহা অসম্ভব যে, এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে না। কীভাবে হবে তা আল্লাহ্ উত্তম জানেন। আমরা এটা দেখি বা না দেখি, এর আগে আমাদেরকে আল্লাহ্ ডেকে নেন তা তাঁর ইচ্ছা, সবটাতেই আমরা সম্মত। কিন্তু এ প্রতিশ্রুতি টলে যেতে পারে না। এ প্রতিশ্রুতিকে টলাতে পারে দুনিয়ার এমন কোন শক্তি নেই, (দৈনিক আল্ ফযল, রাবওয়া ২০/৪/৯৯ তারিখের সৌজন্যে)।

অনুবাদ - মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

কে আমার অন্তর্ভুক্ত?

"কে আমার অন্তর্ভুক্ত? সে-ই, যে পাপ পরিত্যাগ করে এবং পুণ্য অবলম্বন করে, যে বক্রতা পরিহার করে এবং ন্যায়-নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, যে শয়তানের দাসত্ব হইতে মুক্ত হয় এবং খোদাতাআলার এক অনুগত বান্দায় পরিণত হয়। যাহারা এইরূপ করে তাহারা আমার মধ্যে আছে এবং আমি তাহাদের মধ্যে আছি। কিন্তু এইরূপ করিতে কেবল সে-ই সমর্থ হয় যাহাকে খোদাতাআলা নফ্‌স পবিত্রকারীর ছায়ায় নিয়া আসেন। তখন তিনি তাহার নফসের দোযখে নিজের পা রাখিয়া দেন। তখন সে এরূপ ঠান্ডা হইয়া যায় যেন তাহাদের মধ্যে কখনো আগুন ছিল না। তখন সে উন্নতির পর উন্নতি করে। এমনকি খোদার আত্মা তাহার মধ্যে অবস্থান করে এবং একটি বিশেষ জ্যোতির্বিকাশের সহিত 'রব্বুল আলামীন' (নিখিল বিশ্বের প্রভু-প্রতিপালক) তাহার হৃদয়ে অবস্থান করেন। তখন তাহার পুরাতন মনুষ্যত্ব জ্বলিয়া যায় এবং তাহাকে একটি নূতন ও পবিত্র মনুষ্যত্ব দান করা হয়। খোদাতাআলাও এক নূতন খোদা হইয়া তাহার সহিত এক নূতন ও বিশেষ রঙে সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং সে এই পৃথিবীতেই বেহেশ্‌তী জীবনের সকল পবিত্র উপকরণ পাইয়া যায়" (ফতহে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৪, ৩৫)।

"আমিতো অনেক দোয়া করিতেছি যে, আমার সম্প্রদায়ভুক্ত সকলে ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত হউক যাহারা খোদাতাআলাকে ভয় করে, নামাযে কায়েম থাকে, রাত্রিতে উঠিয়া মাটিতে সেজদাবনত হয় এবং ক্রন্দন করে, খোদার ফরযসমূহকে বিনষ্ট করে না, এবং কৃপণ ও কঞ্জুস, গাফেল ও দুনিয়ার কীট নহে। আমি আশা করি আমার এই দোয়া খোদাতাআলা কবুল করিবেন এবং আমাকে দেখাইবেন যে, আমি আমার পশ্চাতে এইরূপ লোকদিগকেই রাখিয়া যাইতেছি। কিন্তু ঐ সকল লোক, যাহাদের চক্ষু ব্যভিচার করে এবং যাহাদের হৃদয় পায়খানা হইতেও নিকৃষ্ট এবং যাহারা কখনো মৃত্যুর কথা স্মরণ করে না, আমি ও আমার খোদা তাহাদের উপর অসন্তুষ্ট। আমি খুবই সন্তুষ্ট হইব যদি এইরূপ ব্যক্তিরা এই সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দেয়" (তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতাঈন, ও রূহানী খাযায়েন, খন্ড ২০, পৃঃ ৭৭ মুদ্রণ ১৯৬৭)।

(অবশিষ্টাংশ ৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আল্লাহ্‌তাআলার 'জব্বার' সিফতের ব্যাখ্যা

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ১৯ এপ্রিল, ২০০২ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআউয, ও সূরা ফাতিহার পরে সূরাতুল হাশ্‌রের আয়াত নং ২৪ তেলাওয়াত করে হুযূর খুতবা এরশাদ করেন।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ۝

অনুবাদ ঃ তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, যিনি সর্বাধিপতি, অতি পবিত্র, পরম শান্তিময়, পূর্ণ নিরাপত্তাদাতা, সর্বোত্তম রক্ষাকর্তা, মহাপরাক্রমশালী, প্রবল প্রতিবিধায়ক, অতীব গরীয়ান, তারা আল্লাহ্‌র সাথে যাদেরকে শরীক করে তিনি ওসব থেকে পবিত্র (সূরাতুল হাশ্‌র ঃ ২৪)।

আল্লাহ্‌র সিফত 'জাব্বার' সম্পর্কে কিছু কথা গত খুতবায় বলা হয়েছে। আজ এ সম্পর্কে আরো কিছু আলোচনা করছি। এ শব্দের অর্থ সম্পর্কে বিখ্যাত আরবী অভিধানে লেখা আছে, আল্ জাবর শব্দের মধ্যে বিভক্তিকরণে বিপরীত সংযুক্তির অর্থও আছে। যেমন সে ভাঙ্গা হাড়কে জোড়া দিয়ে ঠিক করে দিল। সে ফকীরকে বিত্তবান করে দিল। এতীমের দেখাশোনা বা অভিভাবকত্ব করল। আবূ আলী আল্ ফারেসী বলেছেন, 'জাবারাহু' অর্থ সে তাকে দরিদ্রতার পর বিত্তবান বা ধনবান করে দিল। ইবনে সায়দা এর অর্থ করেছেন, সে তার প্রতি অনুগ্রহ করেছে। আল্লামা ইবনে আমীর তাঁর আন্ নেহায়াতে লিখেছেন,

হযরত আলী (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত আছে, 'জব্বারুল কুলুবে আলা ফিৎরাতেহা, 'এখানে 'জব্বার' ভাঙ্গা হাড়কে জোড়া লাগানো অর্থে ব্যবহার হয়েছে। ফলে উক্ত হাদীসের অর্থ হবে, জব্বার সেই সত্তা (আল্লাহ্) যিনি হৃদয়-সমূহকে তাদের প্রকৃতি অনুসারে মা'রেফত ও দৃঢ়তা প্রদান করেন।

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত 'জব্বার' সিফতের ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, আল্ জব্বার সংশোধন করে সুন্দর করেন যিনি। আমাদের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলতা রয়েছে অসংগতি রয়েছে তা দূর করে সংশোধনের ব্যবস্থা করেন যিনি। সংশোধনের তৌফীক দান করেন যিনি। হযরত মসীহ্ (আঃ)ও এই অর্থ করেছেন যে, বিনষ্টদেরকে আবার সুষ্ঠু সঠিক করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আঁ হযরত (সঃ) দুই সিজদার মধ্যবর্তী সময়ে দোয়া করতেন, আল্লাহুম্মাগ ফেরলি, ওয়ারহামনি, ওয়াজ্‌বুরনি, ওয়াহ্ দীনি, ওয়ারযুকনি, অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমার গুনাহ্ ক্ষমা কর, আমার প্রতি কৃপা কর, আমার বিশৃঙ্খল ও নষ্ট কাজকে আবার সুসংহত করে দাও, হেদায়াত দাও, আমাকে রিয্‌ক দাও।'

হযরত যুমরাতাবনে হাবীব বর্ণনা করেছেন, 'আঁ হযরত (সঃ) হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)-এর নিকট সমবেদনা জ্ঞাপন করতে গিয়েছিলেন যখন তার স্বামী আবূ সালমা (রাঃ) মারা যান। সেখানে হুযূর (সঃ) উম্মে সালমার পক্ষে দোয়া করেছিলেন, আল্লাহুম্মা আযযে হুযানাহা ওয়াজবুর মুসীবাতাহা ওয়াব্‌দেলহা বেহা খায়রাম মিন্‌হা" অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তুমি তার দুঃখ দূর কর, তার বিপদ দূর কর, তার মৃত স্বামীর বদলে তাকে আরো ভালো স্বামী দান কর।"রাবী বলেছেন, আল্লাহ্ উম্মে সালমার সমস্ত দুঃখ-কষ্ট দূর করেছিলেন এবং অতি উত্তম স্বামী দিয়েছিলেন অর্থাৎ আঁ হযরত (সঃ) -এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়েছিল।

এখন পর্যন্ত জব্বার শব্দের যতগুলো অর্থ বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে জব্বার অর্থ সংশোধনকারী, বিনষ্টকে সুবিন্যস্তকারী, এবং আল্লামা আযহারীর অর্থ, 'পসন্দকৃত দীনের (ধর্মের) সংস্কার যিনি করে থাকেন' - বিশেষভাবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং এখানে এসব অর্থেরই ব্যাখ্যা করা হবে। সংক্ষেপে স্মরণ রাখবেন, 'জাব্বার' মুবালেগার সিগা (অর্থাৎ এর মধ্যে আধিক্য থাকবে) এবং জবর থেকে এর উৎপত্তি হয়েছে। জবর অর্থ ভেঙ্গে যাওয়াকে সংযুক্ত করা, কারো অবস্থার সংশোধন করা; কাউকে প্ররোচিত করে কোন কাজে উৎসাহিত করা। প্রথম পর্যায়ে এই সিফত জামালী হবে বা মায়াবী বা মাধুর্যপূর্ণ দ্বিতীয় পর্যায়ে জালালী অর্থ হবে তথা বল প্রয়োগ করে বাধ্য করা। এদিক থেকে জব্বার অর্থ 'মুসলেহ্' সংশোধনকারী হবে। এর ভিত্তি কুরআনের আয়াত ঃ

فَلَمَّاۤ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰی مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَیُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِیْنَ ۝

অনুবাদ ঃ যখন তারা নিক্ষেপ করল, মূসা বলল, তোমরা যা উপস্থাপন করেছ এ তো যাদু। নিশ্চয় একে আল্লাহ্ ব্যর্থ করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কাজকে সাফল্য দান করেন না (সূরাতু ইউনুস ঃ ৮২)।

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۪ وَوَهَبْنَا لَهٗ یَحْیٰی وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا یُسٰرِعُوْنَ فِی الْخَیْرٰتِ وَ یَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ؕ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِیْنَ ۝

অনুবাদ ঃ তখন আমরা তার দোয়া শুনলাম এবং আমরা তাকে ইয়াহ্ইয়া দান করলাম এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে সুস্থ করে দিলাম। নিশ্চয় তারা সৎকর্মে পরস্পর তৎপরতা অবলম্বন করত এবং তারা আমাদেরকে আশা করে ভয়ের সাথে ডাকত এবং আমাদের সামনে বিনয়ী ছিল (সূরাতুল আম্বিয়া ঃ ৯১)।

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِیْدًا ۝ یُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَمَنْ

يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝

অনুবাদ ঃ হে মু'মিনরা! তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সরল-সুদৃঢ় কথা বল; (ফলে) আল্লাহ্ তোমাদের কর্মসমূহকে সংশোধিত করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে চলবে সে নিশ্চয় মহা সাফল্য অর্জন করবে (সূরাতুল আহযাব ঃ ৭১-৭২)।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ۝

অনুবাদ ঃ এবং যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে এবং যা মুহাম্মদের উপর নাযেল করা হয়েছে তার উপর, বস্তুতঃ এটা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পূর্ণ সত্য। তিনি তাদের অনিষ্টসমূহকে দূরীভূত করে দিবেন এবং তাদের অবস্থার সংশোধন করে দিবেন।

وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ۝ سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۝ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۝

অনুবাদ ঃ "... যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে ... তাদের কৃতকর্ম তিনি কখনও বিনষ্ট করবেন না।

"তিনি নিশ্চয় তাদেরকে হেদায়াতের (সাফল্যের) পথে নিয়ে যাবেন। এবং তাদের অবস্থার সংশোধন করে দিবেন।

"এবং তাদেরকে সেই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পরিচয় তিনি পূর্বেই দিয়েছেন" (সূরাতু মুহাম্মদ ঃ ৩-৭)।

শোয়ায়েব বলেছেন, জামেবিন শাদ্দাদ বিন আবূ ওয়ায়েল (রাঃ) এবং আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, আঁ হযরত (সঃ) আমাদের কয়েকটি কলেমা শিখিয়েছেন। এ কলেমাগুলো অমন করে শিখান নি যেমন করে তাশাহ্হুদ শিখাতেন। ঐ কলেমা বা বাক্যগুলো নিম্নরূপ ঃ হে আল্লাহ্! আমাদের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করে দাও, আমাদের নিজেদের মধ্যকার বিষয়গুলো সংশোধন করে দাও, শান্তির পথে, নিরাপত্তার পথে আমাদেরকে পরিচালিত কর। অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যাও। আমাদেরকে বাহ্যিক ও নির্লজ্জ কাজ থেকে রক্ষা কর। আমাদের মধ্যে বরকত রেখে দাও। আমাদের কানের মধ্যে, আমাদের চোখে, আমাদের হৃদয়ে, আমাদের স্ত্রীদের মধ্যে, আমাদের সন্তানদের মধ্যে বরকত রেখে দাও। আমাদের প্রতি কৃপার দৃষ্টিপাত কর। নিশ্চয় তুমিই অনেক বেশি তওবা কবুলকারী, অনেক বেশি করুণা প্রদর্শনকারী। তুমি আমাদেরকে তোমার নেয়ামতসমূহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বানাও, এমন অবস্থায় যে, এ সমস্ত নেয়ামতের কারণে আমরা যেন তোমার প্রশংসা ও সুনাম গেয়ে বেড়াই এবং আমাদেরকে তোমার নেয়ামত লাভের যোগ্য বানাও। তোমার নেয়ামতসমূহকে আমাদের জন্য পূর্ণ করে দাও।"

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যদি কারো হাঁচি আসে তবে সে যেন 'আল হামদুলিল্লাহ্' বলে, এবং পাশে থেকে যদি কেউ শুনে তবে সে জবাবে বলবে, ইয়ারহামুকুমুল্লাহ্ অর্থ "আল্লাহ্ তোমার প্রতি দয়া করুন" বলে। একথা শুনে প্রথম ব্যক্তি যার হাঁচি এসেছিল সে বলবে, 'ইয়াহদিকুমুল্লাহ্ ওয়া ইউসলোহো বালাকুম'

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তোমাকে হেদায়াত দিন এবং তোমার বিষয়সমূহ সংশোধন করে দিন।'

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বলেছেন, আঁ হযরত (সঃ) দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ্! আমার জন্য আমার দীনের সংশোধন করে দাও, যা আমার সকল বিষয়ে নিরাপত্তার কারণ। আমার জন্য আমার ইহজীবনের বিষয়গুলিরও সংশোধন করে দাও যা আমার জীবন যাপনের উপকরণ। আমার পরকালের সমস্ত বিষয়গুলোর সংশোধন করে দাও যেদিকে আমাকে ফিরে যেতে হবে। আমার জীবন যাত্রাকে সকল প্রকার মঙ্গলের ও কল্যাণের দিকে অগ্রসর হওয়ার মত করে দাও। আমার মৃত্যুকে সকল অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হয়ে যাবার উপায় বানিয়ে দাও।

হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) নিজ পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন; আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি দোয়াসমূহের মধ্যে এ দোয়াও আছে, 'হে আল্লাহ্! আমি তোমার রহমতের আশাবাদী; সুতরাং তুমি আমাকে এক মুহূর্তের জন্যও আমার হাতে ছেড়ে দিও না। তুমি আমার প্রত্যেক বিষয়ের সংশোধন করে দাও। তুমি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই।"

হযরত আমামা আল্ বাহলি (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একবার আঁ হযরত লাঠিতে (ছড়ি) ভর করে আমাদের কাছে এসেছিলেন। আমরা হুযূরকে দেখে সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলাম, আঁ হযরত (সঃ) তোমরা এমন কর না-, ইরানীরা তাদের বড়দের উদ্দেশ্যে যেমন করত। আমরা আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদের জন্য দোয়া করুন। আঁ হযরত (সঃ) দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্। আমাদিগকে ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন কর, আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও। আমাদের থেকে কবুল কর। আমাদিগকে জান্নাতে দাখেল কর এবং আগুন হতে রক্ষা কর। আমাদের সকল বিষয়ের সংশোধন করে দাও।" রাবী বলেছেন, 'আমাদের অন্তরে আকাঙ্ক্ষা জাগলো যে, হুযূর যেন আমাদের জন্য আরো দোয়া করেন। হুযূর (সঃ) বললেন, আমি তোমাদের জন্য সমস্ত দোয়া এখানেই একত্র করি নি।" অর্থাৎ এছাড়াও তাদের জন্য বিভিন্ন সময় দোয়া করেন হুযূর (সঃ)।

হযরত আবূ মূসা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে ওযূর পানি নিয়ে হাজির হয়েছিলাম। আঁ হযরত (সঃ) ওযূ সম্পাদন করে দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ্! আমার জন্য দীনের সংশোধন করে দাও এবং আমাকে প্রসারতা বা স্বচ্ছলতা দান কর, আমার রিয্‌কে বরকত দান কর" (মুসনাদ আহমদ)।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত এ পক্তিটি প্রায় পড়তেন, "আল্লাহুম্মা লা আয়শা ইল্লা আয়শাল আখেরা ওয়া আস্‌লেহ্ আনসারা ওয়াল মুহাজিরা"

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আসল জীবন তো পরকালের জীবন, সে জীবন ব্যতীত আর কি জীবন! হে আল্লাহ্! তুমি মুহাজির ও আনসারদের সংশোধন করে দাও।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, তোমরা নিজ ঈমানের নবায়ন করবে মাঝে মাঝে। আমরা আরয করেছি, কীভাবে ঈমানের নবায়ন করতে হয়? হুযূর (সঃ) বললেন, "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্" অনেক বেশি পড়তে থাকবে।"

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ)-এর যে সমস্ত নির্দেশ আমার জানা আছে তার মধ্যে এ-ও ছিল যে, তিনি (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্তাআলা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে উম্মতের এমন ব্যক্তিকে আবির্ভূত করবেন, যে তাঁর জন্য তাঁর দীনের সংস্কার করবে।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে এবং এই কিতাবের উপর ঈমান এনেছে যা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপর নাযেল হয়েছে এবং এটিই সত্য। আল্লাহ্ তাদের গুনাহ্ ক্ষমা করবেন। তাদের সঠিক অবস্থার সংশোধন করবেন।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরো লিখেছেন, যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, এই কিতাব যা আঁ হযরত (সঃ)-এর উপর নাযেল হয়েছে এর উপর ঈমান এনেছে যে, এটিই সত্য এমন সকল মানুষের গুনাহ্ তিনি ক্ষমা করে দিবেন। তাদের অন্তরের অবস্থার সংশোধন করবেন। এখন দেখ, আঁ হযরত (সঃ)-এর উপর ঈমান আনলে আল্লাহ্ কত খুশী হন। তাদের পাপ মোচন করেন, তাদের আত্মা পরিশুদ্ধি করণের দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করেন। ওরা কত হতভাগ্য যারা বলে যে, আঁ হযরত (সঃ)-এর প্রতি ঈমান আনয়নের আমার প্রয়োজন নেই। তারা অহংকার ও আত্ম অভিমানে ডুবে আছে।

সংস্কারক [মুসলেহ্]-এর যোগ্যতা ও গুণাবলী সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

আল্লাহ্তাআলা জানেন যে, আমি অত্যন্ত শুভ কামনা ও শুভ-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বলছি। কেউ আমার কথাকে সুধারণা নিয়ে শুনে অথবা কুধারণা নিয়ে শুনে, আমি বলব, যে ব্যক্তি মুসলেহ্ (সংস্কারক) হতে চায় তার উচিত সে যেন স্বয়ং নিজে যেন আলোকিত (নূরপ্রাপ্ত) হয়। নিজের সংশোধন করে। দেখ, সূর্য কেমন আলোকময়- সে প্রথমে আলোকময় হয়েছে। আমি নিশ্চিত জানি যে, প্রত্যেক জাতির উস্তাদ এই শিক্ষাই দিয়েছেন। কিন্তু আজ অন্যের উপর লাঠি মারা সহজ। কিন্তু নিজের কুরবানী দেয়া কঠিন হয়ে গেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি চায় যে, সে জাতির সংশোধন করবে, জাতির জন্য কল্যাণকর কিছু করবে, তবে সে যেন নিজ থেকে আরম্ভ করে। প্রাচীনকালের সংস্কারকগণ জঙ্গলে গিয়ে নিজেদের সংশোধন করতেন। তারা আজ কালকের বক্তাদের মত বক্তৃতা দিতেন না যতক্ষণ না নিজে আমল করে নিতেন। আল্লাহ্তাআলার নৈকট্য ও ভালবাসা লাভের এটাই পথ। যে ব্যক্তি নিজ অন্তরে কিছু লাভ করে নি, সে যদি কোন বক্তৃতা দেয় তবে তা হবে (ছাদের) নালার পানির মত যা ঝগড়া সৃষ্টি করে। আর যে ব্যক্তি আমলের নূর ও মা'রেফতের সাথে বলে তার তুলনা বৃষ্টির পানির ন্যায়...। এখন আমার পক্ষ থেকে এই নসীহত স্মরণ রাখবেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"সেই কাজ, যে জন্য আল্লাহ্তাআলা আমাকে মা'মুর (প্রত্যাদিষ্ট) করেছেন, এই যে, আল্লাহ্ ও তার সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্ক যা ঘোলাটে হয়ে গেছে, এর অস্বচ্ছতাকে দূর করতঃ খাঁটি অন্তঃকরণে ভালবাসা ও আন্তরিকতাপূর্ণ সুসম্পর্ক যেন পুনরায় স্থাপন করি। সত্যের প্রকাশের মাধ্যমে ধর্মীয় উন্মাদনাকে দূর করে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সুলহ্ (আপোস) ও সুসম্পর্ক স্থাপন করি। ঐ সকল ধর্মীয় সত্য - সমূহ যা মানুষের দৃষ্টির অগোচরে চলে গেছে সেগুলোকে প্রকাশ করি। আধ্যাত্মিক আলোয় যা জাগতিক প্রলোভনের অন্ধকারে ডুবে গেছে তার নমুনা প্রদর্শন করি। আল্লাহ্র শক্তি যা মানুষের ভেতরে প্রবেশ করে এবং সাধনা ও দোয়ার মাধ্যমে বিকশিত হয়ে থাকে, বাস্তবিকভাবে, কেবল মুখের কথা দিয়ে নয়, ঐ বিকাশের রূপ কেমন তা প্রকাশ করি। সবচেয়ে বড় কাজ এই যে, ঐ খাঁটি এবং পবিত্র ও নির্ভেজাল তৌহীদ, উজ্জ্বল যার মধ্যে কোন প্রকার শিরকের ছোঁয়া বা মিশ্রণ নেই, একেবারে খাঁটি তৌহীদ যা আসলে আজ আড়ালে চলে গেছে তাকে পুনরায় এ জাতির মধ্যে চিরস্থায়ী বৃক্ষের আকারে প্রতিষ্ঠিত করা আমার সবচেয়ে বড় কাজ। কিন্তু এসব কিছু আমার ক্ষমতা দিয়ে হবে না বরং ঐ আল্লাহ্র বলে বলীয়ান হয়ে হবে যিনি আকাশ ও পৃথিবীর খোদা।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলছেন, "যদি তোমরা ঈমানদার হও তবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, কৃতজ্ঞতা ভরে সিজদা কর, ঐ যুগ যে যুগের অপেক্ষা করতে করতে তোমাদের বুযূর্গ পিতৃপুরুষগণ গত হয়ে গেছেন। অগণিত রূহ্ (প্রাণ) যে যুগের আগ্রহ অন্তরে নিয়ে চলে গেছেন, সেই যুগ তোমরা পেয়ে গেছ! এখন এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা বা না করা এ যুগের সঠিক মূল্যায়ন করা, না করা তোমাদের হাতের মুঠোয় আছে।

আমি একথা বারবার বলব, আমি একথা বলা থেকে বিরত থাকতে পারি না যে, আমি সেই ব্যক্তি যাকে যথা সময়ে মানব জাতির সংশোধনের জন্য পাঠানো হয়েছে। যেন দীন (ধর্ম)-কে নতুন করে মানুষের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করি। অতএব প্রত্যেকেরই উচিত, সে যেন আমাকে অস্বীকার করতে তাড়াহুড়া না করে সে আল্লাহ্র বিপক্ষে সংগ্রামী বলে যেন গণ্য না হয়। পৃথিবীর মানুষ যারা ইতিহাস ইত্যাদি অতীতের ধারণা কল্পনার উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম হয়ে থাকে- তারা একে কবুল করবে না। কিন্তু শীঘ্রই এমন দিন আসবে যখন তাদের ভুল তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে। পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছেন। কিন্তু জগদ্বাসী তাকে গ্রহণ করে নি। তবে আল্লাহ্ তাকে গ্রহণ করবেন-এবং বড় জোরালো আক্রমণসমূহের মাধ্যমে তার সত্যতা প্রকাশ করে দিবেন।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, স্মরণ রাখ, সংশোধন ও সংস্কারের জন্য ধৈর্যের জরুরী শর্ত আরোপিত আছে। দ্বিতীয়তঃ নফসের (আত্মা) পরিশুদ্ধি, চরিত্রের সংশোধন হতে পারে না যতক্ষণ কোন পবিত্র আত্মা ও পবিত্র ব্যক্তিত্বের সংশ্রবে কেউ না থাকে। প্রথমে যে দরজা খুলে তা আবর্জনা দূরীকরণের ফলে খুলে। যা কিছু অপবিত্রতার সাথে মিল রাখে তা ভেতরেই থাকে। কিন্তু কোন পবিত্র আত্মার সাথে যার সম্পর্ক হয় তার ভেতরের অপবিত্রতা আস্তে আস্তে দূর হয়ে যায়। পবিত্র রূহ, কুরআনের ভাষায় যাকে রূহুল কুদুস বলা হয়, তার সাথে এমন রূহের সম্পর্ক হয় না যার মধ্যে পবিত্রতার প্রতি আকর্ষণ না থাকে। আমরা একথা বলতে পারি না যে কখন রূহুল কুদুসের সাথে কোন রূহের সম্পর্ক স্থাপন হয়ে যায়। বলা হয়েছে, 'মাটি করে দেয়ার পূর্বেই তোমরা নিজেরা মাটির মত হয়ে যাও।" [নিজেরা মাটির মত যদি না হও তবে তোমাদের মাটি করে দেয়া হবে]। এর উপর আমল করে নিজেকে মাটির মত করতে হবে। ধৈর্যের সাথে এ পথে চলতে থাকতে হবে। আল্লাহ্তাআলা এমন ব্যক্তিকে বিনষ্ট করে দিবেন না। এবং তাকে অবশেষে নূর দান করবেন যার জন্য তার মধ্যে যোগ্যতা বা আগ্রহ্ থাকে।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরো বলেছেন, "এ ব্যবস্থা-পত্রকে সর্বদা স্মরণ রাখবে এবং এ থেকে উপকার পাবে। যখনই কোন সমস্যা বা বিপদ দেখ সাথে সাথে নামাযে দাঁড়িয়ে যাও। এবং নিজের সকল দুঃখ-কষ্টকে সবিস্তারে আল্লাহ্‌র সামনে তুলে ধর। কারণ নিশ্চয় আল্লাহ্ হ্যাঁ, একমাত্র আল্লাহ্‌ই আছেন যিনি সকল প্রকার কষ্ট-কাঠিন্য দূর করেন এবং বিপদ হতে উদ্ধার করেন। তিনি তাদের ডাক শোনেন যারা তাঁকে ডাকে এবং তিনি ব্যতীত আর কেউ নেই, যে সাহায্য করতে পারে। খুবই অসফল ব্যক্তি তারা যারা বিপদের সময়, উকিল, ডাক্তার অথবা অন্য মানুষের দিকে দৌড়ে এবং আল্লাহ্‌কে স্মরণও করে না একবার। মু'মিন সে, যে সর্বপ্রথমই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দৌড়ে।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কতিপয় ইলহাম আপনাদের সামনে রাখছি। মার্চ ১৮৮২ইং সনের ইলহাম ঃ

"রব্বি আসলেহ্ উম্মাতা মুহাম্মাদীন সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম" অর্থ ঃ হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মতের সংশোধন কর।"

১৮৯৮ইং সনের একটি ইলহাম ঃ

অনুবাদ ঃ "কাদের বা শক্তিশালী সেই সম্রাট তিনি, যিনি বিগড়ে যাওয়া কর্ম সম্পাদন করেন।" এরই অপর একটি বাক্য আমার স্মরণ আছে ঃ "কাদের হ্যায় উহ্ বারগাহ্ জো টুটে কাম বানায়ে" অর্থ ঃ শক্তিশালী সেই বাদশাহ্ তিনি, যিনি ভেঙ্গে গেছে এমন কাজ পুনঃ সংযোজন ও সম্পাদন করেন।

১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ইং ঃ "আমি স্বপ্নে দেখলাম, কেউ যেন আমাকে বলছে, আমার নাম ফাতাহ্ ও জাফর। তারপর আমার মুখে এ শব্দগুলো উচ্চারিত হোল, আসলাহা আল্লাহো আমরি কুল্লাহু" অর্থ ঃ আল্লাহ্ আমার সকল কাজকে সুসংহত করে দিবেন। "আসলিহ্ বায়নি ওয়া বায়না ইখওয়াতে" ইলহামের অর্থ এই যে, হে খোদা! আমার ও আমার ভাইদের তুমি সংশোধন করে দাও।" এ ইলহাম পূর্বের। এ ইলহামসমূহের পরিসমাপ্তি বলে মনে হয়, যেখানে এদেরকে আমার বিরোধিতার ফলাফল বলা হয়েছে। সেই ইলহাম এই; খার্‌রুল্লিল আযকানে সুজ্জাদান অর্থ ঃ তারা নিজেদের থুতনি / চিবুক মাটিতে রেখে সিজদায় পড়ে গেছে। রব্বানাগ ফিরলানা ইন্না কুন্না লাখতিঈন। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের ক্ষমা কর, আমরা নিশ্চয় অনেক পাপে লিপ্ত ছিলাম। তাল্লাহে লাকাদ আখেরাকাল্লাহো আলায়না। আল্লাহ্ কসম! নিশ্চয় আমাদের মধ্য থেকে আল্লাহ্ তোমাকে মনোনীত করেছেন। ইনকুন্না লাখতিঈন, নিশ্চয় আমরা ভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলাম। লা তাসরীবা লাকাল ইয়াওম ইয়ারাগফিরুল্লাহো লাকুম ইয়া আরহামুর রহিমীন" অর্থাৎ বড় শক্ত বিরোধীদের পরিণাম এই হবে যে, কিছু নিদর্শন দেখে তারা আল্লাহ্‌র সামনে নতজানু হয়ে বলবে, হে আমাদের খোদা! আমাদের গুনাহ্ ক্ষমা কর। আমরা ভ্রান্তিতে ছিলাম। তারপর আমাকে সম্বোধন করে বলবে, 'আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ তোমাকে আমাদের মধ্যে প্রাধান্য দিয়েছেন, মনোনীত করেছেন। আমরা ভুল করে তোমার বিরোধিতা করেছি। উত্তরে বলা হবে, 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন, তিনি সবচেয়ে বেশি ও বড় দয়াময়। এমন হবে তখন, যখন বড় বড় নিদর্শন প্রকাশ পাবে। অবশেষে পুণ্যবানদের হৃদয় উন্মুক্ত হবে। তারা মনে মনে বলবে, অন্য কোন্ সত্য মসীহ্ এর চেয়ে বড় কোন উজ্জ্বল নিদর্শন দেখাতে পারে? এর চেয়ে বেশি সাহায্য ও সমর্থন তার হতে পারে? তখন হঠাৎ তাদের সবার মধ্যে অদৃশ্য থেকে সত্যকে গ্রহণ করার ক্ষমতা এসে যাবে এবং তারা সত্যকে গ্রহণ করে নিবে।"

অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

(অমৃতবাণী'র অবশিষ্টাংশ)

"দোয়া করিতেছি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমার মধ্যে জীবনের নিঃশ্বাস থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত করিতে থাকিবে। দোয়া ইহাই যে, খোদাতাআলা আমার এই সম্প্রদায়ভুক্তদের হৃদয়কে পবিত্র করুন, তাঁহার রহমতের হাত লম্বা করিয়া তাহাদের হৃদয় তাঁহার দিকে ফিরাইয়া দিন এবং সকল দুষ্টামী ও বিদ্বেষ তাহাদের হৃদয় হইতে অপসারিত করিয়া দিন এবং পরস্পরের মধ্যে খাঁটি ভালবাসা সৃষ্টি করেন। আমি বিশ্বাস করি যে, এই যে দোয়া কোন সময় কবুল হইবে এবং খোদা আমার দোয়াসমূহকে বিনষ্ট করিবেন না। হ্যাঁ, আমি এই দোয়াও করিতেছি যে, যদি আমার জামাতের কোন ব্যক্তি খোদাতাআলার জ্ঞানে ও ইচ্ছায় চির অভিশাপগ্রস্ত হয় যাহার জন্য ইহা নির্ধারিতই নহে যে, সে খাঁটি পবিত্র ও খোদা-ভীতি অর্জন করিবে, হে সর্বশক্তিমান খোদা, তাহাকে আমার তরফ হইতেও ফিরাইয়া দাও যেভাবে সে তোমার তরফ হইতে ফিরিয়া গিয়াছে এবং তাহার জায়গায় অন্য কাহাকেও নিয়া আস যাহার হৃদয় কোমল এবং যাহার প্রাণে তোমার অন্বেষার স্পৃহা আছে. (শাহাদাতুল কুরআন, রহানী খাযায়েন, খন্ড ৬, পৃঃ ৩৯৮)।

অনুবাদ - নাজির আহমদ ভুঁইয়া

আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মায্‌যিকহুম কুল্লা মুমায্‌যাকিন ওয়া সাহ্‌হিকহুম তাস্‌হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণররূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।
মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত

আল্লাহ্‌তাআলার 'কিব্‌রিয়া' সিফতের ব্যাখ্যা

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ২৬ এপ্রিল, ২০০২ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্‌হুদ, তাআউয, ও সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করে হুযূর (আইঃ) খুতবা এরশাদ করেন।

আজ থেকে আল্লাহ্‌র সিফত, **কিবর, কিব্‌রিয়ায়ী ও তাকাব্বর** সম্পর্কে আলোচনা শুরু হবে ইনশাআল্লাহ্। সর্বপ্রথম শব্দার্থ বলছি। হযরত ইমাম রাগেব (রহঃ) **আল্ কিব্‌র ওয়াত্‌তাকাব্বর ওয়াল এস্তেকবার** প্রায় একই অর্থে ব্যবহার হয় বলে লিখেছেন। **কিবর** এ অবস্থাকে বলে যে, মানুষ নিজেকে খুবই উত্তম মনে করে আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত হয়। নিজেকে উত্তম মনে করা অর্থ অন্যকে ছোট মনে করা। সববেয়ে বড় (তাকাব্বর) অহংকার সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে ইবাদত করা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা, আল্লাহ্‌কে অগ্রাহ্য করা। আল এস্তেক্‌বার দু'ভাবে প্রদর্শিত হয়ঃ (১) নিজকে বড় বানাবার উদ্দেশ্যে চেষ্টা করা। এটি যদি সৎ উদ্দেশ্যে এবং ন্যায্যভাবে হয় তবে মন্দ নয়। (২) মানুষ মিথ্যা অহংকার প্রদর্শন করে এবং এমন গুণাবলী তার মধ্যে আছে বলে প্রকাশ করে যা আসলে তার মধ্যে নেই। এ পদ্ধতি বড় মন্দ। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে আছে ঃ **আবা ওয়াস্তাকবারা**

ওয়াস্তাক্‌বারু ফিল আরযে,

ওয়াস্তাক্‌বারু ওয়া কানু কওমাম মুজ্‌রেমীন

এখানে **ওয়াস্তাক্‌বারু** অর্থ হযরত মূসা (আঃ) - এর জাতি তাঁর কথার প্রতি কর্ণপাত না করে অহংকার প্রদর্শন করেছিল এবং তারা নিজেদের কার্যক্রমকে বেশি উত্তম মনে করেছিল। **কানু কাওমান মুজরেমীন,**

এখানে অর্থ এই যে, তাদের পূর্বের অপরাধ প্রবণতা তাদেরকে অহংকার করতে প্রলুব্ধ করেছিল। অহংকার তাদের জন্য নূতন কিছু ছিল না। বরং তাকাব্‌র বা অহংকার তাদের চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আল্লামা রাগেব আরো লিখেছেন, **আত্‌তাকব্বর** দু'ভাবে হয়ে থাকেঃ (১) প্রকৃতপক্ষে কারো কার্যক্রম বা কর্মসমূহ অনেক প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। অন্যদের তুলনা অনেক বর্ধিত আকারে হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ্‌তাআলা তাকাব্বর গুণের অধিকারী। যেমন বলা হয়েছে, **আল্ আযীযুল জাব্বারুল মুতাকাব্বের,** (৫৯ঃ২৪)। (২) দ্বিতীয় প্রকার এই যে, কেউ কৃত্রিমভাবে নিজেকে মিথ্যার মাধ্যমে অনেক বড় হবার দাবী করে। মানুষ এ অর্থেই মুতাকাব্বের হয়ে থাকে (অহংকার)। যেমন বলা হয়েছে, **বেসা মাসওয়াল মুতাকাব্বেরীন।**

প্রথম অর্থে তো এটি প্রশংসার পাত্র। দ্বিতীয় অর্থে এটি মন্দ গুণ।

আল্ কিব্‌রিয়া- আনুগত্যের ও মান্য করার মাত্রার উপরে নিজেকে মনে করা। এ গুণ বা সিফত আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য হয় না। যেমন বলা হয়েছে, **ওয়া লাহুল কিব্‌রিয়াউ ফিস্ সামাওয়াতে ওয়াল আরযে;** (সূরা জাসীয়া ঃ ৩৮) "এবং আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে সকল মহিমা একমাত্র আল্লাহ্‌রই"

এর প্রমাণ এ হাদীসেও পাওয়া যায়; কিব্‌রিয়া আমার উপরের চাদর এবং আযমত (মহিমা) আমার বিছানা, যে কেউ আমার এগুলোকে কেড়ে নিতে চেষ্টা করবে আমি তার ঘাড় ভেঙ্গে দেব।" ঘাড় ভাঙ্গা বাহ্যিক নয় বরং তার অহংকার ভেঙ্গে দেয়া। আত্‌তাক্‌বীর অর্থ কাউকে বড় বলে ব্যক্ত করা যেমন- 'আল্লাহু আকবর' বলে আল্লাহ্‌র বড়াই বর্ণনা করা। এবং তার মহিমাকে অনুভব করা এবং স্বীকার করা হয়। যেমন **লে তুকাব্বেরুল্লাহ্ আলা মা হাদাকুম** (হাজ্জ ঃ ৩৮) অর্থ ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর, যেহেতু তিনি তোমাদিগকে হেদায়াত দিয়েছেন। এবার এ বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কতিপয় আয়াত ও হাদীস পেশ করা হবে। তারপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করা হবে।

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ﴿١١١﴾

অনুবাদ ঃ এবং তুমি বল, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি কখনও কোন পুত্র সন্তান গ্রহণ করেন নি এবং তাঁর সর্বাধিপত্যেও কখনও কেউ শরীক হয় নি, এবং তাঁর দুর্বলতার কারণে তাঁর কোন বন্ধুর প্রয়োজন হয় নি এবং তুমি বেশি বেশি তাঁর মহিমা ও গৌরব বর্ণনা কর।

(সূরাতু বনী ইসরাঈল ঃ ১১২)

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٨﴾

অনুবাদ ঃ ওদের মাংস ও ওদের রক্ত কখনও আল্লাহ্‌র কাছে পৌছে না। বরং তাঁর কাছে তোমাদের তাকওয়াহ্ পৌছে। এভাবে তিনি ওদেরকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন যেন তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর যেহেতু তিনি তোমাদেরকে হেদায়াত দিয়েছেন। এবং সৎকর্মশীলদেরকে সুসংবাদ দাও।

(সূরাতুল হাজ্জ ঃ ৩৮)

يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَاَنْذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾

অনুবাদ ঃ 'হে পোষাকাবৃত ব্যক্তি! তুমি উঠ; এবং সতর্ক কর এবং তোমার প্রতিপালকের মহত্ব ঘোষণা কর"

(সূরাতুল মুদ্দাস্‌সের ঃ ২-৪)।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) এক ব্যক্তিকে বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র তাকওয়াহ্ অবলম্বন করার এবং প্রত্যেক উচ্চ স্থানে আল্লাহ্‌র বড়াই (মহত্ব) বর্ণনা করার উপদেশ দিচ্ছি।"

হযরত নবী করীম (সঃ) বলেছেন, দু'টি উপদেশ যদি কেউ সর্বদা স্মরণ রাখে তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবেঃ (১) প্রত্যেক নামাযের শেষে ১০ বার সুবহানাল্লাহ্; ১০ বার আল্‌হামদুলিল্লাহ্; ১০ বার আল্লাহু আকবর। (২) শয়নের পূর্বে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ্, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ্, ৩৪ বার আল্লাহু আকবর বলবে।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ۝

অনুবাদ ঃ তিনিই আল্লাহ্, যিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবূদ নেই, যিনি সর্বাধিপতি, অতীব পবিত্র, পরম শান্তিময়, পূর্ণ নিরাপত্তাদাতা, সর্বোত্তম রক্ষাকর্তা, মহাপরাক্রমশালী, প্রবল-প্রতিবিধায়ক, অতীব গরীয়ান। তারা যাকে তাঁর শরীক করে আল্লাহ্ ও সব থেকে পবিত্র।

(সূরাতুল হাশর ঃ ২৪)

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

وَلَهُ الْكِبْرِیَآءُ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۝

অনুবাদ ঃ অতএব সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌রই, যিনি আকাশসমূহের প্রতিপালক এবং পৃথিবীর প্রতিপালক এবং সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক। এবং আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে সকল মহিমা একমাত্র তাঁরই এবং তিনিই মহাপরাক্রমশালী পরম প্রজ্ঞাময়।

(সূরাতুল জাসীয়া ঃ ৩৭-৩৮)

হযরত আবূ বকর বিন আব্দুল্লাহ্ বিন কায়েস (রাঃ) নিজ পিতার পক্ষ থেকে রেওয়ায়াত করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "জান্নাতে আদন-এ আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের বেলায় মানুষের অহংকার তার জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।" অর্থাৎ যার মধ্যে অহংকার থাকবে আল্লাহ্ তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র খাতিরে একমাত্রা পর্যন্ত বিনয় অবলম্বন করেছে আল্লাহ্‌তাআলা তাকে এক মাত্রা উন্নতি প্রদান করবেন। এভাবে উন্নতি করতে করতে 'ইল্লীয়ীন' এ স্থান লাভ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সামনে একমাত্রা অহংকার প্রদর্শন করে আল্লাহ্ তাকে এক মাত্রা নীচে নামিয়ে দেন এবং এভাবে শেষে সে সবচেয়ে নীচে চলে যায়।'

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি আঁ হযরত (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'অহমিকা এবং অহংকার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উট পালনকারী বেদুঈনদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। যারা ভেড়া-ছাগল পালন করে তাদের মধ্যে শান্তি ও পরিতৃপ্তি লক্ষ্য করা যায়। এবং এ স্বভাব ইয়ামনী স্বভাব এবং ঈমান ও হিকমত ইয়ামনী হয়।" ইয়ামন অর্থ বরকতপূর্ণ শক্তিশালী এবং সম্মানজনক মূল্যবান জিনিস।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) রিওয়ায়াত করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "তিন প্রকারের মানুষ এমন আছে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন যাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পাক-পরিষ্কার বলে গণ্য করবেন না, এবং তাদের দিকে চেয়েও দেখবেন না এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব হবেঃ (১) বৃদ্ধ ব্যভিচারী (২) মিথ্যাবাদী বাদশাহ্ (৩) অহংকারী। এই তিন প্রকার লোকের প্রতি আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন সদয় দৃষ্টিপাত করবেন না"।

হযরত জুনদব বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্‌র কসম আল্লাহ্ অমুক ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না।' আঁ হযরত (সঃ) বললেন, আল্লাহ্ বলছেন, "কে এমন কথা বলে যে, আমি অমুককে ক্ষমা করব না? আমি নিশ্চয় তাকে ক্ষমা করেছি। হে ঐ ব্যক্তি যে কসম খেয়েছ! আমি তোমার সমস্ত কৃতকর্ম বিনষ্ট করে দিয়েছি।"

হযরত সাদ্দাম বিন আকওয়া বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ)-এর সামনে এক ব্যক্তি বাম হাতে খাচ্ছিল, হুযূর (সঃ) বললেন, "তুমি ডান হাতে খাও"; সে বলল, "আমি এমন করতে পারি না"। আঁ হযরত (সঃ) বললেন, তবে তুমি কখনও ভবিষ্যতেও পারবে না। কারণ কেবল অহংকার তোমাকে এর থেকে বিরত রেখেছে।" প্রকৃত ঘটনা এই যে, সে আসলেই তারপর ডান হাতে খেতে পারে নি। অর্থাৎ তার হাতে পক্ষাঘাত হয়ে গিয়েছিল, অবশ হয়ে গিয়েছিল। ফলে সে হাত মুখে নিতে পারত না।

হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ সে ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না যে অহংকারের কারণে নিজের পরনের লুঙ্গী এত ঝুলিয়ে পরে যখন সে হেঁটে যায় তা মাটিতে হেঁচড়াতে থাকে।"

লুঙ্গী মাটিতে হেঁচড়ে বেড়ানো অহংকারের পরিচয় বহন করে। এককালে বড় বড় নবাবদের রীতি ছিল যে, তাদের পরনের চাদর এত বেশি লম্বা হত যে, পেছন থেকে চাকরানীরা ঐ চাদর ধরে উঁচু করে পেছনে পেছনে চলত।

হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর পরনের কাপড়ও কোন কোন সময় এমন মাটিতে লেগে যেত। আঁ হযরত (সঃ) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, হযরত আবূ বকরের কাপড় অহংকারের কারণে নয় বরং তার স্বভাবের সরলতা ও আত্মভোলা হবার কারণে এমন হয়। সুতরাং অহংকারের কারণে যদি কেউ পরনের কাপড় এমন লম্বা ছেড়ে দেয় তবে এটা তার নফসের ধোঁকা। এর কোনই মূল্য নেই।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে তারা আমার সবচেয়ে নিকটে বসার সুযোগ পাবে যারা সদাচারী মধুর চরিত্রের অধিকারী এবং এরা আমার সবচেয়ে বেশি প্রিয়। তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অপ্রিয় এবং কিয়ামতের দিন আমার থেকে সবচেয়ে দূরে হবে তারা যারা খুব বেশি বেশি কথা বলে, খুব সুন্দর উন্নত ভাষায় কথা বলে, পরিবেশকে মাতিয়ে তোলে খুব উচ্চ স্বরে, কথা বলে এবং অহংকারী।"

আল্লামা ফখরুদ্দীন রাজী সূরাতুল হাশর-এর ২৪ আয়াতের 'মুতাকাব্বের'-এর অর্থ করেছেন; 'জেনে নিবেন, আল মুতাকাব্বের মানব জাতির যে কারো জন্য এমন একটি নাম যা বদনামীর কারণ। মুতাকাব্বের সে, যে অহংকার প্রকাশ করে। মানুষের যে কোন ব্যক্তির জন্য এটি একটি মন্দ গুণ। কারণ মানুষের জন্য অহংকার করা শোভা পায় না। এ রকম বলা উচিত যে, কোন ব্যক্তির জন্য মুতাকাব্বের শব্দের প্রয়োগের অর্থ এই যে, তার জন্য এটি লজ্জাকর, অপমানজনক ও অপদস্থ করার মত বিষয়। যখন মানুষ নিজেকে

বড় করে পেশ করে তখন সে এ ক্ষেত্রে মিথ্যুক হয়। এ শব্দটি মানুষের জন্য ব্যবহার অপমানজনক। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র জন্য সকল প্রকার কিবরিয়ায়ী ও বড়াই শোভনীয়। অতএব যখন আল্লাহ্ নিজ কিব্‌রিয়ায়ী প্রদর্শন করেন তখন তিনি নিজের মহিমা, বড়াই ও উচ্চতা প্রকাশের মাধ্যমে মানব জাতিকে পথ প্রদর্শন করেন। মুতাকাব্বের সিফত আল্লাহ্‌র মহিমা ও ভূয়সী প্রশংসার প্রতি ইঙ্গিত করে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) বলেছেন, "আল্ মুতাকাব্বেরো' সমস্ত সৃষ্টির স্বভাব ও প্রাকৃতিক গুণাবলীর বাইরে এবং পবিত্র, সকল সৃষ্টির সমস্ত প্রকার শিরক্ এর উর্ধ্বে তিনি।"

"মুতাকাব্বের ব্যক্তি কখনও তার অহংকারের মাত্রা পূর্ণ করতে পারে না। কখনও সফল হতে পারে না। আমি নিজে দেখেছি, যে ব্যক্তি অহংকারের কারণে অন্যের সাথে অবিচার করেছে অবশেষে তাদেরই হাতে মার খেয়েছে। এমন কি কাঁটাদার জুতার মার খেয়েছে।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"কিব্‌র (বড়াই) মন্দ এবং পথভ্রষ্টতার মাথা স্বরূপ, যা মানুষকে সকল শুভ ও মঙ্গল থেকে দূরে নিয়ে যায়।"

তিনি আরো বলেছেন, "কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভালবাসা এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে না যতক্ষণ সে দু'টি গুণের অধিকারী না হয়ে যায়। প্রথম অহংকারকে ভেঙ্গে চূরমার করে দিয়ে, যেমন কোন পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ভেঙ্গে পড়ে গিয়ে সমতল ভূমি হয়ে যায়, অনুরূপ হয়ে যায়। সকল প্রকার অহংকার ও বড়াই বা গর্বের ধারণা-কল্পনাকে দূর করে দিয়ে বিনয় ও পূর্ণ মাত্রায় নতজানু হয়ে যায়। দ্বিতীয় যেন পূর্বের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, যেমন পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে গিয়ে ধূলোয় মিশে যায়, ইট থেকে ইট বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ঠিক তদ্রূপ তার পূর্বের সকল প্রকার সম্পর্ক যা অপবিত্রতা ও আল্লাহ্‌র অপসন্দের কারণ ছিল- ঐ সমস্ত সম্পর্ক যেন ছিন্ন হয়ে যায়। তারপর তার সকল প্রকার বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক এবং সকল যোগাযোগ দেখা সাক্ষাৎ, সকল প্রকার শত্রুতা যেন কেবল আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত হয়ে যায়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"আল্লাহ্ বড় দয়ালু এবং সম্মানিত। তিনি সকলভাবে মানুষের আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করে থাকেন। এবং দয়া করেন। তাঁর দয়া বা করুণার ফলে তিনি তাঁর প্রেরিত মা'মুরগণকে (নবী-রসূল) আবির্ভূত করেন। যেন পৃথিবীর মানুষকে পাপ-পঙ্কিল জীবন থেকে মুক্তি দেন। কিন্তু অহংকার বড়ই ভয়ানক রোগ। যে ব্যক্তির মধ্যে এ রোগ দেখা দেয় সে ব্যক্তির জন্য এটি আধ্যাত্মিক মৃত্যু। আমি খুব নিশ্চিতভাবে জানি যে, এ রোগ সবচেয়ে মারাত্মক রোগ। এমন ব্যক্তি শয়তানের ভাই হয়ে যায়। এই অহংকারই শয়তানকে বেইয্যত ও অপদস্থ করেছে। অতএব মু'মিনের জন্য শর্ত এই যে, তার মধ্যে যেন অহংকার না থাকে এবং কেবল বিনয়, নম্রতা ও আনুগত্য থাকে।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরো বলেছেন, "সর্ব প্রথম আদমও পাপ করেছিলেন, শয়তান-ও পাপ করেছিল। কিন্তু আদমের মধ্যে অহংকার ছিল না তাই তিনি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চেয়ে ক্ষমা পেয়েছিলেন। এর মধ্যে মানব জাতির জন্য ক্ষমা চাওয়ার শিক্ষা রয়েছে। কিন্তু শয়তান অহংকার প্রদর্শন করে অভিশপ্ত হয়ে গেছ। যা মানুষের মধ্যে নেই তা অযথা একজন অহংকারী মানুষ দাবী করে বসে। আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে অনেক গুণ থাকে। যেমন একটি হচ্ছে নিজের অহংবোধকে প্রত্যাখ্যান করা। তারা নিজের আমিত্বকে শেষ করে দেন এবং নিজের উপর মৃত্যুকে বরণ করে নেন। কিব্‌রিয়ায়ী কেবল আল্লাহ্‌র জন্য। তারা অহংকার করেন না, বিনয় অবলম্বন করেন- ফলে তারা ব্যর্থ বা বিনষ্ট হন না।"

হযরত আকদস (আঃ) আরো বলেছেন,

"আমি প্রতিমা সেজে পূজনীয় হওয়াকে প্রচন্ড ঘৃণা করি। আমি প্রতিমা পূজাকে বন্ধ করে দেবার জন্য এসেছি। আমি কখনও প্রতিমা হয়ে পূজা গ্রহণ করতে চাই না। আল্লাহ্ খুব ভাল জানেন যে, আমি আমার নিজেকে কখনও কারো তুলনায় সামান্যতম বেশি বড় মনে করি না। আমার দৃষ্টিতে অহংকারী ব্যক্তির তুলনায় তার চেয়ে বড় আর কোন প্রতিমাপূজারী এবং বেশি জঘন্য (খবীস) আর কেউ হয় না অহংকারী ব্যক্তি কোন খোদার ইবাদত করেন না বরং সে নিজ আমিত্বের পূজা করে।"

হযরত আকদস (আঃ)-এর মলফূযাতে আছে ঃ

"ঈমান যেমন বিনয় এবং নিজ মর্জি ও মতামতকে ত্যাগ করে সৃষ্টি হয়েছে তেমনই বে-ঈমানী অহংকার ও আমিত্ব থেকে সৃষ্টি হয়। এই কারণে জাক্‌কুমের চারা খারাপ জায়গায় সৃষ্টি হয় এবং কুকর্ম ও ঔদ্ধত্য অহংকার ও আমিত্ব থেকে সৃষ্টি হয়। এই টগবগে গরম পুঁজ জাহান্নামীরা পান করবে।"

হযরত আকদস (আঃ) আত্ম-শুদ্ধির পদ্ধতি বর্ণনা করে বলেছেন, "সুতরাং আমার মতে আত্ম-শুদ্ধির সবচেয়ে উত্তম উপায় হচ্ছে এই যে, মানুষ যেন কোন প্রকার অহংকার ও গৌরব প্রদর্শন না করে। এর চেয়ে উত্তম আর কোন উপায় নেই। জ্ঞান হবার অহংকার, বংশীয় গৌরব অথবা আর্থিক দিক থেকে অহংকার কোন প্রকার অহংকার না করে। আল্লাহ্‌তাআলার প্রতি দৃষ্টি দিলেই যে কেউ দেখবে, সকল প্রকার আলো যা বিভিন্ন প্রকার অন্ধকার থেকে মুক্তি দিতে পারে তা আকাশ থেকেই নাযেল হয়। মানুষ পদে পদে ক্ষণে ক্ষণে ঐশী আলোর অভাববোধ করে। চোখ সূর্যের আলো ব্যতীত কিছু দেখে না। অনুরূপভাবে অভ্যন্তরীণ (বাতেনী) আলো যা সকল প্রকার অন্ধকারকে দূর করতে পারে এবং এর স্থলে তাকওয়াহ্ ও [তাহারতের] পবিত্রতার নূর সৃষ্টি করে আকাশ থেকেই আসে।

আমি সত্যই সত্যই বলছি, মানুষের তাকওয়াহ্ ঈমান, ইবাদত, পবিত্রতা (তাহারাত) সব কিছুই আকাশ থেকে আসে এবং আল্লাহ্‌র ফযলের উপর এর নির্ভরতা। তিনি চাইলে এসব গুণকে কায়েম রাখেন নতুবা এ সবকে সরিয়ে দেন। মানুষ নিজেকে যেন কিছুই মনে না করে এবং আল্লাহ্‌র দরবারে নিজেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিনয় ও বিগলিত চিত্তে আল্লাহ্‌র ফযল (অনুগ্রহ) প্রার্থনা করে- এরই নাম প্রকৃত মা'রফত (রূহানী তত্ত্ব-জ্ঞানই) এই মা'রেফতের নূরকে যেন মানুষ কামনা করে যা মানুষের অন্তরের পার্থীব তাড়না, কামনা, বাসনাকে জ্বালিয়ে দেয় এবং ভেতরে এক নূর এবং পুণ্যকর্মের জন্য উত্তেজনা সৃষ্টি করে। তারপর যদি আল্লাহ্‌র ফযলে তার হৃদয়ের দরজা খুলে যায় এবং নূর প্রাপ্তি হয় তবে সে যেন এ জন্য গর্ব ও গৌরববোধ না করে বরং বিনয় ও প্রাণ বিগলিত চিত্তের হয় যেন অগ্রগতি সাধিত হয়। কারণ সে যতবেশি নিজেকে (লা শায় মাহ্‌য) অত্যন্ত হেয় ও তুচ্ছ জ্ঞান করবে ততবেশি ঐশী নূর অবতীর্ণ হবে যার ফলে তার নূর শক্তিশালী হবে। যদি মানুষ উপরোক্ত বিশ্বাসের উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকে তবে আশা করা যায় যে, তার চারিত্রিক গুণাবলী ও নৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়ে যাবে। পৃথিবীতে নিজেকে কিছু মনে করাও অহংকার ..."

অন্যত্র হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলছেন,

"আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তোমরা অহংকার হইতে বাঁচিও। কেননা আমাদের মহা প্রতাপশালী খোদার দৃষ্টিতে অহংকার অত্যন্ত ঘৃণ্য। ইহা হইতে পারে যে,

তোমরা অহংকার সম্বন্ধে জ্ঞাত নয়। সুতরাং তোমরা আমা হইতে ইহা বুঝিয়া লও, কেননা আমি খোদার ওহীর দ্বারা বলিতেছি। প্রত্যেক এমন ব্যক্তি অহংকারী যে নিজ ভাইকে এই জন্য অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে যে, সে তাহা হইতে বেশি জ্ঞানী অথবা বুদ্ধিমান অথবা কর্মকুশলী। কেননা সে খোদাতাআলাকে বুদ্ধি ও জ্ঞানের উৎস মনে করে না, বরং নিজেকে কিছু একটা মনে করিতে থাকে। খোদা কি তাহাকে উন্মাদ করিয়া দেওয়ার শক্তি রাখেন না? আর তিনি তাহার সেই ভাইকে, যাহাকে সে হেয় মনে করিয়া থাকে তাহা হইতে বুদ্ধি জ্ঞান ও কৌশলের আধিক্য দান করিতে পারেন না? এমনিভাবে সেই ব্যক্তিও যে নিজ ধন-দৌলত ও ঐশ্বর্যের দরুন নিজ ভাইকে নগণ্য মনে করিয়া থাকে সে-ও অহংকারী কেননা, সে উহা ভুলিয়া যায় যে, এই সম্মান ও ঐশ্বর্য খোদাই তাহাকে দান করিয়াছেন। সে অজ্ঞ সে জানে না যে, খোদাতাআলা তাহার উপর এমন বিপদ অবতীর্ণ করিবার শক্তি রাখেন যাহার দরুন সে নিম্ন স্তরে নিপতিত হইতে পারে এবং তাহার সেই ভাইকে, যাহাকে সে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিয়াছিল তাহা হইতে উত্তম ধন-দৌলত দান করিতে পারেন। এমনিভাবে সেই ব্যক্তিও যে তাহার সুস্বাস্থ্যের জন্য গৌরব করিয়া থাকে অথবা নিজ সৌন্দর্য, গুণাবলী ও শক্তির জন্য ঈর্ষা করিয়া নিজ ভাইকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, সে-ও অহংকারী। সে তো খোদা হইতে অজ্ঞ যিনি তাহার উপর এমন শারীরিক ত্রুটি অবতীর্ণ করিয়া তাহাকে সেই ভাই হইতে খারাপ অবস্থায় নিপতিত করিতে পারেন এবং তার ঐ ভাই যাহাকে সে হেয় মনে করিয়াছিল তাহাকে সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তাহার শারীরিক শক্তিতে বরকত দান করেন যার ফলে তাহার মধ্যে কোন স্বল্পতা বা ব্যর্থতা না সৃষ্টি হয়। কারণ তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করিয়া থাকেন। এমনই ঐ ব্যক্তি যে নিজের যোগ্যতা ও শক্তির উপর ভরসা করিয়া দোয়া প্রার্থনা করিতে শিথিলতা ও অবহেলা করে সে-ও অহংকারী। কারণ সে আল্লাহ্‌কে শক্তির উৎস হিসাবে উপলব্ধি করে নাই। এবং নিজেকে কিছু মনে করে।

সুতরাং হে আমার প্রিয়জনেরা! তোমরা আমার এ সমস্ত কথাকে স্মরণ রাখ। এমন যেন না হয় যে, তোমরা কোন দিক হইতে অহংকারী বলিয়া আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে গণ্য হও এবং তোমরা জানিতেও না পার যে, তোমরা অহংকারী বলিয়া গণ্য হইয়াছ। এক ব্যক্তি যে তার নিজ ভাইয়ের কোন ভুল শব্দ ব্যবহারের সংশোধন করিতে গিয়া অহংকার প্রদর্শন করে সে-ও অহংকার হইতে অংশ নিয়াছে। এক ব্যক্তি যে তাহার কোন ভাইয়ের কথা মনোযোগ দিয়া শুনিতে চায় না- অনিহা প্রকাশ করে সে-ও অহংকারে অংশগ্রহণ করিয়াছে। এক গরীব ভাই যে তাহার কাছে বসিয়াছে বলিয়া সে তাহাকে অপসন্দ করে সে-ও অহংকারে অংশগ্রহণ করিয়াছে। এক ব্যক্তি যে অপর এক দোয়াকারী ব্যক্তিকে বিদ্রূপ ও ঠাট্টা করে সে-ও অহংকার হইতে অংশগ্রহণ করিয়াছে।

এমন ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র প্রেরিত মা'মুর (প্রত্যাদিষ্ট)-এর পূরোপুরি আনুগত্য করিতে চায় না সে-ও অহংকার হইতে অংশ নিয়াছে। যে মা'মুর মিনাল্লাহ্‌র (নবী-রসূল) কথা মনোযোগ সহকারে শোনে না এবং তাঁহার লিখাসমূহকে মনোযোগসহ পড়ে না সে-ও অহংকার হইতে অংশগ্রহণ করিয়াছে।

অতএব তোমরা চেষ্টা কর যেন কোন প্রকার অহংকার তোমাদের মধ্যে বাকী না থাকে এবং ধ্বংস হইয়া না যাও এবং তোমরা সপরিবারে মুক্তিপ্রাপ্ত হও। আল্লাহ্‌র প্রতি ঝুঁকিয়া পড়। পৃথিবীতে যত বেশি প্রেম-ভালভাসা কারো সঙ্গে সৃষ্টি হওয়া সম্ভব তাহার চাইতেও বেশি ভালবাসা আল্লাহ্‌র সাথে সৃষ্টি কর এবং পৃথিবীর কোন কিছুকে যত বেশি ভয় পাওয়া সম্ভব তাহার চাইতেও বেশি ভয় আল্লাহ্‌কে কর। পবিত্র হৃদয় হইয়া যাও। পবিত্র ও সদিচ্ছা পোষণকারী হইয়া গরীব, মিসকীন এবং অনিষ্টবিহীন হইয়া যাও যেন তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হয়।"

সবশেষে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একটি এলহাম, "আল্ মুতাকাব্বের," এটি আল্লাহ্‌র বাণী। আল্লাহু আকবর।"

অনুবাদ- **মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

সংবাদ

সীরাতুন্নবী (সঃ) জলসা অনুষ্ঠিত

♦ গত ১৫/৬/২০০২ইং রোজ শনিবার বাদ আসর থেকে আহমদী পাড়া নামাযের স্থানে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সঃ) জলসা হয়। এতে স্থানীয় কায়েদ সাহেব সভাপতিত্ব করেন। এতে খোদ্দাম-২৮, আতফাল-৩২, আনসার-১৫, লাজনা-২০, নাসেরাত ২০ জন সহ মোট ১১৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয় ইজতেমা অনুষ্ঠিত

♦ গত ৩০ ও ৩১শে মে '০২ইং রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দুইদিন ব্যাপী স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা-২০০২ অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মঞ্জুর হোসেন, স্থানীয় কায়েদ এবং সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার, রিজিওনাল কায়েদ সভাপতিত্ব করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতার বিষয়গুলো ছিল- কুরআন তেলাওয়াত, নযম, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা, স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা, অর্থসহ ও ব্যবহারিক নামায, এবং একক ও দলীয় বিভিন্ন খেলা-ধূলা।

উক্ত ইজতেমায় আতফালের উপস্থিতি ছিল ৮৭ জন এবং খোদ্দাম ৯০ জন ও আনসার প্রায় ২০ জন।

- **মোহাম্মদ মিনারুল ইসলাম**
মোতামাদ
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

প্রথম আতফাল দিবস পালিত

গত ২৮/০৬/০২ইং রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত চরসিন্দুরে অনুষ্ঠিত হয় ১ম আতফাল দিবস, আলহামদুলিল্লাহ্। অনুষ্ঠানটি শুরু হয় সকাল ৯.৪০ মিঃ হতে। শেষ হয় বাদ জুমুআ।

এতে বিভিন্ন বিষয়ে নসীহতমূলক বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মমতাজ উদ্দিন আহমদ, মাহমুদ আহমদ সুমন, নাছের মাহমুদ কবীর, কায়েদ, শহীদ আহমদ। আতফাল নাসেরাত ২০ জনের মত উপস্থিত ছিল। বেশ কিছু গয়ের আহমদী বাচ্চারাও এই দিবসে শামিল হয়। বাদ জুমুআ খাকসার পুরস্কার বিতরণ করেন।

- **মফিজ উদ্দিন আহমদ**
প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চরসিন্দুর

বাংলা ভাষা-ভাষীদের সাথে হুযূর (আইঃ)-এর সাক্ষাৎকার

(১৯-০২-০২ তারিখে এমটিএ'র মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত)

প্রশ্ন নং ১ ঃ চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পরে যদি কোন ব্যক্তি তার প্রাপ্ত টাকা-পয়সা বিনিয়োগ না করে ব্যাংকে Fixed Deposit হিসেবে জমা রাখে তো এটা কি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ হবে? কেননা, বিনিয়োগে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ যদি সরকারী ব্যাংকে বা সরকার দ্বারা পরিচালিত স্কীমে টাকা-পয়সা Deposit রাখা হয় তো বৈধ হবে। কিন্তু বেসরকারী পর্যায়ে বা প্রাইভেট বাণিজ্যিক ধরনের স্কীমগুলোতে Fixed Deposit রাখা ঠিক হবে না।

প্রশ্ন নং ২ ঃ এ পৃথিবীতে আমরা নানাপ্রকার দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদে পতিত হই এ কি আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির ফলশ্রুতি, নাকি এগুলি প্রাকৃতিক সাধারণ ঘটনা মাত্র?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ আল্লাহ্‌তাআলা বিনা কারণে কাউকে কষ্ট দেন না, আবার ছোট ছোট দোষের জন্যও সব সময় শাস্তি দেন না। আসল কথা হচ্ছে আল্লাহ্‌তাআলা প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর একটা ব্যবস্থা রেখেছেন তারই অধীনে মানুষের কৃতকর্মের ফল প্রকাশিত হয়। এ জায়গায় হুযূর একটা মজার গল্প বলেনঃ একটা দুষ্ট লোক এক খৃষ্টান পাদ্রীকে প্রায়ই বলতো যে, ধর্ম বলতে কিছুই নেই; ওসব বাজে কথা। আমার মত নাস্তিক হয়ে যাও। পাদ্রী সাহেব খুব বিরক্ত হতেন এবং একদিন ঐ নাস্তিক ব্যক্তিকে কঠোর ভাষায় সাবধান করে দিলেন যে, তোমার উপর আল্লাহ্‌তাআলার শাস্তি আপতিত হবে। সেই পাদ্রী সাহেব যেমনই এ কথা বললেন, ঠিক তখনই বজ্রপাত হল; কিন্তু তা গিয়ে পড়লো গির্জা ঘরের উপর। সঙ্গে সঙ্গে নাস্তিক ব্যক্তি পাদ্রী সাহেবকে প্রশ্ন করলো; বলুন এতে কী প্রমাণিত হল? তখন পাদ্রী সাহেব বললেন, "আসলে আল্লাহ্‌তাআলা তোমাকেই শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু নিশানা ঠিক করতে সামান্য একটু ভুল হয়ে গিয়েছে!"

প্রশ্ন নং ৩ ঃ মাঝে মাঝে এমন ঘটনা ঘটে যে, পিতামাতার অজ্ঞাতে এক আহমদী যুবক কোন অ-আহমদী যুবতীকে কোর্টে গিয়ে বিয়ে করে এবং পরে জামাতের আমীর বা প্রেসিডেন্টকে ধরে যে, এবার মসজিদে বিয়ে পড়িয়ে দিন। এই ধরনের পরিস্থিতিতে হুযূরের পরামর্শ কী?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এটা একেবারেই ঠিক নয়। এ পদ্ধতিকে মোটেই প্রশ্রয় দিবেন না। একবার যে কোন কোর্টে গিয়ে বিয়ের কাজ সম্পন্ন করে তার মসজিদে এসে বিয়ে পড়ানোর কী দরকার। আমীর বা প্রেসিডেন্ট তার কথা গ্রহণ করবেনই কেন? যদি আমীর বা প্রেসিডেন্টের প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ থাকতো তাহলে তো তার আগেই তাঁদের নিকট আসা উচিত ছিলো।

প্রশ্ন নং ৪ ঃ আমরা আহমদীরা বলে থাকি যে, যারা মিথ্যা নবীর দাবীকারক ছিলো তাদের বিরুদ্ধে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর যুদ্ধ দাবীর কারণে নয় বরং দেশদ্রোহিতার কারণে। আমাদের একথার পক্ষে প্রমাণ কি?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ, আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গীতে কথা বলি নবী করীম (সঃ)-এর জীবনীতে তার প্রমাণ রয়েছে। মুসায়লামা কাজ্জাব সহ অনেকে মহানবী (সঃ)-এর জীবদ্দশায় নবী হওয়ার মিথ্যাদাবী উত্থাপন করেছিল; কিন্তু মহানবী (সঃ) মুসায়লামাকে খুন করার হুকুম দেন নি। পরে হযরত আবূ বকর (রাঃ) যখন খলীফা হলেন তখনও মিথ্যা নবী হওয়ার দাবী আরও কেউ কেউ করেছিল এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে কারও কারও শাস্তি ও হয়েছিল; কিন্তু হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও ঐসব মিথ্যা নবী হওয়ার দাবীকারকগণকে এ কারণে শাস্তি দেন নি যে, তারা নবী হওয়ার মিথ্যা দাবী করেছিল! রাষ্ট্রদ্রোহিতার কারণেই হযরত আবূবকর (রাঃ) মিথ্যা দাবীকারকদের শাস্তি দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন নং ৫ ঃ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফ সম্প্রতি তাঁর এক ভাষণে বলেছেন, আজকের বিশ্বে মুসলমানদের অবস্থা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অন্যান্য জাতির তুলনায় সব চাইতে পেছনে। হুযূর এ ব্যাপারে কি বলেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের ভিত্তিতে একথা ঠিকই বলেছেন। পৃথিবীতে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বর্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রজেক্ট চালু আছে ঐসব এক মাত্র গ্রেট বৃটেন বা ইউ,কেতে যত বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রজেক্ট আছে সংখ্যায় তার সমানও হবে না আমেরিকার কথা তো দূরে থাক।

প্রশ্ন নং ৬ ঃ আফ্রিকা মহাদেশের জিমবাব্ওয়ে নামক দেশের রাষ্ট্রপতি জনাব রবার্ট মুগাবে তাঁর দেশে কিছু কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন যেগুলো ইউরোপ-আমেরিকা পসন্দ করে নি, যেমন পশ্চিমা সাংবাদিকদের দেশ থেকে বের করে দিয়েছেন। ঐ দেশে নির্বাচনের সময় পর্যবেক্ষক প্রেরণ করতে পশ্চিমাদেশসমূহ আগ্রহ প্রকাশ করছে। হুযূর এ প্রসঙ্গে কি মনে করেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ জিমবাবুয়ের প্রেসিডেন্ট যে অবস্থান নিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে তার বিরুদ্ধে এবং তাঁর দেশের বিরুদ্ধে যাবে। পশ্চিমা পর্যবেক্ষকগণ নিরপেক্ষ নির্বাচন দেখতে চান। কোন হস্তক্ষেপ যেন না হয়। এর ফলে তাঁর দেশে অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা যাবে।

তৃতীয় বিশ্ব পাশ্চাত্যের অর্থ সাহায্যের ওপরে পুরোপুরি নির্ভরশীল তাই পশ্চিমা পর্যবেক্ষকগণ তৃতীয় বিশ্বের অভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রতিদৃষ্টি রাখেন। পর্যবেক্ষকদল পাঠানোকে তৃতীয় বিশ্ব কোনভাবে এড়াতে পারবে না। কোন দেশ যদি এ ব্যাপারে বিদ্রোহ করে বসে তাহলে তারা লাভবান হবে না। এর ফলাফল তাদের বিপক্ষে যাবে। সুতরাং আগে বা পরে তাদের তা গ্রহণ করতেই হবে।

প্রশ্ন নং ৭ ঃ বর্তমানে হজ্জ পালন সংক্রান্ত যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে সেটাকে আরও কীভাবে ভাল করা সম্ভব?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ হজ্জ সম্বন্ধে বর্তমান পদ্ধতিকে উন্নততর করা আপাততঃ মোটেই সম্ভব নয়। সাউদী আরব একটি স্বৈর-তন্ত্রী রাষ্ট্রপদ্ধতির অধীনে চলছে। তারা বাইরে থেকে কারও কোন প্রস্তাব গ্রহণ করবে না। বাইর থেকে এ ব্যাপারে কোন কিছু করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন নং ৮ ঃ পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে বলা হয় যে, মুসলিম দেশগুলোতে মহিলা ও শিশুদের উপর জুলুম করা হয়। অর্থাৎ শিশুদের আদর-

যত্ন কম হয়। হুযূর এ ব্যাপারে কি মনে করেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ আসলে সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে বলা হয় যে, মুসলিম দেশগুলোতে নারী ও শিশুদের ওপরে জুলুম করা হয়। আমার মনে হয় আমেরিকাতে বা পাশ্চাত্যে বড়রা মদ্য পান করে বলে তারাই নেশাগ্রস্ত হয়ে নারী ও শিশুদের ওপরে তুলনামূলকভাবে বেশি জুলুম করে। কোন কোন সময় দেয়ালের সাথে পিটিয়ে মহিলা বা শিশুকে হত্যা করা হয়। যে ব্যক্তি এসব জানে না সে হয়ত এ মন্তব্যকে সঠিক বলে মনে করবে। একথাও ঠিক যে, তৃতীয় বিশ্বের কোন কোন দেশে মহিলা ও শিশুদের ওপরে নির্যাতন করা হয় তবে আমেরিকাতে যা হচ্ছে তার সাথে এর কোন তুলনাই নেই। ইল্যাণ্ডেও এ রকম নির্যাতন চলছে। পত্র-পত্রিকায় এসব বস্তুনিষ্ঠ খবরও প্রকাশিত হচ্ছে। বিশেষ করে দরিদ্র ও শ্রমিক শ্রেণীর লোকদের ওপর এ ধরনের নির্যাতন বেশি বেশি হয়।

প্রশ্ন নং ৯ ঃ কমনওয়েলথ (Commonwealth) এর মত সংগঠনের কোন কার্যকারিতা আছে কিনা।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ কমনওয়েলথের যারা সদস্য তারা অনেক লাভবান হয়। কমনওয়েলথের সদস্য দেশের নাগরিকরা সহজে এদেশে প্রবেশ করতে পারে। যারা এর সদস্য নয় সেসব দেশের লোকেরা সহজে এখানে আসতে পারে না। এর অনেক উপকারিতা আছে। যেসব দেশ কমনওয়েলথের সদস্য তারা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়। বিভিন্ন পরিকল্পনার অধীনে কমনওয়েলথ থেকে সেসব দেশকে সাহায্য করা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন নং ১০ ঃ হুযূর কোন্ অবস্থা আপনাকে রাগান্বিত করে?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ যদি কেউ বিনা কারণে গোলমাল করে বা চিৎকার করে তাতে আমি রাগ করি। আমি পৃথিবীতে যখন কোন অন্যায়-অত্যাচার দেখি তা আমার রাগের কারণ হয়। মানুষের দুঃখ দেখে আমি দুঃখ পেয়ে থাকি।

প্রশ্ন নং ১১ ঃ যখন হযরত ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশে ঝুলানো হয়েছিল তখন তাঁর বয়স কত হয়েছিল?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করা হয়েছে। কেউ বলে, তখন হযরত ঈসা (আঃ)-এর বয়স ৩৩ [তেত্রিশ] বছর ছিল। কেউ কেউ বলেন, তখন তাঁর বয়স ৪০ বছর ছিল। যেহেতু হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে আর এ পার্থক্য ৪-৭ বছর। সুতরাং এ ৩৩-এর সাথে যদি আপনি ৭ বছর যোগ করেন তাহলে ৪০ বছর দাঁড়ায়। মুসলমানরা বলেন, তখন তাঁর বয়স ৪০ চল্লিসের বেশি ছিল। আপনারা জানেন যে, ৪০ বৎসর বয়সের পরেই আল্লাহ্তাআলা কাউকে নবীর মর্যাদা দিয়ে থাকেন।

প্রশ্ন নং ১২ ঃ হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্রুশের ঘটনার মত নবী করীম (সঃ)-কে কি কোন ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর যে ত্যাগ ও কুরবানী তার সাথে হযরত ঈসা (আঃ) ক্রুশ বিদ্ধ হওয়ার কোন তুলনা হয় না। ক্রুশীয় ঘটনাকে একটি গল্পে সাজানো হয়েছে। যেদিন হযরত ঈসা (আঃ)-কে ক্রুশে দেয়ার কথা ছিলো তার আগের রাত্রে তিনি বারবার এ মৃত্যুর পেয়ালা তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে নিতে বলেছিলেন। আর তিনি সারা রাত দোয়া করে কাটিয়ে ছিলেন- এলী এলী লেমা সাবাক্তানী- প্রভুহে, প্রভুহে, তুমি কি আমাকে ভুলে গেলে? এথেকে বুঝা যায়, ঈসা (আঃ) কখনও স্বেচ্ছায় ক্রুশীয় মৃত্যু কামনা করেন নি। তাই ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু সম্বন্ধে মানুষের ধারণাকে প্রথমে সংশোধন করতে হবে। এর সাথে হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর যতটুকু সম্পর্ক আছে, তাঁর বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি তো সর্বদা সব রকমের ত্যাগের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর নামায কুরবানী তাঁর জীবন ও মরণ সবই ছিলো আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে। তিনি যেসব যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন তাতে তিনি বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি (সঃ) যুদ্ধের কেন্দ্রস্থলে থাকতেন। হুনায়েনের যুদ্ধে তিনি (সঃ) মাঠে একা ছিলেন তখনও তিনি পিছু হটেন নি। তিনি (সঃ) সাহসের সাথে উচ্চারণ করেছিলেন- আমি মিথ্যা নবী নই, আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান। এভাবে তিনি যুদ্ধের মাঠে বীরত্বের সাথে মোকাবেলা করেছেন যা ঈসা (আঃ) কখনও করেন নি।

প্রশ্ন নং ১৩ ঃ খুব শীঘ্রই ইউরোপের সব দেশে একটি নতুন মুদ্রা EURO হালু হয়ে যাবে। এর ফলে বিশ্ব অর্থনীতির উপর কী প্রভাব পড়তে পারে?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ বিশ্ব-অর্থনীতির উপর ইউরো (EURO) মুদ্রার প্রবর্তনের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়বে না। প্রত্যেক দেশে নিজ নিজ মুদ্রা রয়েছে। EURO-এর প্রভাব কেবল ইউরোপীও দেশের অর্থনীতিতে পড়তে পারে।

প্রশ্ন নং ১৪ ঃ পশু কুরবানীর সময় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ধনীরা যতটুকু ফরয তার চেয়েও বেশি পরিমাণে পশু-কুরবানী দিয়ে থাকেন। এটা কি ঠিক?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এটি নিঃসন্দেহে প্রসন্দনীয় প্রবণতা। পশু কুরবানীর মাংস তো ধনী লোকেরা গরীব ভাই-বোনদেরকেই দিয়ে থাকেন। অনেক গরীব পরিবার এতই অভাবী হয় যে, তারা মাংস কিনে খেতে পারে না শাক-সব্জী ও ডাল খেয়ে থাকে। তাই ধনীরা যখন তাদের ওয়াজিব কুরবানীর পরও অতিরিক্ত কুরবানী করে আর সেই কুরবানীর মাংস গরীবদের পাঠায় তখন গরীবরা পুষ্টিকর খাবার খেতে পারে।

প্রশ্ন নং ১৫ ঃ খৃষ্টানরা যে FATHER'S DAY এবং MOTHER'S DAY পালন করে, তা ইসলামে আছে কি?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ খৃষ্টানরা ভাল কাজই করছে; কিন্তু এর মধ্যে আনুষ্ঠানিকতাই বেশি। মুসলমান ঘরে তো প্রত্যেক দিনই এ দিন পালন করা উচিত। মা-বাবার সম্মান বছরে একদিন বা দুইদিনে সীমিত থাকা উচিত নয়। মুসলমানদের হুকুম দেয়া হয়েছে, তোমরা সব সময় মা-বাবার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। সন্তানদের মনে মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সব সময়ই থাকা উচিত।

প্রশ্ন নং ১৬ ঃ ফিরিশ্তাগণেরও কি মৃত্যু হয়?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ না, ফিরিশ্তারা মরে না। তাদের কাজ হ'ল মৃত্যু দান করা।

প্রশ্ন নং ১৭ ঃ কুরআন করীমের ২১ঃ৩১ ও ২৪ঃ৪৬ আয়াত মোতাবেক প্রত্যেক প্রাণীকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। ডারউইন তত্ত্বের সাথে এর কোন সম্পর্ক আছে বা তিনি কি এ তত্ত্ব কুরআন থেকে নিয়েছেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ না, ডারউইন যদি কুরআন থেকে এ ধারণা নিতেন তাহলে সৃষ্টি সম্বন্ধে কুরআন যে কথা বলে তার সবই তাঁর নেয়া উচিত ছিলো। তিনি সব কথা গ্রহণ করেন নি। মানুষের সৃষ্টি ও বিবর্তন সম্বন্ধে কুরআন শরীফ বলেছে, মানুষকে এমন মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে যা থেকে শব্দ বের হয়। পৃথিবীর অন্য কোন পুস্তক সৃষ্টি সম্বন্ধে এ কথা উল্লেখ করে নি। এটি অসাধারণ একটি বিষয়। ডারউইন যদিও পানি থেকে মানুষ বা জীবের

সৃষ্টি হয়েছে বলে স্বীকার করেছেন। রসায়ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের এ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। আবার রসায়ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়। এভাবে সৃষ্টি হওয়াটা ও পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়া সত্ত্বেও এটি একটি আশ্চর্যজনক দিক!

প্রশ্ন নং ১৮ ঃ আহমদীরা কি FRANCHISE ব্যবসায় যেমন MACDONALD ইত্যাদিতে টাকা খাটাতে পারেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ যদি হালাল খাবারের ব্যবসায় হয় তো কোন অসুবিধা নেই। যেখানে অবৈধ খাবারের ব্যবসায়ের বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে আহমদীদের বিনিয়োগ করা উচিত নয়।

প্রশ্ন নং ১৯ ঃ সূরাতুল হাক্কাতে আছে **ইন্নাহুক্বওলুন রসূলুন কারীম**। আমার প্রশ্ন আল্লাহ্তাআলা **রসূলুন কারীম** কেন বলেছেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ রসূল শব্দের অর্থ হচ্ছে দূত বা বার্তাবাহক এবং **কারীম** শব্দের অর্থ হচ্ছে সম্মানিত। আল্লাহ্তাআলা বুঝাতে চেয়েছেন যে, মহানবী (সঃ) আল্লাহ্-প্রেরিত এক সম্মানিত দূত ছিলেন। এটা এমনই একটি বাক্য যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-ও এক জায়গা লিখেছেন "এসব কথা আমার মুখ থেকে বের হচ্ছে কিন্তু আল্লাহ্তাআলার পক্ষ থেকে এসব বাক্য উচ্চারিত হচ্ছে (আমার ইচ্ছায় নয়)।"

প্রশ্ন নং ২০ ঃ বাংলাদেশ থেকে একজন এ প্রস্তাব করেছেন যে, হুযূর যেহেতু **'ওলাদদোয়াল্লীন'** ও **'মাগদুব'** পাঠ করেন তখন সবারই এভাবে উচ্চারণ করা উচিত। হুযূর এ প্রসঙ্গে কী বলেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এটি প্রত্যেক ব্যক্তির দক্ষতা ও যোগ্যতার ওপর নির্ভর করে যে, সে কতটা সঠিক উচ্চারণ করতে পারে। 'যোয়াদ' এর উচ্চারণের বিষয়টি একটু কঠিন। এটা দোয়াল্লীনও নয় আর যোয়াল্লীনও নয়। এর মাঝামাঝি উচ্চারণ। যারা কুরআনে মজীদ যত্ন করে পড়েন তারা নিশ্চয়ই খুব সাবধান থাকবেন। প্রত্যেক ইমাম সাহেব নিজের যোগ্যতা অনুসারে সযত্নে সূরা ফাতিহা পাঠ করবেন।

অনুবাদ ও সংকলন -নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী

মুনাজাতে রসূল (সঃ)

[রসূলে করীম (সঃ)-এর হৃদয়োত্তাপপূর্ণ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী দোয়া]

মূল সংকলন ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ, রাবওয়া

(১৬তম কিস্তি)

নতুন পোষাক-পরিচ্ছদ পরার দোয়া

♦ হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যখন নতুন কাপড় পরতেন তখন এ কাপড়ের অর্থাৎ জামা, চাদর, পাগড়ী প্রভৃতির নাম নিয়ে এ দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ اَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِهٖ وَ خَيْرِ مَا صُنِعَ لَهٗ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَ شَرِّ مَا صُنِعَ لَهٗ

(ابوداؤد کتاب اللباس)

(আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আন্তা কাসাওতানীহি আসয়ালুকা মিন খয়রিহী ওয়া খয়রি মা সুনি'আ লাহূ ওয়া আ'উযুবিকা মিন শাররিহী ওয়া শার্‌রি মা সুনি'আ লাহূ- আবূ দাউদ, কিতাবুল্লিবাস)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! সমস্ত প্রশংসা তোমারই। তুমি আমাকে এ কাপড় পরিয়েছো। আমি তোমার নিকট এ কাপড়ে নিহিত মঙ্গল ও কল্যাণ প্রত্যাশা করি। আর ঐ মঙ্গল ও কল্যাণ যা কিনা এ কাপড় তৈরীর উদ্দেশ্য। এবং (হে আল্লাহ্!) আমি এ কাপড়ের অমঙ্গল থেকে তোমার আশ্রয় চাই এবং ঐ অমঙ্গল থেকেও যা এর দরুন সৃষ্টি হতে পারে।

♦ হযরত উমর (রাঃ) নতুন কাপড় পরার সময় দোয়া করতেন আর রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করতেন, যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরার সময়ে পুরনো কাপড় দান করে দেয় আর এ দোয়া পড়ে তখন জীবন মরণ উভয় অবস্থায় আল্লাহ্তাআলার হেফাযত ও নিরাপত্তা এবং পর্দার আবরণের মধ্যে এসে যাবে আর তার পাপ ক্ষমা করা হবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا اُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ وَ اَتَجَمَّلُ بِهٖ فِىْ حَيَاتِىْ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ -

(ترمذی کتاب الدعوات + ابوداؤد کتاب اللباس)

(আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী কাসানী মা উয়ারী বিহী 'আওরাতি- ওয়া আতাজাম্মালু বিহী ফী হায়াতী ওয়া রযাক্কানীহি মিন গয়রি হাওলিম্মিন্নী ওয়া লা কুওওয়াতিন - তিরমিযী, কিতাবুদ্ দাওয়াত ও আবূ দাউদ, বাবু কিতাবুল্লিবাস)

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহ্র যিনি আমাকে এমন পোষাক পরিয়েছেন যদ্বারা আমি আমার নগ্নতা ঢেকে রাখি। আর আমার নিজের জীবনকে এর দ্বারা সৌন্দর্যমন্ডিত করতে পারি। ঐ খোদা আমাকে এ পোষাক আমার কোন শক্তি ও সামর্থ্য ছাড়াই দান করেছেন।

আয়না দেখার দোয়া

♦ হযরত আয়েশা (রাঃ) রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম থেকে এ দোয়া বর্ণনা করেছেন।

اَللّٰهُمَّ كَمَا اَحْسَنْتَ خَلْقِىْ فَاَحْسِنْ خُلُقِىْ -

(مسند احمد مطبوعہ بیروت جلد ۶ صفحہ ۱۵۰)

(আল্লাহুম্মা কামা আহসানতা খলক্বী ফা আহসিন খুলক্বী - মুসনাদ আহমদ, ৬ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫০, বৈরুতে মুদ্রিত)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! যেমন সুন্দরভাবে তুমি আমার আকৃতি সৃষ্টি করেছো আমার চরিত্রও তেমন সুন্দর করে দাও।

ঘর থেকে বাইরে যাওয়ার দোয়া

♦ হযরত আনাস বিন মালিক বর্ণনা করেন। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এ দোয়া পড়ে-

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

[বিসমিল্লাহি তাওয়াওয়াক্কালতু আলাল্লাহি লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্ [অর্থাৎ আল্লাহ্র নাম নিয়ে (বের হচ্ছি) আল্লাহ্র ওপরে ভরসা করছি। আর আল্লাহ্ ছাড়া শক্তি ও সামর্থ্য দেয়ার কেউ নেই]

তখন শয়তান তার নিকট থেকে দূর হয়ে যায় আর তাকে বলা হয় তোমার জন্যে এ (দোয়া) যথেষ্ট। তোমাকে হেদায়াত দেয়া হয়েছে আর তোমাকে রক্ষা করা হয়েছে।

♦ হযরত উম্মী সালমাহ্ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণনায় এ দোয়ায় কিছুটা অধিক শব্দ পাওয়া যায়। উভয় বর্ণনা একত্র করলে দোয়াটি এমন দাঁড়ায় ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ نَزِلَّ اَوْ نَضِلَّ، اَوْ نُظْلَمَ اَوْ نُظْلَمَ، اَوْ نَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا -

(ترمذی وابوداؤد کتاب الادب)

(বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ্ লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি-আল্লাহুম্মা ইন্না না'উযুবিকা মিন আন্‌নাযিল্লা আও নাযিল্লা, আও নাযলিমা আও নুযলামা, আও নাজহালা আও নুজহালা আলায়না - তিরমিযী, আবূ দাউদ কিতাবুল আদাব)।

অর্থ - আমি আল্লাহ্‌র নামে ঘর থেকে বের হচ্ছি। আমি আল্লাহ্‌র ওপরে ভরসা করছি। আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কারও কোন শক্তি ও সামর্থ্য দেবার নেই। হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমরা তোমার আশ্রয় চাচ্ছি এ বিষয় থেকে যেন কোন ধোঁকায় না পড়ি বা পথভ্রষ্ট না হই। কারও ওপরে অন্যায়-অত্যাচার না করি। কেউ আমাদের ওপরে যেন অন্যায়-অত্যাচার না করে বা আমরা মূর্খতা না দেখাই বা আমাদের ওপরে মূর্খতা না দেখানো হয়।

ঘরে প্রবেশকালীন দোয়া

♦ হযরত আবূ মালক আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেন। যখন মানুষ ঘরে প্রবেশ করে তখন এ দোয়া করে আর ঘরের লোকদেরকে সালাম দেয়ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ خَیْرَ الْمَوْلِجِ ،وَ خَیْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَ لَجْنَا وَ بِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا ،وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا۔

(ترمذی وابوداؤد کتاب الادب)

(আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকা খয়রান মাওলিজি ওয়া খয়রাল মাখরজা বিসমিল্লাহি ওয়া লাজনা ওয়া বিসমিল্লাহি খরাজনা, ওয়া আলাল্লাহি রব্বানা তাওয়াক্কালনা - তিরমিযী আবূ দাউদ, কিতাবুল আদাব)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছ থেকে ঘরে প্রবেশ করা কালীন ও বের হওয়া কালীন মঙ্গল ও কল্যাণ চাচ্ছি। আল্লাহ্‌র নামে আমরা ঘরে প্রবেশ করেছি আর আল্লাহ্‌র নামে আমরা ঘর থেকে বের হচ্ছি এবং আমাদের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র ওপরেই ভরসা করেছি।

বাজারে যাওয়ার দোয়া

♦ হযরত বরীদাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যখন বাজারে প্রবেশ করতেন তখন এ দোয়া করতেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ خَیْرَ هٰذِهِ السُّوْقِ وَ خَیْرَ مَا فِیْهَا وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ مَا فِیْهَا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اُصِیْبَ فِیْهَا یَمِیْنًا فَاجِرَةً اَوْ صَفْقَةً خَاسِرَةً۔

(کتاب الدعا للطبرانی جلد ۲ صفحہ ۱۱۶۸ مطبوعہ بیروت)

(বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালুকা খয়রা হাযিহিস্ সূক্বি ওয়া খয়রা মা ফীহা ওয়া আ'উযুবিকা মিন শার্‌রিহা ওয়া শার্‌রি মা ফীহা আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা আন উসীবা ফীহা ইয়ামীনান ফাজিরতান আওসফক্বতান খাসিরাতান- (তিবরানী প্রণীত কিতাবুদ দু'আই, ২ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬৮, বৈরুতে মুদ্রিত)।

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র নামে (প্রবেশ করছি)। হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি এ বাজার থেকে কল্যাণ চাচ্ছি আর কল্যাণ চাচ্ছি এ বাজারে যা আছে তাথেকে এবং আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি এর অকল্যাণ থেকে আর এতে যা আছে তার অকল্যাণ থেকে। হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি বাজারে মিথ্যা কসম খাওয়া থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি অথবা এতে ক্ষতিকর বেচাকেনায় লিপ্ত হওয়া থেকেও।

সফর বা ভ্রমণের দোয়া

♦ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যখন যুদ্ধ বা হাজ্জ অথবা উমরাহ্ থেকে ফিরে আসতেন তখন প্রত্যেক উঁচু স্থানে উঠার সময় ৩ বার আল্লাহু আকবর (আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ) বলতেন (আর নামার সময়ে) এ কথা বলতেন ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِیْكَ لَهٗ ،لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ آئِبُوْنَ،تَائِبُوْنَ،عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ۔ (بخاری کتاب الدعوات)

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহূ লা শারীকালাহূ-লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শায়ঈন ক্বদীর- আইবূনা তাইবূনা আবিদূনা লি রব্বি হামিদূনা - বুখারী, কিতাবুদ্ দাওয়াত)

অর্থ ঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি এক-অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। আধিপত্য তাঁরই। সমস্ত প্রশংসাও তাঁরই। আর তিনি সব বিষয়ে (যা তিনি চান) সর্বশক্তিমান। আমরা তওবা করতে করতে ফিরে আসছি, অনুগত হয়ে (ও) নিজের প্রভু-প্রতিপালকের প্রশংসার গীত গাইতে গাইতেও।

♦ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সফরে গেলে এ দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْاَلُكَ فِیْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى ،وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى ،اَللّٰهُمَّ اصْحَبْنَا بِنُصْحِكَ،وَاقْلِبْنَا بِذِمَّةٍ ،اَللّٰهُمَّ ازْوِلَنَا الْاَرْضَ ،اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَیْنَا فِیْ سَفَرِنَا هٰذَا ،وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَ الْاَرْضِ ،اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِی السَّفَرِ ،وَالْخَلِیْفَةُ فِی الْاَهْلِ ،اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ ،وَ كَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَ سُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِی الْاَهْلِ وَالْمَالِ۔

(ترمذی کتاب الدعوات وابوداؤد کتاب الجہاد)

(আল্লাহুম্মা ইন্না নাসয়ালুকা ফী সাফারিনা হাযাল বির্‌রা ওয়াত্তাক্বওয়া-ওয়া মিনাল 'আমালি মা তারযা-আল্লাহুম্মাস্ হাবনা বিনুসহিকা-আক্বলিবনা বি যিম্মাতিন-আল্লাহুম্মা আযবিলানাল আরযা-আল্লাহুম্মা হাওবিন-আলায়না ফী সাফরিনা হাযা ওয়াত্বি'আন্না বু'দাল আরযি- আল্লাহুম্মা আনতাস্ সাহিবু ফিস্ সাফারি-ওয়াল খলীফাতু ফিল আহলি আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন ওয়া'সাইস্ সাফারি-ওয়া কাতাবিল মানযারি ওয়া সূইল মুনক্বলাবি ফিল আহলি ওয়াল মালি- তিরমিযী, কিতাবুদ্ দাওয়াত এবং আবূ দাউদ, কিতাবুল জিহাদ)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমরা আমাদের সফরে তোমার নিকট পুণ্য ও খোদা-ভীতির প্রত্যাশী আর এমন কর্ম করার সৌভাগ্য চাচ্ছি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। হে আল্লাহ্! তুমি তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার সাথে আমাদের সফর সাথী হয়ে যাও। আর আমাদেরকে তোমার অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির সাথে ফিরে নিয়ে আসো। হে আল্লাহ্! আমাদের জন্যে পৃথিবীর বিস্তারিত করে দাও। হে আল্লাহ্! আমাদের জন্যে এ সফর নিরাপদ করে দাও। এবং পৃথিবীর দূরত্ব আমাদের জন্যে খাটো করে দাও। হে আল্লাহ্! সফরে তুমিই সাথী। আর ঘরে তুমিই স্থলাভিষিক্ত। হে আল্লাহ্! আমি সফরের পরিশ্রম, কোন অন্ধকারাচ্ছন্ন দৃশ্য এবং পরিবার ও ধন-সম্পদের নিকট মন্দ প্রত্যাবর্তন থেকে তোমার আশ্রয় চাই।

আরোহণকারীর দোয়া

♦ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যখন নিজের উটের ওপর চড়তেন তখন সুবহানাল্লাহি আল্‌হামদুলিল্লাহি এবং আল্লাহু আকবর তিন বার বলতেন এবং পরে এ দোয়া করতেন (মুসলিম, কিতাবুল হাজ্জ) ঃ

سُبْحَانَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَ مَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ وَ اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ۔(الزخرف ۱۳،۱۵)

(সুবহানাল্লাযী সখ্‌খরা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বারিনিন- ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লা-মুনকালিবূন- (সূরাতুয্ যুখরোফ ঃ ১৪-১৫)।

অর্থ ঃ পবিত্র তিনি যিনি ইহাকে আমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। এতে আরোহণ করার ক্ষমতা আমাদের ছিলো না। আর আমরা আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবো। (চলবে)

অনুবাদ - মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

আহমদীয়া মুসলিম জামাত ইউ, কে (লন্ডন)-এর ২৭তম সালানা জলসা ঃ স্মৃতির পাতা থেকে

৩১শে জুলাই, ১লা ও ২রা আগষ্ট ১৯৯২ যুক্তরাজ্যের আহমদীয়া মুসলিম জামাত ২৭তম বার্ষিক জলসার আয়োজন করে। আমরা ২২ জন বাংলাদেশ থেকে উক্ত জলসায় যোগদানের সুযোগ পেলাম।

৩০-৭-৯২ টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে একটি বিশেষ টেন্টে অনুষ্ঠিত হয় তবলীগী সেমিনার। আমরা প্রতিনিধিত্বকারী ৩ জন উক্ত সেমিনারে যোগ দেই। প্রথমে বিভিন্ন দেশের আহমদীয়াতের ইতিহাস ও পরে তবলীগী কার্যক্রমের উপর আলোচনা হয়। ঘানার গৃহীত বিশেষ তবলীগী কার্যক্রমটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জলসার মাস খানেক পূর্বে হুযূর (আইঃ)-এর পক্ষ থেকে ঘানার আমীরের নিকট এই মর্মে নির্দেশ যায় যে, তারা যেন তবলীগী সপ্তাহ পালনপূর্বক রিপোর্ট ইউ, কে, জলসায় আগমনের সময় সাথে আনেন। উক্ত কার্যক্রমের বিবরণে ঘানার আমীর সাহেব বললেন, "আমরা উক্ত ফরমান পেয়ে আমেলার সভায় বসলাম। তখন ঘানার আবহাওয়া ছিল ভয়ানক খারাপ। লোকজন ঘরের বাইরে যাওয়ার অবস্থা ছিল না। তাই অনেকে এটা আপাততঃ স্থগিত রেখে পরবর্তীতে আবহাওয়া ভাল হলে পালন করার পক্ষে মতামত দিলেও কিছু সংখ্যক সদস্য প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেই যেভাবে সম্ভব উক্ত কার্যক্রম পালন করে হুযূরের (আইঃ) নির্দেশ মত জলসায় রিপোর্ট প্রেরণের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরামর্শ দিলে তা গৃহীত হয় এবং তারা গাড়ীতে গাড়ীতে আবাসিক এলাকার রাস্তায় রাস্তায় দীনের দাওয়াত দিয়ে ফিরে। ফলাফল স্বরূপ তিনি বলেন, জলসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সময় পর্যন্ত প্রায় ১৭০০ (এক হাজার সাত শত) জন বয়াত করে, আলহামদুলিল্লাহ্। এথেকে আমার হৃদয়ে প্রতিক্রিয়া হয় যে, যেকোন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নেযামের কোন কার্যক্রম তথা খলীফার নির্দেশ পালনে সচেষ্ট থাকতে হবে, নিজেদের পক্ষ থেকে কোন কার্যক্রম বন্ধ রাখা সঠিক নয়।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল রাশিয়ায় আহমদীয়তের ভবিষ্যৎ। বিগত বছরে (১৯৯১) লন্ডন থেকে একজন এবং পাকিস্তানের করাচী থেকে জনৈক (অবঃ) ব্রিগেডিয়ার সাহেব রাশিয়া সফর করেন। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে সেখানের জামাতগুলোতে যাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য, দুর্গম ও ব্যয়বহুল। তবে কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় গাইড নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। রাশিয়া গমনকারী হুযূরের (আইঃ) প্রতিনিধি মস্কো থেকে গন্তব্যস্থলে (তাজাক) যাওয়ার ব্যাপারে বিরাট অঙ্কের ট্যাক্সের সম্মুখীন হলে তিনি আল্লাহ্তাআলার দরবারে প্রণত হয়ে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। এবং সত্যি সত্যি পরদিন আল্লাহ্তাআলা অতি সামান্য ট্যাক্স প্রদানের মাধ্যমে তাঁর অনুমতির ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ্তাআলার রাস্তায় আল্লাহ্তাআলার মাল খরচ হবে তা সত্ত্বেও তিনি অর্থ বাঁচানোর জন্য যে আন্তরিকতার বিবরণ তুলে ধরেন তাতে সেমিনারে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হন।

হুযূর (আইঃ) চীনা ভাষা শিক্ষার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, আমাদের আপাততঃ দু'জন চীনা পণ্ডিত (Scholar) দরকার, যাদেরকে কাদিয়ানে রেখে চীনা ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে বিনিময়ে চীনাদেরকে অন্য ভাষা বিনামূল্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। হুযূর এ বিষয়ে আরো উল্লেখ করেন যে, কাদিয়ানে ভাষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হচ্ছে যাতে আপাততঃ ৭টি বিশেষ বিশেষ ভাষা অন্তর্ভুক্ত থাকবে যার মধ্যে আরবী অন্যতম। এক পর্যায়ে হুযূর ওয়াক্ফে - নওদেরকে ভাষা শিক্ষাদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

জামাতের প্রকাশনার ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে হুযূর (আইঃ) বলেন, মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সময় তার লেখার মান কত উন্নত ছিল। বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এত উন্নতির যুগেও আমাদের অনুবাদ অনেক ক্ষেত্রেই নিম্নমানের। বর্তমান শিক্ষিত মহল আমাদের বই পুস্তক পাঠে কেন আগ্রহী হবে? আর ধর্মীয় ব্যাপারেই বা আমাদের ব্যাপারে তাদের আগ্রহ জাগবে কীরূপে তিনি বলেন, অনুবাদের ক্ষেত্রে ভাষার সাথে সাথে পরিবেশ (Whole atmosphare) ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণ থাকতে হবে। নাটক ও সাহিত্য থেকে ভাষার মাধুর্য গ্রহণ করতে হবে। এজন্য সাহিত্যের সাথে জড়িত লোকদের কাজে লাগাতে হবে। লণ্ডন থেকে প্রকাশিত The Review of Religion -এ প্রকাশিত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কোন একটি লেখার অনুবাদ করতে গিয়ে নীচু মানের হওয়ায় হুযূর ক্ষোভ প্রকাশ করেন। হুযূর (আইঃ) সতর্ক করে দিয়ে বলেন, কোন ক্ষেত্রে যাতে যেন-তেন প্রকার লোক দ্বারা অনুবাদের কাজ করানো না হয়। তবলীগী কার্যক্রমের উল্লেখ করতে গিয়ে হুযূর (আইঃ) বলেন, অনেকে মনে করে থাকে, বিদ্যা-বুদ্ধি বেশি না থাকলে তবলীগ করা যায় না–এটা সঠিক নয়। তিনি রসূলে করীম (সঃ)-এর সাহাবা কেরামের (রাঃ) দৃষ্টান্ত পেশ করে বলেন, তাঁরা তো নিতান্তই নিরক্ষর ছিলেন। অথচ তাঁদের তবলীগে লক্ষ লক্ষ মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। ইসলামের কি মহান খেদমতই না তাঁরা করে দেখিয়েছেন! কাজেই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সঃ)-এর সাথে প্রেম ও ভালবাসার সম্পর্কের সাথে সাথে প্রেরণা থাকলে তবলীগ-এর কাজ সফল হবে।

এরপর হুযূর (আইঃ) জলসায় একত্রে বেশি লোকের সমাবেশে ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্টের বিষয় উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর সাথে সংঘটিত হযরত আবূ হরায়রা (রাঃ)-এর তীব্র ক্ষুধা কষ্ট এবং ১ পেয়ালা দুধ বন্টনের ঘটনা এবং পরবর্তীতে এক যুদ্ধে আহতদের আর্তনাদ ও এক পেয়ালা পানি চরম পিপাসার সময় পেয়েও যখন পাশের আরেক পিপাসার্তের আওয়াজ কানে বাজল তখন নিজে পানি পান না করে অন্য ভ্রাতার দিকে পানি দেয়ার ইশারা করে দিয়ে অন্যের কষ্টকে তারা (রাঃ) নিজের জীবন দিয়ে লাঘব করতে গিয়ে দুনিয়ার সামনে কত মহৎ কুরবানীর নমুনা রেখে গেছেন! জলসায় উপস্থিত সকলকে ঐ সকল কুরবানী থেকে শিক্ষা গ্রহণ এবং সর্বক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য নসীহত দান করেন। বিশেষ করে খাবার অপচয় রোধ করার পরামর্শ দেন। এক পর্যায়ে হুযূর পশ্চিমা দেশগুলির খাদ্য দ্রব্যের অপচয়ের উল্লেখ করে বলেন, প্রতিদিন তারা যে পরিমাণ খাদ্যের অপচয় করে থাকে তাতে আফ্রিকার ক্ষুধাক্লিষ্ট মানুষের এক মাসের খোরাক হতে পারে। হুযূর (আইঃ) উদ্বোধনী ভাষণের প্রারম্ভে সমস্ত বিশ্ববাসীকে সম্বোধন করে মহাপবিত্র আল্লাহ্তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বলেন, আজকের দিন আহমদীয়তের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো- সেটেলাইটের (T.V. Telecast) মাধ্যমে এবারের জলসার কার্যক্রম সারাবিশ্বে একযোগে সম্প্রচারের ব্যবস্থা থাকায় পাকিস্তান, ভারত, মধ্যপাচ্যসহ বিশ্বের প্রায় সকল দেশ থেকে ইসলামের খলীফাকে টিভির পর্দায় দেখার ও তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছে বিশ্ববাসী। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেন, মহান আল্লাহ্তাআলা একমাত্র আমাকে তাঁর খলীফা হিসেবে সমস্ত বিশ্ববাসীকে সম্বোধন করে কথা বলার অধিকার ও সার্বিক উপকরণ দান করেছেন। বুশ কিংবা অন্য কাউকে এ অধিকার দেয়া হয় নি।

- মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

ইসলামের রণ নীতি

ইসলাম শান্তির ধর্ম। আল্লাহ্‌র অন্যতম নাম সালাম অর্থাৎ শান্তি। **আল্লাহুম্মা আন্তাস্ সালাম ওয়া মিনকাস সালাম**, আল্লাহ্‌ই শান্তি এবং তাঁর কাছ থেকেই শান্তি। আল্লাহ্ মানুষ জাতিকে শান্তির দিকে সদা আহ্বান করেন, **উদউ ইলা দারিস্ সালাম**। আল্লাহ্‌র নির্দেশ মানুষ যেন পরস্পরকে শান্তি বাণী উপহার দেয়, যথা, **আস্‌সালামু আলায়কুম**! বিশ্বমানব মিলন কেন্দ্র কা'বা হল **বায়তুল আমান বা শান্তি নিবাস, ওয়া মাসাবাতালিন্** নাসে আমনা। তাই ইসলাম যুদ্ধ, বিগ্রহ, দাঙ্গা, হাঙ্গামা, ঝগড়া বিবাদ, মারামারি, হানাহানি পসন্দ করে না। এক কথায় অশান্তিকে ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলাম চায় মানুষের ইহকালে ও পরকালে শান্তি।

কিন্তু শান্তি এক তরফাভাবে লাভ করা সম্ভব নয়। দুনিয়ার সব মানুষ যেহেতু ইসলামে বিশ্বাসী নয় তাই বিপক্ষ শক্তির সঙ্গে সংঘাত বেঁধে যাওয়া অসম্ভব নয়। ইসলামের শত্রুরা শান্তির পথ ছেড়ে অশান্তির পথকে বেছে নেয়। এছাড়া যারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় বিশ্বাসী নয় তারাও শান্তির ধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে সমস্যা হয়ে দেখা দেয়।

শান্তির মূর্তিমান রূপ মুহাম্মদ (সঃ) যুদ্ধকে ঘৃণা করতেন। নবী হওয়ার পূর্বে কিশোর বয়সে যুদ্ধের বিরুদ্ধে তিনি হিলফুল ফজুল সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মক্কায় নবদীক্ষিত মুসলমানরা অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে অস্ত্রধারণের জন্য নবী করীমের (সঃ) অনুমতি চাইলেন, এর উত্তরে মহানবী (সঃ) বললেন, **ইন্নিউমিরতুবিল আফু ফালাতুকাতেলু**। আমাকে ক্ষমার আদেশ দেয়া হয়েছে, যুদ্ধের নয়। দীর্ঘ তের বৎসর কাল মক্কায় এক তরফা নির্যাতন সহ্য করে মুসলমানরা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। সব শেষে নবীজিও মদীনায় হিজরত করেন। দেশ ত্যাগী হলেন তবুও অস্ত্র ব্যবহার করলেন না। প্রকাশ্য যুদ্ধতো দূরের কথা গেরিলা যুদ্ধেরও অনুমতি দিলেন না।

মদীনায় চলে যাওয়ার পর শান্তির শত্রু মক্কা-বাসীরা মদীনা আক্রমণের পরিকল্পনা করে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌তাআলা ওহী নাযিল করে বলেন, **উযিনা লিল্লাযীনা ইউকাতালুনা বি আন্নাহুম যুলিমু**। অর্থাৎ তোমাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া গেল যারা অন্যায়ভাবে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় তোমাদের উপর। এই যুদ্ধ আক্রমণাত্মক নয় আত্মরক্ষামূলক। বাধ্য হয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই যুদ্ধ।

যারা আক্রমণ করে বাড়ী-ঘর থেকে বহিষ্কার করে, যারা মসজিদ, মন্দির, গির্জা ধ্বংস করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ (আল্ হাজ্জ ঃ ৪১)। যারা যুদ্ধ করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, তবে সীমালঙ্ঘন কর না (বাকারা ঃ ১৯১)। সীমালঙ্ঘন কর না বাক্য দ্বারা সব রকমের আগ্রাসন বন্ধ করার কথা এবং যুলুম না করার কথা বলা হয়েছে। শান্তির সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর বাধ্য হয়ে এই যুদ্ধ। মহানবী (সঃ) বলেন, "তোমরা শত্রুর মোকাবেলা করার ইচ্ছা পোষণ কর না, আল্লাহ্‌র কাছে শান্তি কামনা কর। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও আত্মরক্ষার জন্য যদি যুদ্ধ করতেই হয় তাহলে বীরের মত মোকাবেলা কর (বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি)। জনৈক খ্রীষ্টান লেখক বলেছেন, 'মুসলমানরা তাঁদের বিজয় অভিযানে সহনশীলতার নমুনা দেখিয়ে অনেক খ্রীষ্টান জাতিকেই লজ্জিত করে ফেলেছে' (আলেকজান্ডার পাওয়েল, (The stuggle for power in Muslim Asia, P-48)। মহানবী (সঃ) বলেছেন, ধর্ম রক্ষার্থে যুদ্ধ করবে, মালে গনীমতের জন্য কোন জাতিকে ধোঁকা দিবে না, মৃতদের অপমান করবে না। শিশু, স্ত্রীলোক এবং উপাসনালয়ে অবস্থিত ধর্মীয় লোকদেরকে আক্রমণ করবে না। বৃদ্ধদেরকে বধ করবে না, এহসান ও শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করবে (মুসলিম, আবূ দাউদ)। মৃতদেহ সম্মানের সাথে সমাহিত করবে (দারকুতনী) পুরোহিত, পবিত্র স্থান, ফলদারবৃক্ষ বা ফসল এবং জনবসতি ধ্বংস করা যাবে না (মুয়াত্তা)। সংক্ষেপে মহানবীর (সঃ) শিক্ষা হল, (১) যুদ্ধ করা যাবে না, ফালা তুকাতেলু (২) যদি কেউ যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় তাহলে বীরের মত যুদ্ধ কর (৩) ধন-সম্পদ লাভের জন্য যুদ্ধ করা যাবে না (৪) ধর্ম রক্ষায় যুদ্ধ করা যাবে। ঐ যুদ্ধ হবে জেহাদ (৫) শিশু, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, ধর্মীয় লোকজনকে হত্যা করবে না (৬) মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা, জনবসতি, ফসল বিনষ্ট করা যাবে না (৭) যুদ্ধে নিহতদেরকে অপমান করা যাবে না সম্মানের সাথে দাফন করতে হবে। এ সব শর্ত মানলে পরে যুদ্ধ বৈধ অন্যথায় যুদ্ধ হারাম।

বিশ্ব নবী (সঃ) বলে গেছেন, যখন ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ আসবেন তখন তিনি যুদ্ধ রহিত করবেন। ইয়াজাউল হারবা (আহমদ) কারণ, ঐ যুগে ইসলামের নিয়ম-নীতি মেনে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। বোমা ইত্যাদি আধুনিক মারণাস্ত্র ব্যবহার করলে উপরে বর্ণিত সাতটি শর্ত মানা সম্ভব নয়। অতএব যুদ্ধ নয়। যুদ্ধ নিষিদ্ধ এ হুকুম ইমাম মাহ্‌দীর (আঃ) নয়, কারণ তিনি শরীয়তধারী নবী নন। আল্লাহ্‌র নির্দেশে মহানবী (সঃ)-ই যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ দিয়ে গেছেন, যা শেষ যুগে কার্যকর হবে।

এখন প্রশ্ন হল, মুসলমানরা কি এসব নির্দেশ মেনে চলছে? না, আর এর কারণ হল, নবী করীম (সঃ) বলে গেছেন, ইয়াতি আলান্ নাসে জামানুন কামা আতা আলা বনী ইসরাঈল। অর্থাৎ এককালে মুসলমানরা হুবহু ইহুদীদের ন্যায় হয়ে যাবে। ইহুদীদের মত তারা নির্দয়, নিষ্ঠুর, অমানবিক আচরণ করবে। অন্যত্র বলেছেন, তাত্তাবিআন্না সুনানা মান কাবলাকুম, অর্থাৎ মুসলমান ইহুদী খ্রীষ্টানদের মত হয়ে যাবে (মেশকাত)। কবি ইকবাল বলেছেন, ওজামেতুমহোনাসারা তমদ্দুন মে হনুদ ইয়েমুসলমাঁ হ্যায় জিনহে দেখকার শরমায়ে ইয়াহুদ?

অর্থাৎ- বর্তমানের মুসলমান দেখতে খ্রীষ্টানের মত আদর্শের দিক দিয়ে হিন্দুর মত, এই কি সেই মুসলমান যাদেরকে দেখে ইহুদীরাও লজ্জা পায়? মহানবী (সঃ) বলেছিলেন, মুসলমানরা ইহুদীর মত হয়ে যাবে, আর মুসলমানদের কবি বলছেন ইহুদীর চাইতে নিকৃষ্ট। তাই তো আজ মুসলমান মন্দির ভাঙ্গে, মসজিদ ভাঙ্গে, নামাযরত, প্রার্থনারত মানুষকে বোমা মেরে হত্যা করে। নিরপরাধ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে, নারী পুরুষ আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাকে নির্দয় নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করে। সভ্যতাকে ধ্বংস করতে চায়, সকল সুন্দরকে মিটিয়ে দিতে চায়। আজ অমুসলমানরা বলে, যেখানে মুসলমান সেখানেই হাঙ্গামা, হত্যা, অশান্তি! আফসোস! শান্তির পতাকাবাহী মুসলমান আজ সন্ত্রাসীরূপে পরিচিত। মুসলমানী নাম আর দাড়ি দেখলে ইউরোপ আমেরিকার জনগণ আজ ভয় পায়। কারণ মুসলমানী (আরবী) নাম আর দাড়ি দেখলেই তারা ভাবে এরা নির্দয়। নিষ্ঠুর, ক্ষমাহীন, অমানবিক, পাষাণ প্রকৃতির লোক। এরা ক্ষমাহীন, যুদ্ধবাজ জাতি। যুগান্তরে আব্দুল গাফফার চৌধুরীর প্রবন্ধটি দেখুন (৮ জুলাই, ২০০২)।

শেষ করার আগে শুধু এই কথাই বলছি, "সূর্য যেমন মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে তেমনি আজ মুসলমানের আড়ালে ইসলাম ঢাকা পড়েছে।"

ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজিউন।

- আহমদ তৌফিক চৌধুরী

"নবুয়ত-পদ্ধতির খেলাফত"

বিগত মার্চ ০২ মাসিক কাবার পথে পত্রিকায় "নবুয়ত-পদ্ধতির খেলাফত" নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করলাম। লেখক যদিও ইসলামের নামে প্রবন্ধটি শুরু করেছেন কিন্তু লিখেছেন রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। মহানবী (সঃ) নাকি রাজনীতি করেছেন। তিনি লিখেছেন, "যেখানে খোদ মহানবী (সঃ) এবং তাঁর পরবর্তী যুগে খোলাফায়ে রাশেদীন রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করে গেছেন, সেখানে নিঃসন্দেহে রাজনীতি করাকে মহানবী (সঃ)-এর অন্যতম সুন্নত বলে মানতেই হবে", (নাউযুবিল্লাহ্)।

যারা রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়েছেন তাঁরা হয়ত জানেন যে, রাষ্ট্রনীতি আর রাজনীতি এক জিনিষ নহে। রাজনীতি অর্থে রাজার নীতি। ইসলামে রাজা বাদশাহ্‌র কোন স্থান নেই। রাষ্ট্রকে চালাবার যে নীতি, তা ইসলামে আছে কিন্তু রাজনীতি ইসলামে নেই। বর্তমান যুগের রাজনীতি ত্রিত্ববাদী দজ্জাল কর্তৃক প্রবর্তিত মুসলমান জাতির বিশেষ করে নায়েবে রসূলের দাবীদার আলেম ওলামাগণের মন-মস্তিষ্কে প্রক্ষিপ্ত করা দজ্জাল নীতি। এই দজ্জাল নীতির খপ্পরে পতিত হয়েই একই আল্লাহ্ একই রসূলের অনুসারী মুসলমানগণ আজ শতধা বিভক্ত। বিশ্বের বুকে পঞ্চাশটিরও উর্ধ্বে মুসলিম রাষ্ট্র, তাদের মধ্যে নেই একতা, নেই কোন নেতা, নেই পরস্পর সহানুভূতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ। ত্রিত্ববাদী দজ্জালের শেখানো ও দেখানো রাজনীতিকে তাদের ভাষায় বলা হয় ডিপ্লোমেসি। মিথ্যা শঠতা ছল-চাতুরী ধোঁকাবাজী ধাপ্পাবাজী ও কুটনীতিতে যে বেশি পারদর্শী তাকে বলা হয় ভেটরন ডিপ্লোম্যাট। নামটি শুনতে বেশ সুন্দর ও মধুরই লাগে বটে কিন্তু ভিতরে মিথ্যা ও গলদে পরিপূর্ণ। ইসলাম চির সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাতে মিথ্যা ছল-চাতুরী, ধাপ্পাবাজী, ধোঁকাবাজী ইত্যাদি মুনাফেকীর কোন স্থান নেই।

খেলাফত কাকে বুঝায় তার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন, "দুনিয়াতে ইসলামী শরীয়তের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং বিশ্বময় ইসলামের আহ্বান পৌছে দেয়ার উদ্দেশ্যে সকল মুসলমানের সাধারণ রাজনৈতিক কর্মকান্ডকে খেলাফত বলে। খেলাফত ও ইমামত সমার্থক। কাজেই খেলাফত ও ইমামত অভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হয়'।

প্রশ্ন এই যে, বর্তমান দুনিয়ায় ইসলামী শরীয়তের নির্দেশনাবলী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং বিশ্বময় ইসলামের আহ্বান পৌছে দিচ্ছে কারা লেখক মহোদয় আখি মেলে একটু তাকিয়ে সত্যের খাতিরে চিন্তা-ভাবনা করে দেখবেন কি?

লেখক মহোদয় তাঁর রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণায় খলীফা নিযুক্ত করা ফরয বলে উল্লেখ করতঃ বলেছেন। "খলীফা নিযুক্ত করা পৃথিবীর সকল ভূ-ভাগে সকল মুসলমানের উপর ফরয। এ ফরয আদায় করা অন্যান্য ফরয আদায় করার ন্যায় কর্তব্য যা আল্লাহ্‌তাআলা মুসলমানদের প্রতি ফরজ করেছেন। একাজ অবশ্যই করণীয় দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। এটা ঐচ্ছিক ব্যাপার নয়। বিষয়টিতে অনীহা প্রকাশ করার অবকাশ নেই। এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা পাপ, যা মহা পাপের অন্তর্ভুক্ত। যার দরুন আল্লাহ্‌তাআলা কঠোর শাস্তি দিবেন।" খলীফার আনুগত্য সম্পর্কে উক্ত লেখক হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর একটি হাদীস তুলে ধরেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা হতে হাত সরিয়ে নেবে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্‌র সমীপে উপস্থিত হবে এমন অবস্থায় যে, তার মুক্তির জন্য কোন প্রমাণ তার হাতে থাকবে না। আর যে ব্যক্তি মারা যাবে এমন হালে যে, তার গন্ডদেশে বায়াত থাকবে না, তার মউত হবে জাহিলিয়াতের মাউত"। অতএব বুঝা গেল নবী (সঃ) সকল মুসলমানের গন্ডদেশে বয়াত থাকা ফরয করে দিয়েছেন। আর যে ব্যক্তি বয়াত গন্ডদেশে ধারণ না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে জাহিলি মউতে মরবে বলে উল্লেখ করেছেন। বস্তুতঃ বয়াত একমাত্র খলীফার হাতে হয় অন্যের হাতে বয়াত হয় না। আর নবী (সঃ) সকল মুসলমানের জন্য গন্ডদেশে খলীফার বয়াত থাকা অবধারিত করে দিয়েছেন। খলীফার অনুগত্য সম্পর্কে লেখক বলেছেন, "যে কেউ স্বীয় কর্ণধার অসীমের কোন আচরণে অসন্তুষ্ট হবে, তাকে তাঁর উপর ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে। যে কোন ব্যক্তিই ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধার (সুলতান)-এর নিকট হতে এক বিঘত বের হয়ে যাবে আর এমতাবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে সে জাহিলি মৃত্যুবরণ করবে"।

প্রশ্ন এই যে, যুগ-ইমাম বা খলীফার আনুগত্য করে চলার জন্য হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর এত কঠোর নির্দেশ থাকা সত্বেও মুসলমান আলেম ওলামা মুফতী মাওলানা ঘুমের ঘোরে অচেতন কেন? এর এক মাত্র কারণ ত্রিত্ববাদী দজ্জালের চক্রান্ত। দজ্জালিয়তের শিকারে পরিণত হওয়ার কারণেই মুসলমান জাতির ললাটে নেমে এসেছে ঘন ঘোর অন্ধকার। ত্রিত্ববাদী দজ্জাল রাজনীতির নেশায় মত্ত করে বিভিন্ন কায়দা-কৌশলের মাধ্যমে এমনি ঘুম পাড়িয়েছে যে, ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানগণই যে দজ্জাল কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ থাকলেও তারা দেখতেও পারছে না বুঝতেও পারছে না, শত বোঝাতে গেলেও তারা বুঝে না। বোঝার ও জানার চেষ্টাও করে না, এদের সম্পর্কেই পাক কালামে আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, "তারা বুঝবে না, এই জন্য নিশ্চয়ই তাদের দেলের উপর পর্দা টেনে দিয়েছি এবং কর্ণ বধির করে দিয়েছি। আর যদি তাদেরকে হেদায়াতের পথে ডাক তবে কস্মিন কালেও তারা সৎ পথ পাবে না" (সুরাতুল কাহাফ)। দুনিয়ার লোভ লালসায় মসনদ লাভের মোহমায়ায় মানুষের প্রবৃত্তি যখন প্রবল হয় তখন তার নিকট সত্যের পথ বন্ধ হয়ে যায়।

প্রবন্ধকার হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর একটি হাদীস তুলে ধরেছেন, "বনী ইসরাইলদের রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করতেন নবীগণ। যখনই কোন নবীর মৃত্যু হয় অন্য নবী তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যেতেন। আমার পর কোন নবী নেই। তবে খলীফাগণ আসবেন।" উক্ত হাদীসে "রাজনৈতিক কর্মকান্ড বলে কোন শব্দ নেই, ইহা নেহায়েত লেখকের মিথ্যা কাল্পনিক মনগড়া প্রক্ষিপ্ত করা ধোঁকাবাজী। এ রূপ মিথ্যা ধোঁকাবাজী চালবাজী দ্বারা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করাই ত্রিত্ববাদী দজ্জালের নীতি।

দজ্জালের শেখানো ও দেখানো পথে রাজনৈতিকভাবে আন্দোলনের মাধ্যমে খলীফা নিযুক্ত হয় না। ইহা স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহ্‌তাআলার কাজ। খলীফা আল্লাহ্‌তাআলা বানান। দজ্জালের শেখানো পথের ন্যায় ইসলামে কোন পদপ্রার্থী নেই, কেনভাস নেই, এমন কি ইশারা-ইঙ্গিতেও কারো পক্ষে বা বিপক্ষে ক্যানভাস করতে পারবে না। খলীফার পদচ্যুতি নেই। ইসলামে বিরোধী কোন দল নেই। যারা বিরোধিতা করবে তাদেরকে বলা হয় মুনাফিক। পৃথিবীতে খলীফা আল্লাহ্‌তাআলার প্রতিনিধি। খলীফা কখনও স্বেচ্ছাচারী হন না। জনগণ স্বেচ্ছাচারী হলেই স্বেচ্ছাচারিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তজ্জন্য খলীফা দায়ী নন।

নবুওয়ত কোন রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার বিষয়-বস্তু নয়। নবুওয়ত সাধারণ মানুষের কল্পনা ও ধারণার বর্হিভূত বিষয়। একমাত্র আল্লাহ্ প্রেরিত নবী ব্যতীত অন্য কারও পক্ষে

জানা ও বুঝার সাধ্য নেই। এ কারণেই দেখা যায় যে, যখনই কোন নবীর আগমন হয়েছে তার সূক্ষ্ম কথা বুঝতে না পেরে সমসাময়িক আলেম-উলাম ও ধর্ম যাজকগণ সেই নবীর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে কোমর বেঁধে লেগেছে। এমন কি প্রাণ নাশের চেষ্টা পর্যন্ত করেছে।

অত্র প্রবন্ধের একস্থানে লেখক বলেছেন, "খলীফাদের আগমন শেষ হবে না। কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। ইমাম মাহ্দী এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর পুনরায় আগমন দ্বারা খলীফাদের আগমনের পরমপরা শেষ হবে"। খ্রীষ্টানদের নবী হযরত ঈসা (আঃ) জীবিত শরীরে আসমানে অবস্থান করেছেন। এবং পুনরায় তিনি পৃথিবীতে আগমন করতঃ মুসলমান জাতিকে উদ্ধার করবেন। এই বিশ্বাস ত্রিত্ববাদী দজ্জালের;এ বিশ্বাস মুসলমানের মন- মস্তিষ্কে মজ্জাগত হয়ে গেছে। এ বিশ্বাস ইসলামের নয়। পবিত্র কুরআন করীমে ত্রিশ খানা আয়াত দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু সাব্যস্ত।

ইসলাম আল্লাহ্তাআলার মনোনীত ধর্ম। ইসলামের রক্ষা-কর্তা স্বয়ং আল্লাহ্তাআলা। কোন আলেম-উলামা মুফ্তী মাওলানা নায়েবে রসূলের দাবীদারগণের উপর আল্লাহ্তাআলা ইসলামকে ছেড়ে দেন নি। ইসলাম প্রবর্তক হযরত নবী করীম (সঃ) বলেছেন,

"তোমাদের মধ্যে নবুওয়ত ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্তাআলা চাহিবেন অতঃপর আল্লাহ্তাআলা উহা উঠাইয়া লইবেন। ইহার পর নুবওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং উহা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাহিবেন, অতঃপর আল্লাহ্তাআলা উহা উঠাইয়া লইবেন। তখন যুলুম, অত্যাচার, ও উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হইবে। উহা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাহিবেন, অতঃপর আল্লাহ্তাআলা উহা উঠাইয়া লইবেন। তখন উহা অহংকার ও জবরদস্তিমূলক সাম্রাজে পরিণত হইবে, এবং উহা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাহিবেন, অতঃপর আল্লাহ্তাআলা উহা উঠাইয়া লইবেন। তখন নবুওয়তের পদ্ধতিতে অর্থাৎ হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) -এর আগমনের পর পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হইবে। অতঃপর হযরত নবী করীম (সঃ) নীরব হইয়া গেলেন"· (আহমদ বায়হাকী)। আল্লাহ্তাআলার প্রতিশ্রুতি এবং রসূল করীম (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-কে আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) রূপে কাদিয়ানে আবির্ভূত করলেন। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্তাআলা পুনরায় পৃথিবীতে নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

অতএব আসুন, ত্রিত্ববাদী দজ্জালের শেখানো কর্মকান্ড, মন-মস্তিষ্ক থেকে ধুয়ে মুছে দূরে নিক্ষেপ করতঃ নির্মল পবিত্র ও নিষ্কলুষ অন্তঃকরণে আল্লাহ্ ও নবী করীম (সঃ)-এর দেখানো ও শেখানো পথে যুগ-খলীফার পবিত্র হস্তে বয়াত গ্রহণ করতঃ ইসলাম-পূর্ব জাহিলি যুগের মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচুন এবং চলুন, আল্লাহ্র খলীফার আনুগত্যে একতাবদ্ধ হয়ে বিশ্বের ঘরে ঘরে ইসলামের মহান বাণী পৌছে দিয়ে শরীয়তের নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন করতঃ জগতে মানবকুল শ্রেষ্ঠ রহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-কে বিশ্ব নবীরূপে প্রতিষ্ঠা করি।

- সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

জামায়াত নেতাদের আদর্শ

"গত বুধবার (১৯.৬.০২) ইসলামী ছাত্র-শিবিরের উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত 'সিরাতুন্নবী জাতীয় সেমিনার' শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় জামায়াতে ইসলামীর আমির ও কৃষিমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, জিহাদ মানে সশস্ত্র সংগ্রাম নয়। কিন্তু কোন কোন মহল আজকাল জিহাদের অপব্যাখ্যা করে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ইসলাম কায়েম করার কথা বলছে। এসব মহলের প্ররোচনা থেকে সাবধানতা অবলম্বনের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, জিহাদের নামে সশস্ত্র সংগ্রাম প্রকৃতপক্ষে ইসলামের জন্য আত্মঘাতী তৎপরতা। মতিউর রহমান নিজামী আরও বলেন, জোরপূর্বক কাউকে মুসলমান বানানোর বিধান ইসলামে নেই। তাই ইসলামবহির্ভূত ধর্মগুলোকে হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত মনে করা ঠিক হবে না। আক্রান্ত হলে নিজেকে রক্ষা ছাড়া অন্যের উপর আক্রমণের বিধান ইসলামে নেই বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, কৌশলে ইসলামী আন্দোলনের ভিতরে ঢুকে পড়ে পশ্চিমা ইহুদী চক্র ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সমগ্র বিশ্বে একক ইসলামী আন্দোলন সম্ভব নয়। তাই দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পরই বিশ্বব্যাপী এই ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। জামায়াত নেতা কামরুজ্জামান বলেন, সশস্ত্র সংগ্রামের দিন শেষ হয়ে গেছে, এখন গণতন্ত্রের সময়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন উপায়ে বিজয় অর্জন সম্ভব নয় (জনকণ্ঠ ঃ ২০-৬-০২)।

জিহাদ সম্বন্ধে নিজামী সাহেবের বর্তমান প্রদত্ত ব্যাখ্যার সঙ্গে কারোর দ্বিমত হওয়ার কথা নয় এবং এই কথা আমরা বার বার ভাঙ্গা রেকর্ডের মতো বলে এসেছি যে, 'জিহাদ' শব্দের অপব্যাখ্যা করে কোন কোন বিশিষ্ট মহল অস্ত্রের কথা বলেছেন - 'ল্যাঙ্গুয়েজ অব ওয়েপান'কে প্রাধান্য দিয়েছে; এবং এটা যে ইসলামের জন্য 'আত্মঘাতী তৎপরতা' তাও এক কথা। জোর করে কাউকে মুসলমান বানানো বা আক্রমণের কথা ইসলামে নেই। তবে ইসলামবর্ণিত ধর্মগুলো 'হকের' (সত্যের) ওপর প্রতিষ্ঠিত মনে করা ঠিক হবে না, এ কথা কেমন করে বলি! কারণ কোরানে আল্লাহ্ স্পষ্ট বলতেন, 'তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার।' সুতরাং অন্য ধর্ম (ইসলাম ছাড়া) যে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া এর বিচার করার ভার কি আমাদের আছে! এ ব্যাপারে আবেগপ্রবণ হলে তো চলে না। যুক্তির কথা বলতে হবে; আর আল্লাহ্ কোন ধর্মের একচেটে (মনোপলি) ব্যাপার নয়। অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান মনে করেন যে, ইহুদী আর খ্রীষ্টানরা বিধর্মী (ইনফাইডেল), যেন তাদের ঈশ্বর আমাদের আল্লাহ্ থেকে আলাদা। এ চিন্তাধারায় কিন্তু কোরানে বিধৃত আল্লাহ্র বাণীকে খাটো (Undermine) করা হচ্ছে, কেননা ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা "কিতাবী মানুষ" (আহ্লুল কিতাব)। এ ছাড়া "নিশ্চয় আমরা তাওরাত নাযেল করিয়াছিলাম ... উহাতে তাহাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছিলাম ... এবং আমরা মরিয়মের পুত্র ঈসাকে তাহার পূর্ববর্তী তাওরাতে যাহা ছিল উহার সত্যায়নকারী করিয়া তাহাদের পূর্ববর্তী নবীদের) পদাঙ্ক অনুসরণে প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং তাহাকে ইঞ্জিল প্রদান করিয়াছিলাম ইত্যাদি (৫ঃ৪৪-৪৭)। এ প্রসঙ্গে আশফাক সৈয়দ ও মুহাম্মদ ইউনুস বলছেন ঃ "...the Quran refers to God's sending down of the Torah and the Gospel, containing Guidance and light for the Jews and the Christians; and thus acknowledges them as people of faith. On the plurality of religions, the Quran bears God's ultimate commandment to all mankind." (সূত্রঃ

Terrorism & Islam; Printed in Canada. 1st Edition, November 2001)।

এ প্রসঙ্গে সূরা মায়েদার ৪৮ আয়াতের কিছু অংশ প্রণিধানযোগ্য। বলা হয়েছে, "... আমরা তোমাদের প্রত্যেকের জন্য বিধান, সহজবোধ্য পথ ও পন্থা এবং কার্যপদ্ধতি নির্ধারিত করিয়াছি। যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করিতেন তাহলে তিনি তোমাদের সকলকে এক উম্মত করিতেন, কিন্তু তোমাদের ওপর যাহা নাযেল করিয়াছেন তদ্‌সম্বন্ধে তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতে চাহেন। অতএব, তোমরা সৎকাজে একে অপরের সহিত প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহ্‌র দিকে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন ঘটিবে, তখন তিনি তোমাদিগকে ঐ বিষয়ে অবহিত করিবেন, যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করিয়া আসিতেছিলে।" সুতরাং ইসলামবহির্ভূত ধর্মগুলো সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এ কথা কি করে বলি!

নিজামী সাহেব আরও বলেছেন, কৌশলে ইসলামী আন্দোলনের ভিতরে ঢুকে পড়ে পশ্চিমা ইহুদী চক্র ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। এখানে ইসলামী আন্দোলনের কথা উঠল যখন, তখন ইসলামী বিপ্লবের কথাও উঠতে পারে। এখন কথা হলো, ইসলামী আন্দোলন ও বিপ্লবের জন্য যাঁরা তৎপর তাঁরা 'রোকন নির্বাচন' নিশ্চয়ই ছান-বিন করেই করেন। তাহলে ধরতে হবে, তাঁদের নির্বাচন পদ্ধতিতে 'কিন্তু' আছে, তা না হলে 'কৌশল' করে 'পশ্চিমা ইহুদী চক্র' আন্দোলনে ঢুকে পড়ে কী করে? আর শুধু ইহুদী কেন, খ্রীষ্টান, মোনাফেক, জিন্দিক এরাও ঢুকে পড়তে পারে। তাই ১১-১-০২ তারিখে নিজামী সাহেব রোকন সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে বলেছিলেন, 'অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচনে চারদলীয় ঐক্যজোটের নিরঙ্কুশ বিজয় লাভের পর দেশে ইসলামী বিপ্লবের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, তবে জামায়াত দলে কিছু অসৎ ও অযোগ্য নেতা বর্তমান তাঁদের স্থলে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এই 'বিপ্লব' শব্দকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধ্যাপক গোলাম আযম বলেছিলেন, "সাধারণভাবে বিপ্লব বললে সশস্ত্র বিদ্রোহ, সামরিক অভ্যুত্থান, শক্তিবলে সরকারকে উৎখাত ইত্যাদি বোঝায়... (দ্র. আমার বাংলাদেশ, আধুনিক প্রকাশনী. পৃঃ-১৩২)। গত ৮-২-০২ তারিখে কৃষিমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউশন মিলনায়তনে জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগরী শাখা আয়োজিত ইউনিট সভাপতি সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে বলেছিলেন- "শুধুমাত্র শ্লোগান ও আবেগের রাজনীতি দিয়ে ইসলামী বিপ্লব সম্ভব নয়।" এ কথার অন্তর্নিহিত ভাবের মধ্যে সশস্ত্র বিপ্লবকে ইঙ্গিত করেছিলেন কিনা, আল্লাহ্ মালুম। ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে নিজামী সাহেব ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য অনুষ্ঠিত একটি প্রশিক্ষণ শিবিরে ইসলামী আন্দোলনের সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ে লম্বা বক্তৃতা দেন। আধুনিক প্রকাশনী ঐ বক্তৃতা সঙ্কলন করে একটি পুস্তিকা ১৯৯৬ সালে প্রকাশ করে 'ইসলামী আন্দোলন ঃ সমস্যা ও সমাধান" নামে। উক্ত পুস্তিকায় মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, "আন্দোলন সমস্যা সমাধান কোন দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, মজবুত সংগঠন ও দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী একদল নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনী তৈরী হলে এর ভিতর দিয়েই ইসলামী বিপ্লবের সাফল্যের স্বর্ণোজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে দুনিয়ার ইতিহাসে অসম্ভব আর সম্ভব বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই... বাতিলপন্থীদের তুলনায় অন্তত মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী সংগঠনগুলো তুলনামূলকভাবে বেশি সংগঠিত, সুশৃংখল ও সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করছে (পৃষ্ঠা ২৯ ও ৩২)।

কিন্তু এখন বললেন, "বর্তমান প্রেক্ষাপটে সমগ্র বিশ্বে একক ইসলামী আন্দোলন সম্ভব নয়" অর্থাৎ "মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী সংগঠনগুলো তুলনামুলকভাবে বেশি সংগঠিত, সুশৃংখল ও সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করছে" না; তাই বাংলাদেশে "ইসলাম প্রতিষ্ঠার পরই বিশ্বব্যাপী এই ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে" - অর্থাৎ কিনা, বাংলাদেশে এখন ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়নি, জামায়াতে ইসলাম বাংলাদেশে এককভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার পথই বিশ্বব্যাপী সেই ব্যবস্থা চালু করবে। অন্য অর্থে, হরে- করে মনে করা যেতে পারে যে, মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রেখে ইসলামী আন্দোলনকে কামিয়াবী করা সম্ভব নয়; তাই নিজামী সাহেব প্রথমে নিজের দেশ বাংলাদেশে ইসলামী প্রতিষ্ঠা করবেন, তার পর বিশ্বব্যাপী ব্যবস্থা নিবেন। মাশাল্লাহ্।"

আলোচনায় আমরা ইসলাম প্রতিষ্ঠায় তিনটি বিষয় পাচ্ছি-জিহাদ, বিপ্লব ও আন্দোলন। জিহাদের মাধ্যমে সশস্ত্র সংগ্রাম করে ইসলামী কায়েম করার কথায় নিজামী সাহেব এখন বিশ্বাসী নন। কারণ এটা হবে ইসলামের জন্য আত্মঘাতী তৎপরতা। তবে আন্দোলন ও ইসলামী বিপ্লবে সশস্ত্র সংগ্রামকে তিনি ইসলামের আত্মঘাতী তৎপরতা হবে কিনা তা স্পষ্ট করে বলেননি। কারণ আন্দোলন ও বিপ্লব তো 'গান্ধীজী'র মতো অহিংস নয়, সহিংস যা সাবেক আমির গোলাম আযম আগেই ব্যাখ্যা করেছেন।

জামায়াত নেতা কামরুজ্জামান এই সেমিনারে বলেছেন, 'সশস্ত্র সংগ্রামের দিন শেষ হয়ে গেছে; এখন গণতন্ত্রের সময়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন উপায়ে বিজয় অর্জন সম্ভব নয়।" এ আবার কি কথা! কোন্ গণতন্ত্রের কথা বলেছেন! বর্তমান সাংবিধানিক গণতন্ত্র, না ইসলামী গণতন্ত্র? বর্তমান গণতন্ত্র হলে তো জামায়াতের মূলমন্ত্র "আল্লাহ্‌র আইন ও সৎলোকের শাসন" অর্জন করা কি সম্ভব হবে? এর পূর্বে কিন্তু কামরুজ্জামান "ইসলামী বিপ্লবের শর্ত" সম্বন্ধে বলেছিলেন- সমাজের পরিবর্তনের জন্য বা ইসলামী বিপ্লবের জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে- যে জনপদে বিপ্লব সংঘটিত হবে সেখানকার জনগণের এ জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট জনগণ যদি বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষী না হয় কিংবা এ জন্য নিজেরা তৈরি না হয় বা ভূমিকা পালন না করে তাহলে সেই জনপদে বিপ্লব হওয়া স্বাভাবিক নয়। এমতাবস্থায় ধরে নিতে হবে যে, ইসলামী বিপ্লবের জন্য প্রথম শর্তটি পূরণ হয়নি (সূত্র ঃ আধুনিক যুগে ইসলামী বিপ্লব ঃ পৃঃ ৮৯, আধুনিক প্রকাশনী প্রকাশিত)।

প্রবীণ সাংবাদিক ওয়াহিদুল হক বলেছেন, দুই পদের ঘোর আছে বাংলাদেশে। আদর্শবাদের ঘোর আর মাদক ও ক্ষমতামদমত্ততার অর্থাৎ কুপথে তলিয়ে যাবার ঘোর। আদর্শের ঘোরের সোল এজেন্ট এখন জামায়াত এবং সম্প্রদায়িক দলগুলো ... (ভোকা, ২২-০৬-০২)।

মনে হয় সেই ঘোরেই জামায়াত নেতাদের এসব মনপছন্দ বুলি। বালাই ষাট সেই 'ঘোরী' আদর্শের।

(দৈনিক জনকণ্ঠের ০১/০৭/২০০২ তারিখের সংখ্যার সৌজন্যে)

- সা'দ উল্লাহ্

সীরাতুন্নবী (সঃ) জলসা অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত

গত ১৩-০৭-২০০২ইং আহমদীয়া মুসলিম জামাত তারুয়ায় সীরাতুন্নবী (সঃ) জলসা অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আল্‌হামদুলিল্লাহ্। এতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন জনাব মাহমুদুল হাসান মিনহাজ, প্রফেসর আবু সাহেদ তারপর প্রেসিডেন্ট জনাব জহির আহমদ মিয়াজী সাহেবের ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

- জামাল মিয়াজী, সেক্রেটারী তবলীগ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তারুয়া

লেখার বিষয় নিয়ে ভাবনা

এক্ষণে কি বিষয় নিয়ে লিখবো তার চিন্তায় মনে মনে ভাবছি। লিখার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বিষয় হাতের কাছে না থাকায় বন্ধুমহলে প্রস্তাব রেখে বললাম, আচ্ছা "সততার অপমৃত্যু" সম্পর্কে কিছু লিখলে কেমন হয়? তারা প্রশ্ন করে জানতে চাইলেন ব্যাপারটা কেমন? আমি বললাম- যেমন ধরুন, সততাকে কেউ তেমন ভালবাসে না, গুরুত্ব দেয় না পসন্দও করে না, সততার প্রয়োজন আছে বলেও কেউ মনে করে না, তাকে উপেক্ষা করে চলে। জনতার মঞ্চে, বিদ্যা নিকেতনে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে রাজনৈতিক অঙ্গনে, অর্থ লেনদেনে, বিচার এজলাশে, মাপ-পরিমাপে স্বামী ও স্ত্রীতে সর্বত্র সবৈবভাবেই সততার নিকৃষ্টতম অধঃপতনের কথা, যে যত পটুভাবে মিথ্যা বলতে পারছে অথবা মিথ্যা কথাটিকে যে যত কায়দা করে পরিষ্কার সত্য করে বলতে পারছে, সে নিজেকে তত কামিয়াবী বলে মনে করছে। উপস্থিত বুদ্ধি বলে ঝটপট বানোয়াট কথার দ্বারা জটিল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিতে পারাটাই যেন এখন মহাজ্ঞানের কাজ বলে বিবেচিত হচ্ছে। তাতে আদৌ কেউ কোন কিছু মনে করছে না কিংবা লজ্জা সংকোচও বোধ করছে না। এই মিথ্যাচারের অত্যাচারে মানব সমাজ সাংঘাতিকভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে। মানুষের চরিত্র-চিত্র নিন্দনীয়ভাবে কলংকিত হচ্ছে। ফলেই আজ এহেন জঘন্য কাজ নেই যা মানুষ করছে না। কিন্তু সততা হলো মানব-চরিত্র বৈশিষ্ট্যের একটি মুখ্য উপাদান যার কিঞ্চিত পরিমাণ অভাব হলেও মানুষের পক্ষে তার মৌলিক গুণে গুণান্বিত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং মানুষের এমনিতর মূল্যবান একটি সত্তাকে যেনতেনভাবে ধ্বংস হতে দেয়া যায় না। এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে অবশ্যই তাকে রক্ষা করা প্রয়োজন। তা না হলে মানুষের ক্ষতির কোন সীমা পরিসীমা থাকবে না। তাই সত্য প্রিয়গণের লিখন, ভাষণ ও আচারাচরণ দ্বারা এই সততাহীন সমাজকে জোড়ালোভাবে বুঝানো উচিত যে, এই মিথ্যাই হলো সকল অপকর্মের জননী। বর্ণিত এই জটিল বিষয়টি নিয়েই লিখতে চাচ্ছি, তা আপনারা কেমন মনে করছেন। কারণ এই অপবিত্র অভ্যাসের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসা প্রত্যেকটি মানুষের একান্ত কর্তব্য। আমার এই বক্তব্য শুনে বন্ধুদের কেউই খুব বেশি খুশী হতে পারলেন না। তাই রিরূপ মন্তব্য করে বললেন, "এই প্রচেষ্টায় আপনি মোটেও তেমন লাভবান হতে পারবেন না। বরং কেবলই তিরস্কৃত হবেন। কারণ সততার শক্তি নিয়ে এখন আর কেউ তেমন সুবিধা করতে পারবে না।" এর কারণ সম্পর্কে তারা বললেন, দেশ ও দেশান্তরের সর্বত্রই এখন মিথ্যার অপস্রোত বইছে। মিথ্যাকে আশ্রয় করেই সবাই এখন ঘর করছে, সংসার করছে, মিথ্যাকে পুঁজি করেই ব্যবসায় করছে। কেননা কোনভাবে মিথ্যা বলে না এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া আজ বড়ই ভার। খ্যাত বিখ্যাত যুদ্ধ নায়ক, রাষ্ট্রপ্রধান বক্তা প্রবক্তা বিদ্বান বিদ্যাহীন সকলেই আজ ছলচাতুরী ও মিথ্যা প্রবঞ্চনার দ্বারা প্রভুত্বের প্রভাব খাটাবার ধূর্ত চেষ্টা করছে। মূলতঃ তারা যা বলে তা তারা করে না, আর যা করে তাতে অসাধুতার মোটেই কোন অভাব থাকে না। সুতরাং স্বচ্ছ সততার এখন কারো কাজেই কোন কদর পাওয়া যাবে না। এ নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করলে বরং অধিকতর বিপদে পড়ার সম্ভাবনাই বেশী। তার চেয়ে ভাল এ বিষয়ে বেশি ঘাটাঘাটি না করে চুপ করে বসে থাকা এবং গা ভাসিয়ে চলা, আচ্ছা, যদি তা-ই হয় তবে ঠিক আছে, আপাততঃ না হয় এই বিষয়টি নিয়ে লেখা বন্ধ করে দিলাম।

ফের বন্ধুদেরকে বললাম, আচ্ছা তা হলে "আদর্শ মানবতা" সম্পর্কে কিছু লেখার চেষ্টা করি? তা কেমন বলে মনে করেন? তাতে বন্ধুগণ আরও ক্ষিপ্ত হয়ে তেড়ে উঠলেন এবং বললেন, "যেহেতু আরও পূর্বেই সততার অপমৃত্যু হয়েছে সেহেতু মানবতা নিয়ে লেখার কোন যৌক্তিকতাই নেই। বর্তমানে মানবতার অস্তিত্ব তো নেই বললেই চলে। এর অবস্থাতো আরও নাজুক এবং করুণ। এ বিষয়ে এখন আর কিছু লেখার অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। কেননা গড়ে দৈনিক ১০টা করে খুন, শিশু ধর্ষণ, গুলিতে পিতৃকোলে পুত্রের মৃত্যু, অপহরণ, পরস্ব হরণ, স্বামী কর্তৃক স্ত্রী পুত্র খুন, সহপাঠির দেহকে বিনা অপরাধে ১২ খন্ডে খন্ডিত করণ, কেবল স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির কারণে জলযানের যাত্রীদের পানিতে ডুবিয়ে মারার মর্মান্তিক চিত্র, আণবিক যুদ্ধ, রাজনৈতিক দাঙ্গা, ধর্মীয় মতবাদের কারণে সম্পদ সম্ভ্রম লুট ইত্যাদি ঘটনা শ্রবণে কি মনে হয় এখনও মানবতা তার প্রাণ নিয়ে বেঁচে আছে? নির্ঘাৎ নয়। সাথে ইহাও সত্য যে, সেই মৃত মানবতাকে পুনঃ জীবন দিয়ে বাঁচিয়ে তোলার মত ক্ষমতা পৃথিবীর কারোরই নেই, আপনারও নেই। কাজেই এ বিষয়ে কিছু লেখার চেষ্টা করা আপনার মত খুদে জ্ঞানীর মোটেই উচিত নয়। সম্ভবও নয়।"

তাই বলে তো লেখার চেষ্টা থেকে বিরত থাকা যায় না, কোন একটা বিষয় নিয়ে তো লেখা দরকার, তা নয় কি? নইলে যে আমি পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যাব। "সে না হয় অন্য কোন বিষয় নিয়ে লেখার চেষ্টা করুন, এসব বিষয়ে নয়।"

আচ্ছা তা হলে "ধর্মীয় মূল্যবোধ" বিষয়টি নিয়ে লিখলে কেমন হয়। এ বিষয়টি তো মানব সৃষ্টির জন্য নেহায়েত প্রয়োজন। কি বল্লেন? এই প্রস্তাব শ্রবণ মাত্রই বন্ধুমহল আরও রূঢ় মেজাজে জ্বলে উঠলেন এবং বললেন, আরে ধর্মই যদি মানুষের মাঝে থাকত তবে তো মানবতা আর সততার এমন দশা হতো না। পৃথিবীর কোথাও এবং কারো কাছেই ধর্মের কোন চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই। বরং ধর্মের সাইনবোর্ড লাগিয়ে অধর্ম-কর্ম করছে প্রতি দেশের প্রায় প্রতি জনেই। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর জীবন সংহার। মসজিদ মন্দিরে বোমার হামলা, একে অপরকে মুরতাদ বলে কাফের ফাছেক ফতওয়া দেয়া, যুদ্ধানলে নারী-শিশুসহ গৃহে সামগ্রী ছারখার করে দেয়া, স্বহস্তে নির্মিত প্রতিমা বানিয়ে নিরাকার খোদার পূজা করা, রাস্তায় কুরআন পাঠ করে ভিক্ষা করা, জলবৎ মদ্য পান করা, নেশা পণ্যের ব্যবসার দ্বারা দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিনাশ করে দেয়া, অনবরত জারয শিশু জন্ম দেয়া ইত্যাদি কি কোন পুণ্য বুদ্ধির কাজ। না কোন ধর্ম ভীরুর কাজ? মূলতঃ যারা খোদার অস্তিত্বে সম্পূর্ণভাবে অবিশ্বাসী, যাদের অন্তর মৃত্যুভয়ে বিন্দুবৎ ভীত নয়, যারা ধর্মবুকে পা রেখে চলার সাহস পোষণ করে কেবল তাদের মত পাষন্ডরাই এমনিতর হীন কর্ম সাধন করতে পারে। কোন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির পক্ষে তা আদৌ সম্ভব নয়। আর এসব কেবল আমাদের দেশেই নয় বরং পৃথিবীর সবদেশে সমহারে বেদম গতিতে চলছে। এই গতিকে বাধা দেয়ার মত শক্তি ও সাহস আজ আর কারোরই নেই। সুতরাং বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় মূল্যবোধের যে অবক্ষয় হয়েছে তা থেকে তাকে উদ্ধার করার মত শক্তি অন্ততঃ আপনার কলমের নেই। তাই, এ চেষ্টা থেকেও আপনাকে বিরত থাকা উচিত।

ঠিক আছে, তা হলে এসব বাদ দিয়ে না হয় "স্রষ্টার প্রতি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের দায়িত্ব এবং তা যথাযথ পালন করা হচ্ছে কিনা" সেই নিরীখে কিছু একটা লিখা যায়। তা কেমন মনে করেন? বন্ধুদের দৃষ্টিতে আমার লেখার অমূলক বিষয় নির্বাচন ও তা নিয়ে পিড়াপীড়িতে তাদের সবাই বিরক্ত হয়ে শেষটায় বললেন, "এর প্রত্যেকটাই আপনার অবাস্তবমুখী চিন্তা-চেতনা করান মানুষ যে আজ খোদাকে ভয় পায় বা তাঁর অস্তিত্বকে স্বীকার করে ও তাঁর আশীষের আশায় কেউ দরদ ভরা দিলে ক্রন্দন করে এমন ধারণা আপনার কীভাবে হলো, এমন কোন ভাবনা তো আজ কোন পাগলেও ভাবে না। কারণ খোদার সাথে মানুষের তো এখন কোন সম্পর্কই নেই। তা কেবল মানুষেরই নয় বরং আজকের এই পৃথিবীরই কোন সম্পর্ক নেই। যদি তা-ই না হতো তবে কেন মানুষের ওপর অজস্র ধারায় এতসব আযাব-গযব? এতসব দুঃখ-বেদনা? না পাওয়ার হতাশা আর হারানোর বুক ফাটা ক্রন্দন? এসবের কিছু সৃষ্টি মানুষের দ্বারা আর কিছু হচ্ছে আকাশের ইশারায়। মূলতঃ যখনই মনিব চাকরের সম্পর্কের মাঝে কোন চির ধরে তথা তিক্ততার সৃষ্টি হয় তখনই শুরু হয় চাকরের ওপর মনিবের খড়গ শাসন অর্থাৎ চাবুকের আঘাত। আর বর্তমানে তা-ই হচ্ছে। স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির পুণ্য বন্ধনে ঘূণ ধরেছে, এর অর্থ হচ্ছে- মানুষের কেউ-ই আজ খোদাকে তাঁর অসীম মর্যাদায় সম্মান করে না এবং সাথে কেউ কেউ আবার তাঁর অস্তিত্বকেও অস্বীকার করে। পীর পূজা ও কবর পূজাকে অধিক সম্মানের বলে মনে করে। ইহা আমাদের জন্য এক ভয়ঙ্কর পরিণতি যার পরিণাম

ফল কখনও শুভ হবার নয়। বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে সৃষ্ট নজীর বিহীন ঘটনা ও দুর্ঘটনা ঘটার মূল কারণ একমাত্র ইহাই। বলতে কি, এসব আযাব-গযব-গুলিকে বিশ্লেষণ করলে মনে হয় এটাই হচ্ছে আখেরি জামানা, আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ ঠিক এমনি ধরনের এক জামানার কথা বলে গিয়েছেন, যে জামানায় ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আগমন করার কথা। মানুষের চালচলন, আচারাচরণ হালহকিকত দেখলে মনে হয় ইহাই সেই আখেরি জামানা যে জামানায় ইমাম মাহ্দী (আঃ) আগমন করবেন। ইহাই সে জামানা, যে জামানার মানুষের কোন নীতিবোধ থাকবে না। কোন আদর্শ-বৈশিষ্ট্য থাকবে না, কথা ও কাজে কোন মিল থাকবে না। বর্তমানে সেই জামানাই চলছে, সুতরাং এ জামানার মানুষের দোষ-ত্রুটি চিহ্নিত করে সে সম্পর্কে কিছু লিখে তাদেরকে আদর্শ মানবতায় আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। কারণ ইহা স্বয়ং যুগ-ইমামের কাজ। আপনার মত নগণ্যের কলম দ্বারা এ কাজ সমাধান করা মোটেই সম্ভব নয়। বরং চলুন এর সবকিছু বাদ দিয়ে সবে মিলে সেই নির্ধারিত পুণ্য-পুরুষকে আমাদের মাঝে পাওয়ার আশায় খোদার দরবারে কাতরস্বরে ক্রন্দন করি।

হঠাৎ করে বন্ধুদের চিত্তে এমনি ধরনের এক পবিত্র চিন্তা-চেতনা উদয় হওয়ার কারণে আমি আমার হৃদয়ের গভীরতা থেকে তাদের সকলকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানিয়ে বললাম, এতক্ষণে আপনারা যথোপযুক্ত কথা বলেছেন, মনের অজান্তে হলেও চরম সত্যকে অবলীলায় স্বীকার করে নিয়েছেন। আকাশের পবিত্র সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছেন। সুতরাং মহান আল্লাহ্ আপনাদের এই নেক চিন্তার জন্য যাজা-এ-খায়ের দান করুন। আমার হৃদয়ের আকুতিও ইহাই ছিল যে, আপনারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই সত্যটিকে স্বীকার করে নিন। কেননা, সকল মানুষের জন্য সর্ব প্রকারের কল্যাণ আজ এই সত্য স্বীকারের মধ্যেই নিহিত। এতদ্ব্যতীত কোন চেষ্টা-প্রচেষ্টাই মানুষের মাঝে বিরাজমান এতসব ভয়ঙ্কর অশান্তিকে দূর করতে কেউ সক্ষম হবে না। বরং কালক্রমে এসবের ভয়াল প্রভাব মানব জীবনকে কেবলই ক্ষতিগ্রস্থ ও বিপদসঙ্কুলই করবে। তাই বলছি, হে আমার প্রিয় বন্ধুগণ! ইহা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, এই যুগই হলো সেই আখেরি জামানা অর্থাৎ ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আগমনের যুগ। কালের লক্ষণ, নজিরবিহীন আযাব গযব, মানুষের পরস্পরের বৈরী কার্যকলাপ, পৃথিবীর সাথে আকাশের হৃদ্যতাহীন ব্যবহার এর সব কিছুই এ যুগের চিহ্ন বহন করছে। জগদ্গুরুর শ্রেষ্ঠ রসূল, ধর্ম জগতের প্রদীপ্তসূর্য পয়গম্বরে আকবর হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) ও জগদ্বাসীর উদ্দেশ্যে এই পয়গামই রেখে গিয়েছেন, "যখনই তোমরা এই মর্ত্যবুকে উল্লেখিত সব কলংকিত কর্মাদি সাধন হতে দেখবে এবং উপর্যোপরি আযাব-গযব সংগঠিত হতে দেখবে তখনই মনে করবে তা আখেরি জামানার লক্ষণ, আর তখনই তোমরা তোমাদের হৃদয়ের ব্যাকুলতায় আমার আধ্যাত্মিক সন্তান যুগের পবিত্র প্রতিনিধি ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর সন্ধান করবে এবং তার হাতে বয়াত নিবে ও তার কাছে আমার সালাম পৌছে দিবে। যদিও তোমাদেরকে বরফের পাহাড় ডিঙ্গিয়ে যেতে হয় তথাপি তোমরা যাবে।

সুতরাং, হে জগদ্বাসী! আর উপেক্ষা করার অবকাশ নেই। এমনিতেই বহু বিলম্ব হয়ে গেছে, যার ফলে এ মরধরায় বহু অন্যায়-অত্যাচার সাধিত হয়েছে, ঈমান ও আমলের বহু ক্ষতি সাধন হয়েছে। যার জবাবদিহিতা করা আজ কারো পক্ষে কোন ভাবেই সম্ভব নয়। তাই বলছি, আমরা বর্তমানে হাদীস, কুরআন ও বুযূর্গানেদীনের পেশকৃত লক্ষণাদির বর্ণনায় সেই যুগেই আছি, যে যুগে কিনা প্রতিশ্রুত মাহ্দী (আঃ) আসার কথা। তিনি এসেছেনও বটে। আমি তাঁর সন্ধান পেয়েছি, তাঁকে যাচাই করেছি, তাঁর দাবীকে কুরআন হাদীসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শর্তাবলীর আলোকে পরখ করেছি, স্বীয় বুদ্ধিমত্তার শক্তিতে তাঁকে নিরীক্ষণ করেছি, খোদার কসম যে, আমি আমার ধর্মে সংরক্ষিত মাপকাঠিতে তাঁকে একালের সবশ্রেষ্ঠ ধর্ম সাধক হিসাবে দেখতে পেয়েছি। হৃদয়ের উচ্ছ্বাসভরা প্রার্থনা দ্বারা খোদার তরফ থেকে আমি তাঁকে ইসলাম ধর্মের পবিত্র সংস্কারক হিসাবে জেনেছি এবং তাঁকে গ্রহণ করেছি। যদি আপনিও এই যুগকে আখেরি যুগ হিসাবে উপলব্ধি করে থাকেন এবং যুগের মাহ্দীর আসার আশায় প্রহর গুণে থাকেন তবে আপনারও একান্ত কাজ হবে ইহাই যে, আপনি তাঁকে গ্রহণ করুন এবং তাঁর সকাশে নবী শ্রেষ্ঠের সালাম পৌছে দিয়ে আপনার উপর অর্পিত দায়িত্ব শেষ করুন। নতুবা এ জগৎ আরও কঠিন। বিপদের সম্মুখীন হবে। এ ব্যাপারে আর ভাবনা-চিন্তার অবকাশ নেই। কারণ খোদা তাঁর পরিকল্পনার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন ব্যতীত কোনভাবেই ক্ষান্ত হবেন না। প্রয়োজনে তিনি তাঁর মাহ্দীর সফলতার স্বার্থে পৃথিবীর তাবৎ কিছুকে উলট-পালট করে দিবেন, ধ্বংসের লীলাভূমিতে পরিণত করে ছাড়বেন। তিনি কেবল তাকেই রক্ষা করবেন যে তাঁর হয়ে তাঁর মাহ্দীর কিশতির অভিযাত্রী হিসাবে পরিচয় লাভ করবে। অন্যথায় সকলেই "জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবে"। (আল্ হাদীস)। সুতরাং হে বন্ধুগণ! জাগতিক এই ধন-সম্ভার সবই আমাদের আত্মার শত্রু স্বর্গ লাভের কঠিন অন্তরায়। তাই এ পথে ছুটা আর মোটেই উচিত নয়। যেপথ আমাদের আত্মার খাদ্য যোগানে সাহায্য করবে, যেপথ আমাদেরকে স্বর্গের অধিবাসী করবে ও পর জীবনকে শান্তিতে লালন করার দায়িত্ব নিবে সেপথই হবে আমাদের একমাত্র কাম্য। আর এই জামানার সেই একমাত্র পথই হলো খোদা প্রদত্ত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর নির্দেশিত পথ। বিগত শতবর্ষ অবাধ সেই মাহ্দী মসীহ্ এবং তাঁর পুণ্যবান প্রতিনিধিগণ খোদার পক্ষ হয়ে তাঁর জামাতভুক্ত হতে ক্রন্দন চিত্তে আহ্বান করছেন। এই প্রেক্ষিতে তিনি ইহাও বলেছেন যে, "হে আমার অবিশ্বাসী জগদ্বাসীগণ! সাথে একথাও সত্য যে, যদি আমার আসা আরও বিলম্ব হতো তবে পৃথিবীতে এই আযাব-গযব আসাও বিলম্বিত হতো। সুতরাং আমাকে স্বীকৃতি না দেয়া পর্যন্ত পৃথিবীর বেদনাত্মক এসব ঘটনার মোটেই উপশম হবে না এবং তা কখনও পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করবে না। আমাকে চেনা, আমাকে সত্য বলে গ্রহণ করা, আমার দাবীকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌছে দেয়া। আমি খোদার হয়ে খোদারই ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করতে এসেছি এই সত্যকে পৃথিবীর প্রতিটি লোকে মনে - প্রাণে বিশ্বাস না করা পর্যন্ত আকাশ হতে শান্তির দূত আর এই মর্ত্যে অবতরণ করবে না।" এতদপ্রেক্ষিতে পবিত্র কুরআনের এই নির্দেশটি এখানে উপস্থাপন না করলেই নয়, পবিত্র কুরআন বলে, **ইন্নাল্লাহা ইয়া মুরুবিল আদলে ওয়াল এহসানে ওয়া ইতায়ে যিল কুরবা** (সূরাতুন্ নাহলঃ ৯১)। অর্থাৎ আল্লাহ্তাআলা তোমাদের নিকট ইহাই চাহেন যে, তোমরা সমস্ত মানব জাতির প্রতি আদল বা ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার কর, অধিকন্তু তোমরা খোদাতাআলার সৃষ্ট জীবের প্রতি এইরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন কর যেইরূপ সহানুভূতি আপন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় যথা মাতাপিতা নিজ সন্তানের প্রতি করিয়া থাকে।" এখানে এ কথার ইঙ্গিত ইহাও যে, খোদা প্রেরিত প্রতিনিধির প্রতিও অনুরূপ ন্যায়-সঙ্গত ব্যবহার কর। তাঁকে যাচাই করতঃ তাঁর দাবীর সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য খোদার সাহায্য প্রার্থনা কর এবং তাঁর প্রতি তদ্রূপ সহানুভূতিশীল হও, যেরূপ তোমরা আপনা সন্তানের প্রতি হয়ে থাক। যদি এর উল্টোটা হয় তবেই খোদা তাঁর বান্দার প্রতি রূঢ় আচরণ করে থাকেন আর তা যুগে যুগেই হয়ে আসছে যা বর্তমান যুগেও চলছে। সুতরাং হে প্রিয় সাথীগণ! বিভ্রান্তের মত আর এদিক ওদিক ছুটাছুটি নয়। এতক্ষণে আমি আমার বক্তব্যে আপনার সদাত্মার কাংখিত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এরই আগমন ও তাঁর প্রাপ্তির সন্ধান দিলাম। অতএব এবার তাঁকে আপনি গ্রহণ করে তাঁর পুণ্যকর্মে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করুন, শান্তির পথ খুঁজে নিন। খোদার সন্তুষ্টির কারণ হউন, মিথ্যার দুষ্টচক্র থেকে পরিত্রাণ লাভ করে স্বীয় আত্মাকে রক্ষা করুন। ঘরে ঘরে শান্তির প্রদীপ জ্বালার কাজে অগ্রজ ভূমিকা পালন করুন, জীবন প্রাণ ও সন্তান-সন্ততিদেরকে উৎসর্গ করতঃ ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় পাগল প্রায় ছুটে আসুন। সাথে কণ্ঠ ফাঁটা চিৎকারে বলুন, **ইসলামই মানুষের একমাত্র ধর্ম, আর হযরত আবদুল্লাহ্র পুত্র মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-ই হলো রসূলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রসূল**। তবেই আবার এই বেদনাভরা মর্ত্যজগৎ শান্তির রাজ্যে পরিণত হবে। মানুষ মানুষকে আপন করে ভালবাসতে শিখবে, পরকে মেরে নয় বরং পরের জন্য মরে গিয়ে মানুষ নিজেকে ধন্য বলে গণ্য করবে। তখন পরজগতে নয় বরং ইহ জগতেই মানুষ কথিত সেই জান্নাতে থাকা নেয়ামতসমূহের স্বাদ অনুভব করবে।

- মোঃ ফজলে-ই-ইলাহী

ফুলের তোড়া

(গুলদাস্তা)

[১০ থেকে ১৩ বছর বয়সে ওয়াকফে নও শিশুদের পাঠ্য-পুস্তক]

মূল ঃ আমাতুল বারী নাসের ও বুশরা দাউদ

(১৪ম কিস্তি)

মদীনায় ইতোমধ্যে দু'টি বছর কেটে গিয়েছিলো। এমনকি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হলো। এসব দিনে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কন্যা হযরত রুক্কাইয়া (রাঃ), যিনি হযরত উসমান (রাঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হযরত উসমান (রাঃ)-কে অনুমতি দিয়ে দিলেন যেন তিনি হযরত রুক্কাইয়া (রাঃ)-এর দেখা-শুনা করেন। আর আমাদের সাথে যুদ্ধে যাবার দরকার নেই। তখনও আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন নি অথচ হযরত রুক্কাইয়া ইন্তিকাল করেন। হযরত উসমান (রাঃ) দুঃখ ভারাক্রান্ত হলেন। হযরত রুক্কাইয়া খুবই ভাল ছিলেন। ভাল সঙ্গী মারা গেলে দুঃখ তো হয়েই থাকে। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হযরত উসমান (রাঃ)-এর দুঃখ সহ্য করতে পারলেন না। তিনি (সঃ) তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা হযরত উম্মি কুলসুমকে (রাঃ)-কে হযরত উসমান (রাঃ)-এর সাথে বিয়ে দিয়ে দেন। এভাবে তাঁর দুঃখ কমে গিয়ে তিনি আনন্দিত হলেন। কেননা, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দ্বিতীয় কন্যা তাঁর লাভ হলো। আর এটা খুবই সম্মানের ছিলো। হিজরতের ৬ বছর হয়ে গিয়েছিলো। এক রাতে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি মক্কা গেছেন। মক্কার কথা তো সবারই স্মরণে ছিলো। সুতরাং তিনি নিজের সাথে প্রায় এক হাজার সাহাবা (রাঃ)-কে নিয়ে মক্কা গেলেন। কিন্তু কাফিররা তাঁকে (সঃ) মক্কায় প্রবেশ করতে দিলো না। তিনি যুদ্ধ করার জন্যে তো যান নি। মনে করলেন মক্কার লোকদেরকে বলেন যে, আমরা ফিরে যাবার জন্যে আসি নি। কেবল প্রিয় কা'বার তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করে যাবো। তিনি তাঁর কথা মক্কাবাসীদের বলার জন্যে হযরত উমর (রাঃ)-কে মনোনীত করেন। হযরত উমর (রাঃ) বলেন, আপনার আদেশ পালনের জন্যে প্রস্তুত আছি। কিন্তু হযরত উসমান (রাঃ) বেশি ভালভাবে কথা বলতে পারবেন। একে পাঠানো হোক। সুতরাং হযরত উসমান (রাঃ)-কে পাঠানো হলো। মক্কায় হযরত উসমান (রাঃ)-এর অনেক আত্মীয়-স্বজন ছিলো। তাঁকে বলা হলো, যদি তুমি চাও তাহলে তওয়াফ করো। কিন্তু আমরা মুহাম্মদ (সঃ)-কে আসতে দেবো না। তখন হযরত উসমান (রাঃ) জবাব দিলেন, এ হতে পারে না যে, তিনি তাঁর প্রভুকে বাদ দিয়ে তওয়াফ করে নিবেন। মক্কার লোকেরা রাগান্বিত হয়ে তাঁকে আটকে ফেললো। রাত হয়ে গেলো। কিন্তু হযরত উসমান (রাঃ) ফিরে আসছে না তাই চিন্তা করতে হলো। কেউ প্রচার করে দিলো যে, তাঁকে মেরে ফেলা হয়েছে। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ কথা শুনে খুবই দুঃখিত হলেন। আর একটি গাছের নীচে বসে সাহাবাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, আমরা অবশ্যই উসমান (রাঃ)-এর হত্যার বদলা নেবো। ঐ সময়ই আল্লাহ্তাআলা তাঁর ফিরিশ্তা পাঠালেন, যিনি এসে আল্লাহ্তাআলার এ বাণী দিলেন যে, আল্লাহ্ এসব অঙ্গীকারকারীদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। কাফিররা জানতে পারলো যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম অবশ্যই এর বদলা নিবেন। তাই তারা ভয় পেয়ে হযরত উসমান (রাঃ)-কে ছেড়ে দিলেন। আর আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাথে সন্ধি করলেন।

হযরত উসমান (রাঃ) যখন খোদাতাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে খরচ করতেন তখন অনেক খরচ করতেন। একটি যুদ্ধ হয়েছিলো। একে তাবূকের যুদ্ধ বলা হয়। এ সময়ে মুসলমানদের নিকট যুদ্ধের সরঞ্জাম খুব কম ছিলো। হযরত উসমান (রাঃ) আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নিকট গেলেন আর তের হাজারের অধিক সৈন্যের পুরো খরচ পেশ করলেন। আবার মনে করলেন কম তো হয় নি! তাই এক হাজার উট ও ৭০টি ঘোড়া পেশ করলেন এবং এক হাজার দিনারও দিলেন। ঐ এলাকার টাকাকে 'দিনার' বলে। হুযূর (সঃ) এতে খুবই খুশী হলেন। তিনি সারাটা জীবন হযরত উসমানের প্রতি খুশী ছিলেন। যখন হযরত উসমান (রাঃ)-এর দ্বিতীয় স্ত্রী হযরত উম্মী কুলসুমও মারা গেলেন তখন আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বল্লেন, যদি আমার চল্লিশটি কন্যা থাকতো তাহলে আমি একটি একটি করে হযরত উসমান (রাঃ)-এর নিকট বিয়ে দিতাম।

ঐ যুগটা ছিলো বড়ই প্রেম-প্রীতির। যখন আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম জীবিত ছিলেন সব মুসলমান তাঁকে যারপরনাই ভালবাসতেন। কিন্তু মানুষকে একদিন না একদিন খোদার কাছে তো যেতেই হয়। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামও ইন্তিকাল করলেন। পরে হযরত আবূ বকর (রাঃ) খলীফা হলেন। তিনিও মারা গেলেন। হযরত উমর ফারুক (রাঃ) খলীফা হলেন। আর হযরত উমর (রাঃ)-কে এক যালেম যখন আঘাত করলো তখন তিনি (রাঃ) ৬ জন সাহাবা (রাঃ)-এর নাম নিলেন যে, তাঁদের মধ্য থেকে কাউকে খলীফা বাছাই করা হোক। এ ছয় নামের মধ্যেই একজন ছিলেন হযরত উসমান গনী (রাঃ)। আর তাঁকেই সকলে খলীফা নির্বাচিত করলেন।

এ সময়ে হিজরতের ২৪ বছর হয়েছিলো। হযরত উসমান (রাঃ) খলীফা হলেন। তখন অনেক দূর দূর দেশের লোক মুসলমান হয়েছিলেন। হযরত উসমান (রাঃ)-এর যুগে আরও কয়েকটি দেশের সাথে যুদ্ধ হয়। বহুদেশ বিজিত হয়। প্রথমবার মুসলমানরা সমুদ্রের পথে ভ্রমণ করে দেশ জয় করেন। হযরত উসমান (রাঃ) মসজিদে নবুবীকে অনেক প্রশস্ত করলেন। দূর দূর দেশের লোককে কুরআন শিখবার ব্যবস্থা করলেন। লোকেরা নিজ নিজ পদ্ধতিতে কুরআন শরীফ পড়তেন। হযরত উসমান (রাঃ) মনে করলেন, এভাবে প্রত্যেক দেশের জন্যে তো আলাদা কুরআন তৈরী হবে! তিনি ঘোষণা করে দিলেন, যার কাছেই আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সময়ের লিখিত কুরআনের যে অংশ আছে তা যেন জমা দিয়ে দেয়া হয়। সুতরাং সবাই তা দিয়ে দিলেন। পরে তিনি গোটা কুরআন একইভাবে লিখালেন। এর ওপরে যের ও যবর প্রভৃতি লাগালেন আর আজ পর্যন্ত সেভাবেই কুরআন মজীদ পাঠ করা হয়ে থাকে। হযরত উসমান (রাঃ) ছয় বছর পর্যন্ত নিরাপদে খেলাফত পরিচালনা করেন। কিন্তু শত্রুরা সব সময় নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার জন্যে পন্থা অন্বেষণ করতে থাকে। আব্দুল্লাহ্ বিন সাবাহ্ নামে এক ইহুদী ছিলো। সে ছিল খুবই ধূর্ত। লোকদের কাছে সে মুসলমান বলে ঘোষণা দিলো। কিন্তু মনে প্রাণে শত্রুই ছিলো। সে সময় সময় মুসলমানদের মধ্যে খারাপ কথা ছড়াতে থাকলো। সে লোকদের সাথে এমনভাবে কথা বলতো যে, কিছু লোক তা সঠিক বলে মনে করতো। এসব লোক তার তৈরী পদ্ধতিতে কাজ করতে থাকলো। মদীনার স্থানে স্থানে সভা করতো এবং হযরত উসমান (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলতে থাকতো। নামাযের সময়ে মসজিদে নবুবীতে একত্র হতো আর সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতো যে, লোকেরা খলীফাকে কী বলে। হযরত উসমান (রাঃ)-এর নিকট এসব কথা পৌছতে থাকতো। কিন্তু এতই সাহস ছিলেন যে, নামাযের জন্যে মসজিদে আসতেন। পরে তাঁর সাথীরা তাঁকে মসজিদে আসতে বারণ করলেন। কতক সাহসী লোক তাঁর হেফাযতের জন্যে একত্র হন। তখন তিনি বল্লেন, তোমরা নিজে নিজের হেফাযত করো। আর তিনি (রাঃ) নিজে কুরআন পড়তে থাকলেন। এসব শত্রু হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর পুত্র মুহাম্মদ বিন আবূ বকরকেও তাদের দলভুক্ত করে নিলো। সে মসজিদে ঢুকে হযরত উসমান (রাঃ)-এর দাড়ি ধরে জোরে টান দিলো। হযরত উসমান (রাঃ) চোখ তুলে তার দিকে তাকালেন আর বলেন, হে আমার ভাইয়ের ছেলে! যদি আজ তোমার বাবা জীবিত থাকতেন তাহলে তোমাকে এটা করতে দিতেন না। সে লজ্জা পেয়ে চলে গেল। এরপর আর এক ব্যক্তি সামনে আসলো এবং লোহার একটি বড় রড দিয়ে জোরে মাথায় আঘাত করলো। যে কুরআন তিনি (রাঃ) পড়ছিলেন তা লাথি দিয়ে সরিয়ে ফেলে। আর এক শত্রু তরবারী দ্বারা আক্রমণ করে। তার হাত কেটে যায়। তাঁর স্ত্রী রক্ষা করতে আসেন। তাঁর আঙ্গুলও কেটে যায়। পরে আর এক শত্রু তাঁর (রাঃ) গলা চেপে তাঁর মত সাহসী পুণ্যবান গনীকে হত্যা করে। তিনি ৮২ বছর বয়সে শহীদ হয়ে যান। (চলবে)

অনুবাদ- মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

JALSA SALANA

Salam, Salam, Salam to the guests
Salam, to the people of the east and the west

For they're the seekers of truth's ray
who're all gathered from places far away

In search of the beloved Messiah's light
To take them to the path that is bright

For in the Jalsa the greatest treasure
Is the feelings of brotherhood is pleasure

That prevails everywhere and for everyone
Who has come to the Almighty's kingdom

And they have all come here together
For peace, for mercy and move together

The guidance from the Khalifa of the God
Who teaches how to get close to the Lord

And sincerely pray with joy is mirth
That may Gods message be spread on the earth

Through Mosih Maud and His friends
By straighten all the paths that're bend

And wishes to see everyone on the right
Path of God that is surly bright

And that's why we must say our salam
To the peace seekers who use prayer's balm

For they're the seek'ers of truth ray
And have come from places far away.

সালাম, সালাম, সালাম সকল মেহমানদের
সালাম সকলকে যারা এসেছেন পূর্ব ও পশ্চিম থেকে

তারাই সত্যের রশ্মির সন্ধানী
যারা দূর দূর থেকে এসে একত্র হয়েছেন

তারা প্রিয় মসীহের আলোর প্রত্যাশী
যা তাদের উজ্জ্বল পথের দিকে নিয়ে যাবে

এখানে আসার এটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া
এতে যে রয়েছে ভাতৃত্ববোধ, অনাবিল আনন্দে ভেসে যাওয়া।

সব খানেই এই সখ্যতা বিরাজমান
যারা এসেছে আল্লাহ্‌র রাজত্বের সুশীতল ছায়ায়

তারা সবাই একত্র হয়েছে এখানে
শান্তি, ঐশী-কৃপা ও আরো অনেক সম্পদ আহরণে

তারা শুনবে খলীফার বাত্‌লানো পথ
যে পথে হওয়া যায় আল্লাহ্‌র সন্নিকট

এখানে সবাই মিলে আনন্দে সুখে দোয়া চাই
আল্লাহ্‌র বাণী যেন সকল বিশ্বে প্রচার করতে পাই

মসীহে মাওউদ ও তাঁর সাহাবীদের সংসর্গে
সকল বক্রতা যেন সোজা হয়ে যায়

সকলে সৎ পথে চলার অঙ্গীকার
আল্লাহ্‌র রাস্তাই আলোকিত সবার

তাই সকলকে জানাই আন্তরিক সালাম
দোয়াই যাদের শান্তি তাদের অমৃত সমান

এ সত্যই সকল আগত মেহমানদের জন্যে
যারা কষ্ট করে এসেছেন দূর দূর থেকে।

English : **Mrs. Ahsan Khan Chowdhury (Seema)**

বাংলা অনুবাদ ঃ **মীর মোবাশ্বের আলী**

আতফাল ও মাতাপিতা দিবস

৩০ ও ৩১ মে' ২০০২ তারিখ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, মীরপুর এর উদ্যোগে আতফাল ও মাতাপিতা দিবস অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্‌। উক্ত দিবসে আতফাল উপস্থিত ছিল মোট ৩০ জন। মাতাপিতা দিবসে মোট অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন ৫ জন, আলহামদুলিল্লাহ্‌। উক্ত দিবসে কুরআন তিলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা, লিখিত পরীক্ষা, কুইজ পয়গামে রেসানী সহ বিভিন্ন খেলাধূলা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

- মীর ওয়াজেদ আলী, চেয়ারম্যান
আতফাল ও মাতাপিতা দিবস পালন কমিটি

তা'লীমুল কুরআন ও নামায শিক্ষা ক্লাস অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌তাআলার মেহেরবানীতে গত ১৫-০৬-২০০২ হতে ২০-০৬-২০০২ পর্যন্ত মোহতরম মাওলানা বশিরুর রহমান সাহেবের নেগরানিতে এবং খাকসার ও মোয়াল্লেম জনাব মনিরুজ্জামান ভূঞার তদারকীতে এবং ডোহাভা জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব হাকিমউদ্দিন শাহ্‌ সাহেবের আর্থিক কুরবানীর মাধ্যমে কুরআন ও নামায শিক্ষা ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় ডোহাভা জামাতে।

- মাহমুদ আহমদ শরীফ
মোয়াল্লেম ওয়াক্‌ফে জাদীদ

সংশোধনী

পাক্ষিক আহমদীর ৩০শে জুন, ২০০২ সংখ্যায় মোহতরম আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেবের 'ইস্রায়েলের রণনীতি' শীর্ষক প্রবন্ধের নাম সূচীতে 'ইসলামের রণনীতি' এবং প্রবন্ধের প্রথম কলামের ৪র্থ লাইনে 'মল্লযুদ্ধ' স্থলে 'মল্লযুক্ত' অনবধানবশতঃ ছাপা হয়েছে, এজন্যে আমরা দুঃখিত।

- নির্বাহী সম্পাদক

আতফাল দিবস উদ্‌যাপিত

♦ ২৭শে মে, ২০০২ রোজ সোমবার অত্যন্ত শান ও শওকতের সাথে আতফাল দিবস উদযাপন করা হয়। এতে ১৬০ জন আতফাল অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা ও পরীক্ষা পরিচালনা করেন আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক, এস, এম আব্দুল হক, মোয়াল্লেম, কামরুল ইসলাম প্রধান, মোয়াল্লেম, ইসরাঈল দেওয়ান, যয়ীম, মজলিসে আনসারুল্লাহ্।

কায়েদ
মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, আহমদনগর

বৃক্ষ রোপণ সপ্তাহ পালন

আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে গত ২২-২৬ জুন, ২০০২ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া গাইবান্ধার উদ্যোগে বৃক্ষ রোপণ সপ্তাহ পালন করা হয়। জনাব এহতেশামুল বশির সাহেবের সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রোগ্রাম পরিচালিত হয়। রোপিত বৃক্ষের সংখ্যা ৫০টি। মসজিদ সংলগ্ন স্থানেও বৃক্ষ রোপণ করা হয়।

কায়েদ
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, গাইবান্ধা

শোক সংবাদ

জনাব সৈয়্যদ সাইদুল হক গত ২৪/০৬/২০০২ইং বেলা ১০-৩০মিঃ সময় টিএন্ডটি কলোনী, ঢাকাতে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে -------- রাজেউন)। তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮৫ বৎসর। তিনি ১৯৯৯ সনে বয়াত করেন। তাঁর রূহের মাগফিরাতের জন্যে সকলের নিকট দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

- মোহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ্
সেক্রেটারী জায়েদাদ

♦ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনার এডিশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ নও মোবাঈন জনাব আলমগীর হোসেন সাহেবের ছোট ভাই জি, এম, জাহাঙ্গীর আলম মিন্টু (২৮) গত ২৭-০৬-০২ রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ৭.১৫ মিনিটে কলকাতার পার্ক ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। (ইন্নালিল্লাহে -- রাজেউন)। উল্লেখ্য, মরহুম মটর সাইকেলে দুর্ঘটনায় মাথায় গুরুতর আঘাত পান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাহেরপুর (ভেটখালী) মজলিসের নাযেম মালের দায়িত্বে ছিলেন। তার রূহের মাগফেরাতের জন্য জামাতে সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

- জেনারেল সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনা

কৃতী ছাত্র-ছাত্রী

খাকসারের একমাত্র পুত্র আতাউল মুজীব রাশেদ এ বছর (২০০২ইং)রাজশাহী বোর্ডের অধীনে বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এস.এস.সি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে ৫টি বিষয়ে লেটার মার্কস পেয়ে 'এ' গ্রেডে (৪.৬৩) কৃতিত্বের সাথে পাশ করেছে (আল্‌হামদুলিল্লাহ্)। তার ভবিষৎ জীবন জামাতের খিদমতসহ আরো উজ্জ্বলতর যেন হয় এ জন্য জামাতের সকল-ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট দোয়ার আবেদন রইল।

- অধ্যাপক রাজীব উদ্দীন আহমদ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বগুড়া

আতফাল ও মাতাপিতা দিবস

৩০ ও ৩১ মে' ২০০২ তারিখ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, মীরপুর এর উদ্যোগে আতফাল ও মাতাপিতা দিবস অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবসে আতফাল উপস্থিত ছিল মোট ৩০ জন। মাতাপিতা দিবসে মোট অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন ৫ জন, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবসে কুরআন তিলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা, লিখিত পরীক্ষা, কুইজ পয়গামে রেসানী সহ বিভিন্ন খেলাধূলা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

- মীর ওয়াজেদ আলী
চেয়ারম্যান
আতফাল ও মাতাপিতা দিবস পালন কমিটি

পাক্ষিক আহমদী
The Fortnightly AHMADI
১৯৩৮ সাল হতে প্রকাশিত প্রাচীনতম বাংলা পাক্ষিক আহমদীয়া মুসলিম জা'মাত, বাংলাদেশের মুখপত্র
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211, Bangladesh
Telephone : 7300808 Fax : 880-2-7300925
E-mail : amgb@ bol-online.com

গ্রাহক তথ্যাবলী ঃ

- ❑ আপনি কি **'পাক্ষিক আহমদী'**র পুরাতন গ্রাহক ? হ্যাঁ / না। 'হ্যাঁ' হলে আপনার চাঁদা হাল নাগাদ পরিশোধ কিনা ? না থাকলে সত্বর নিম্ন ঠিকানায় আপনার বকেয়া চাঁদা (বাংলাদেশের জন্য বাৎসরিক টাকা ১৫০/= (একশত পঞ্চাশ), ভারতে টাঃ ২০০/= এবং অন্যান্য দেশের জন্য $ ১০০ মার্কিন ডলার (100 US $) হিসাবে) মনিঅর্ডার যোগে বা ডিডি-র মাধ্যমে পরিশোধ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- ❑ গ্রাহক হতে ইচ্ছুক নির্ভুল ঠিকানা সহ উপরোক্ত হারে গ্রাহক চাঁদা পাঠালে **পাক্ষিক আহমদী** নিয়মিত পাঠানো হবে।
- ❑ কোন গ্রাহক **'পাক্ষিক আহমদী'** নিয়মিত পাচ্ছেন না এমন ক্ষেত্রে চাঁদা পরিশোধের তারিখসহ রশিদ নং এবং অন্য কোন অভিযোগ বা পরামর্শ থাকলে নিম্ন ঠিকানায় জানাতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- ❑ দেশে এবং বিদেশের সম্মানিত পাঠকদের কাছে আমরা পাক্ষিক আহমদীতে ছাপানোযোগ্য লেখা/ছবি/ঐতিহাসিক ছবি ইত্যাদি **'সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী**, ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১, বাংলাদেশ **'Editor, Fortnightly The AHMADI,** 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211, Bangladesh Fax : 880-2-7300925, E-mail : amgb@ bol-online.com এ ঠিকানায় পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।
- ❑ ঠিকানা পরিবর্তন হলে সাথে সাথে জানাতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- ❑ পাক্ষিকের চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

গ্রাহকের পূর্ণ ডাক ঠিকানা ঃ

নাম ঃ .....

গ্রাম ঃ .....

ডাকঘর ঃ ..... (পোষ্ট কোড নং) .....

জেলা ঃ .....

** বহির্দেশের গ্রাহকদের বেলায় ঠিকানা ইংরেজীতে লেখার অনুরোধ করা যাচ্ছে।*

তাওয়াক্কাল এবং তৌহীদ

"তাওয়াক্কাল" অর্থ হলো আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা করা; তৌহীদ অর্থ একত্ববাদ। মানব মনের সর্বোন্নত অবস্থাকে "তাওয়াক্কাল" নামে অভিহিত করা হয়। ঈমানদার, মু'মিন, মুত্তাকীগণের মনবল যে সব উচ্চ অবস্থায় উন্নীত হলে সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য লাভে সমর্থ হয়, সে সব অবস্থার মধ্যে "তাওয়াক্কাল" একটি উচ্চতম অবস্থান। এর ভিত্তি অতি উচ্চে স্থাপিত। তাওয়াক্কালের রাস্তা নিতান্ত সূক্ষ্ম ও দুর্গম। যে কারণে এ রাস্তায় চলা বা কাজ করা নিতান্ত দুষ্কর ও কঠিন। এ কাঠিন্য এমনভাবে রাস্তাটিকে পরিবেষ্টন করে আছে যে, একটু নড়াচড়া করলেই ঈমানের সর্বনাশ হয়ে যাবে। তৌহীদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি, মানব কার্যাবলীর মধ্যে আল্লাহ্ ব্যতিরেকে অন্য কোন পদার্থের অধিকার আছে বলে মনে করতে পারে না। যে ব্যক্তি এমনটি মনে করবে সে তৌহীদে বিশ্বাসী বলে দাবীর অধিকার হতে বঞ্চিত। কিন্তু সমস্যা হলো বিশ্বের নিয়ন্তা আল্লাহ্ ও মানবীয় কার্য এ দু'টির মধ্য হতে উপাদান, উপকরণসমূহ বাদ দিলে শরীয়তকে অস্বীকার করা হয়। আবার মানবীয় কার্যাবলীর প্রকাশ্য কারণসমূহের কোন কারণ বাদ দিলে 'বুদ্ধির' অপব্যবহার করা হয়। আবার প্রকাশ্য কারণ-সমূহের মধ্যে কোন কারণকে প্রধান বিবেচনা করে তার প্রতি আকৃষ্ট হলে প্রকৃত তৌহীদ-বিশ্বাসীর উন্নত শ্রেণী হতে ভ্রষ্ট হবার ভয় জন্ম নিতে পারে। অতএব বুদ্ধি শরীয়ত ও তৌহীদ এই তিনটি একত্রে মিলিত হয়েই তাওয়াক্কাল সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ কোন আইন কানুন ও চেষ্টা তদ্বির, বুদ্ধি বিবেচনার আশ্রয় নেওয়াতে কোন দোষ হবে না যদি প্রতিটির মূলে, ভরসার স্থল হন আল্লাহ্‌র রব্বুল আলামীন। তাওয়াক্কাল সম্বন্ধে পবিত্র কুরআন করীমে অসংখ্য আয়াত রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করছি। "তোমরা যদি মু'মিন হও তবে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর" (সূরাতুল মায়েদা ঃ ২৪)।

মহান সৃষ্টিকর্তা সকল ঈমানদারগণকে তাঁর প্রতি ভরসা করার আহ্বান জানিয়েছেন। আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা করতে হলে ঈমান একটি অপরিহার্য জিনিষ। সূরাতু আলে ইমরানের ১৬০ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "অতঃপর যখন তুমি সংকল্প কর তখন আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ নির্ভরশীলগণকে ভালবাসেন।" সূরাতুত্ ত্বালাকের চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "এবং তিনি তাকে (স্বামীকে) এমন দিক হতে রিযিক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না এবং যে আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ্ স্বীয় উদ্দেশ্যকে সুসম্পন্ন করে থাকেন, আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ের পরিমাণ অবশ্যই নির্ধারিত করে রেখেছেন।" সূরাতুয্ যুমারের ৩৭ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ "আল্লাহ্ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়? তথাপি তারা তোমাকে তাঁর পরিবর্তে লোকদের ভয় দেখায়। এবং যাকে আল্লাহ্ বিপথগামী করেন তার জন্য অন্য কেউ পথ-প্রদর্শক নেই।" উক্ত সূরারই ৩৯ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "তুমি বল, আল্লাহ্ আমার জন্য যথেষ্ট, তাঁরই ওপর নির্ভরশীলগণ নির্ভর করে থাকে।"

হযরত রসূলে করীম (সঃ) স্বীয় সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেছেন ঃ "যদি তোমরা প্রকৃত তাওয়াক্কাল অবলম্বন করতে পার, তবে আল্লাহ্‌তাআলা তোমাদিগকে এমন অতর্কিত ও অজানা স্থান হতে উপজীবিকা দিবেন, যেমন তিনি পক্ষীদিগকে দিয়ে থাকেন।" পাখীরা প্রাতে ক্ষুধিত অবস্থায় বাসা ত্যাগ করে এবং সন্ধ্যায় তৃপ্তির সাথে উদর পূর্তি করে স্ব স্ব নীড়ে ফিরে আসে (মুসলিম, তিরমিযী)।

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) তাঁর রচিত সৌভাগ্যের স্পর্শমণি পুস্তকে বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আশ্রয় চায়, আল্লাহ্‌তাআলা তার সমস্ত কার্যের সরবরাহকারী হয়ে যান। আল্লাহ্‌ই তাদের প্রচুর সহায় এবং এমন স্থান হতে তাদের জীবিকা প্রদান করেন, যা পূর্বে তাদের কল্পনাতেও উদয় হয়নি, কিন্তু যে ব্যক্তি পার্থিব কোন পদার্থের আশ্রয় গ্রহণ করে, আল্লাহ্‌তাআলা তাকে সংসারের সঙ্গে পরিত্যাগ করেন।" হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মোখালেফীন যখন তাঁকে হাত পা বেঁধে জ্বলন্ত অগ্নি-কুন্ডে নিক্ষেপ করেছিল তখন তিনি বলেছিলেন ঃ "আল্লাহ্ আমার জন্য যথেষ্ট সহায় এবং তিনিই আমার সর্বাপেক্ষা উত্তম অভিভাবক।" আল্লাহ্‌কে উত্তম অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করার কারণেই আল্লাহ্‌তাআলা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্য প্রজ্জ্বলিত আগুনকে স্বীয় কুদরতে আল্ বারিদ অর্থাৎ ঠান্ডা পানির ন্যায় শীতল করেছিলেন।

হযরত দাউদ (আঃ)-কে যখন তাঁর গোত্রের লোকেরা পরিত্যাগ করেছিল। তখন আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ "হে দাউদ! যে ব্যক্তি সর্বপ্রকার আশ্রয় ত্যাগ করে কেবল আমার আশ্রয়ে মাথা লুকিয়েছে, সমগ্র পৃথিবী এবং আকাশসমূহ তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেও আমি তাঁকে সর্বপ্রকার আপদ-বিপদ হতে উদ্ধার করব।" হযরত যাকারীয়া (আঃ) যখন, হযরত মরিয়মকে তাঁর হেরেম খানায় দেখতে যেতেন, তখন তিনি হযরত মরিয়মের নিকট খাঞ্চা ভর্তি খাদ্য দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করতেন, হে মরিয়ম! তোমার নিকট এ খাদ্য কোথা হতে আসে। হযরত মরিয়ম উত্তর দিতেন; "ইহা আল্লাহ্‌র নিকট হতে আসে, নিশ্চয় আল্লাহ্ যাকে চান বেহিসাব রিযিক প্রদান করেন" (সূরাতু আলে ইমরান ঃ ৩৮)।

তাওয়াক্কালের বুনিয়াদ ঃ মনের উন্নত অবস্থাগুলোর মধ্যে 'তাওয়াক্কাল' একটি প্রধান অবস্থা। ইহাকে ঈমানের ফল বলা হয়। ঈমানের অগণিত শাখা-প্রশাখার দু'টি শাখার উপর তাওয়াক্কাল স্থাপিত। এর প্রথম শাখা হলো তৌহীদ। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তাকে এক - অদ্বিতীয় বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করা। দ্বিতীয় শাখা হলো ঃ মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র অসীম ভালবাসা অর্থাৎ আল্লাহ্ মানুষকে সীমাহীন মহব্বত করেন এবং সদা-সর্বদা তাদের মঙ্গল সাধন করেন একথা বিশ্বাস করা। তৌহীদি জ্ঞান হলো, সর্ব প্রকার জ্ঞানের চরম সীমা, এ বিষয়ে জ্ঞান দান করা বাহ্যিক জ্ঞানসম্পন্ন কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব বিধায়; আধুনিক বিশ্বের তৌহীদ বর্জিত মানব মন্ডলীকে তৌহীদে পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী, তৌহীদ পুজারী, মোজ্জাদ্দেদে আযম, ইমামুল মাহদী ও মসীহ মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর লিখা হতে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করছিঃ "তিনি বলেছেন, "যে সকল মৌলিক ও মহান উদ্দেশ্যে মানবমন্ডলীর সৃষ্টি ও ঐশী গ্রন্থসমূহ নাযিল করা হয়েছিল, তারা তা হারিয়ে ফেলেছে। প্রকৃত তৌহীদ হলো, সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা ও তাঁর একত্ব মেনে নেওয়ার পর সেই পরিপূর্ণ সত্তা ও পরম

দয়াময় স্রষ্টার আজ্ঞানুবর্তিতা ও সন্তুষ্টি অর্জনে নিমগ্ন থাকা এবং তাঁর প্রেমে বিলীন হয়ে যাওয়া। শুধু মুখে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলা এবং অন্তরে সহস্র সহস্র প্রতিমা জমা করবার নাম তৌহীদ নয়। বরং যে ব্যক্তি তার নিজ ফন্দি, ধোঁকাবাজি বা চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে খোদার ন্যায় প্রাধান্য দেয়, কিম্বা অন্য কোন মানুষের ওপর সম্পূর্ণ ভরসা রাখে, যা খোদার উপর রাখা উচিত ছিল, সে খোদার নিকট পৌত্তলিক। প্রতিমা শুধু তা নয় যা স্বর্ণ, রৌপ্য, পিতল বা পাথর দ্বারা নির্মাণ করা হয় এবং যার উপর ভরসা করা হয়। বরং প্রত্যেক জিনিস বা কথা বা কাজ যাকে এরূপ গুরুত্ব দেয়া হয়, যা প্রকৃতই খোদাতাআলার হক্ উহা খোদার দৃষ্টিতে প্রতিমা। কুরআন করীম ব্যতীত অন্য কোন পুস্তকে তৌহীদের এত নিখুঁত আলোচনা নেই। স্মরণ রাখতে হবে, প্রকৃত তৌহীদ যার স্বীকৃতি সৃষ্টিকর্তা আমাদের নিকট চান এবং যে স্বীকৃতির সাথে নাজাতের সম্বন্ধ রয়েছে উহা এই যে, মূর্তি, মানুষ, সূর্য, চন্দ্র, স্বীয় নাফস্, প্রবৃত্তি কিম্বা আপন চেষ্টা-প্রচেষ্টা ফন্দি-ফিকির ইত্যাদি সকল প্রকার বস্তুর অংশীবাদিতা হতে পবিত্র করা। একত্ব ও সম্পূর্ণতাই তাঁর সত্তার বৈশিষ্ট্য। তিনি অনন্য। তাঁর মোকাবেলায় কাউকে শক্তিশালী বিবেচনা না করা। তাঁকে ছাড়া অন্যকে অন্নদাতা স্বীকার না করা। কাউকে সম্মানদাতা ও লাঞ্ছনাকারী বিশ্বাস না করা এবং কাউকে সাহায্যকারী নির্ধারণ না করা। দ্বিতীয় কথা এই যে, স্বীয় প্রেম এক মাত্র তাঁকেই নিবেদন করা, ইবাদতকে শুধু মাত্র তাঁর উপলক্ষ্যে নির্দিষ্ট করা, ভক্তি ভরে একমাত্র তাঁরই নিকটে বিনয়াবনত হওয়া ও সর্বপ্রকার আশা ভরসা একমাত্র তাঁরই উপর স্থাপন করা এবং শুধু মাত্র তাঁকেই ভয় করা। কোন তৌহীদ নিম্নলিখিত তিন প্রকার বৈশিষ্ট্য ব্যতীত কামেল হতে পারে না ঃ

প্রথমতঃ সত্তা হিসাবে তৌহীদ। তাঁর অস্তিত্বের সামনে যা কিছু আছে সবই না থাকার ন্যায় মনে করা এবং সমস্ত নশ্বর ও অসার জ্ঞান করা। দ্বিতীয়তঃ গুণের দিক হতে তৌহীদ অর্থাৎ সৃষ্টি, পালন ও ত্রাণ ইত্যাদি ঐশী গুণ স্রষ্টার সত্তা ছাড়া কারোই আরোপিত না করা এবং বাহ্যিকভাবে যারা কর্মকর্তা ও কল্যাণ সাধনকারী বলে প্রতীয়মান হয় তাদিগকে তাঁরই পরিচালনাধীন বলে দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করা। তৃতীয়তঃ প্রেম, নিষ্ঠা ও নির্মলতার দিক দিয়ে তৌহীদ, অর্থাৎ উপাসনার উপাচার, প্রেমাদিতে অন্যকে খোদার শরীক না করা। এবং তাতেই বিলীন হওয়া" (খ্রীষ্টান সিরাজ উদ্দীনের চারটি প্রশ্নের উত্তর)।

প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে তৌহীদের বিষয়টি অতি নিখুঁতভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। সূরাতুল আনআমের ৮০ আয়াত যা প্রতি ওয়াক্তে প্রত্যেক নামাযের প্রারম্ভে নামাযীকে নামাযের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে অবশ্যই পাঠ করতে হয়। "ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরযা হানীফাঁওওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকীন" "আমি আমার ধ্যান একনিষ্ঠভাবে এক খোদার উদ্দেশ্যে তাঁরই প্রতি নিবদ্ধ করছি, যিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই" এছাড়া ইসলামী প্রার্থনাসমূহের মূল বাক্য হলো, "আল্লাহু আকবর" অর্থাৎ আল্লাহ্ সবার বড়। জগতের সকল শক্তির উর্ধ্বে আল্লাহ্র শক্তি। মোটকথা হলো তৌহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের পরিচয় হলো, ব্যক্তি, সমাজ, মান-সম্মান, ধন-দৌলত ব্যবসায়-বাণিজ্য, চাকুরী-বাকরী, প্রভাব-প্রতিপত্তির উর্ধ্বে খোদাতাআলার শক্তিকে অন্তরের অন্তস্থলে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। এটাই প্রকৃত মুক্তির এক মাত্র উপায়।

- মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম

বিবাহ প্রসঙ্গে

খোদাতাআলা মানুষকে এক জীব কোষ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার সঙ্গিণীকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের দু'জন থেকে বহু নর ও নারীর উদ্ভব ঘটিয়েছেন" (সূরাতুন্ নিসা ঃ ২)

এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মনুষ্য বংশধারা আদিকাল থেকে চলে আসছে এবং বংশ ধারা স্থায়ীকরণের জন্যে এবং বৈধভাবে সন্তান উৎপাদনের জন্যে প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলন করা হয়েছে।

ইসলামী পরিভাষায় বিবাহ হল নর ও নারীর মধ্যে একটা চুক্তি। যার মধ্যে কিছু শর্ত থাকবে। তা হল পাত্র-পাত্রী ও পাত্রীর অভিভাবকের সম্মতি। মোহর নির্ধারণ। একটু খুলে বলা দরকার তা হলো বিবাহ দিতে প্রধানতঃ ৩ জনের সম্মতি প্রয়োজন। যথা- পাত্রী, পাত্রীর পিতা বা অভিভাবক এবং পাত্র।

প্রথম তিন জনের একযোগে সুস্পষ্ট সম্মতির প্রয়োজন। তাদের মধ্যে একজন অসম্মত হলে বিবাহ হবে না। পুত্রের পিতা প্রকাশ্যে নারাজ থাকলেও বিয়ে হয়ে যাবে। কিন্তু ইসলামী বিধান অনুযায়ী পিতা পুত্র বধুকে ধর্মানুমোদিত যথাযথ কারণে তালাক দিতে আদেশ দিলে পুত্র তার স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য। বিবাহ ঘোষণা করা এটাও একটা শর্ত। এছাড়া আরও কয়েকটা জিনিষ দেখা হয়। যেমন- সৌন্দর্য, শিক্ষা, বয়স, সম্পত্তি। সদ্গুণ ও ধর্মপরায়ণতা। হযরত নবী করীম (সঃ) ধর্ম - পরায়ণতাকে প্রাধান্য দিতে বলেছেন (বুখারী)।

পাত্র ও পাত্রীর ধর্মপরায়ণতা ও চরিত্রে সন্তুষ্ট হলে তাকে বিয়ে কর। যদি না কর তা হলে পৃথিবীতে দুর্দশা ও ব্যাপক অশান্তি ঘটবে যেমনভাবে রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন (তিরমিযী)।

বিবাহ ব্যাপারে রসূলে করীম (সঃ) আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলেছেন, সেগুলোও তুলে ধরছি ঃ

তিনি বলেন, 'বিবাহ করার পূর্বে পাত্র পাত্রীকে একবার দেখতে পারে' (আবূ দাউদ)।

আবার বলেন, 'বিধবা স্ত্রীলোকের বিবাহে তার প্রকাশ্যে উচ্চারিত সম্মতির প্রয়োজন এবং কুমারীর ক্ষেত্রে তার নীরবতা সম্মতিজ্ঞাপক বলে ধরে নিতে হবে (মুসলিম)।

তিনি বলেন, 'ওলী ছাড়া কোন স্ত্রী লোকের বিবাহ সিদ্ধ নহে' (আবূ দাউদ)। আরও বলেন, 'বিবাহে কোন স্ত্রীলোক অপর কোন স্ত্রী লোকের ওলী হতে পারে না' (ইবনে মাজা)।

পবিত্র কুরআনে খোদাতাআলা বেশ কয়েকস্থানে বিবাহের ব্যাপারে আমাদেরকে সচেতন করেছেন। সেগুলোর কিছু নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

যে স্ত্রীলোকের কোন অভিভাবক নেই তার অভিভাবক কাযী বা জামাতের আমীর। 'মোহার' অর্থ স্ত্রী নিজেকে স্বামীর প্রতি অর্পণ করার পরিবর্তে স্বামী স্ত্রীকে যা দেয় তাই। এতে স্বামীর এই বিবাহের আগ্রহ প্রকাশ পায় এবং স্ত্রীর মর্যাদা বাড়ে "তাহাদিগকে (স্ত্রীদেরকে) তোমরা তোমাদের মাল দ্বারা গ্রহণ করিবে" (সূরাতুন্ নিসা ঃ ২৪)।

আরেক স্থানে বলেন, "নারীদের মোহর দাও খুশির সাথে" (নিসা ঃ ৩)।

মোহরানার পরিমাণ নির্ধারণ সম্বন্ধে শরীয়তে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। তবে আহমদীয়া জামাতের রেওয়াজ অনুযায়ী সর্ব উর্দ্ধ মোহরের পরিমাণ পাত্রের এক বছরের আয়।

মোহর দিতেই হবে। খোদাতাআলা বলছেন "মোহর একটা ঋণ এবং অবশ্য পরিশোধনীয়" (নিসা ঃ ২৫)। তিনি আবার বলেন "কৃতদাসীকে বিয়ে করলেও তাকে দেন মোহর দিতে হয়" (আন্ নিসা ঃ ২৬)। যদি কারও সামর্থ্য থাকে তা হলে বিয়ের সময়ে তা স্ত্রীকে দিতে হয়, নচেৎ পরে যথা সম্ভব শীঘ্র দেয়া বিধেয়। মোহর আদায়ের পূর্বে স্ত্রী মারা গেলে উহা মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হয়ে উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে ফারায়েজ অনুযায়ী বন্টন হবে। স্বামী ও ওয়ারিশ হিসাবে তার নির্ধারিত অংশ পাবে। স্ত্রী খুশী হয়ে স্বেচ্ছায় মোহর ক্ষমা করে দিলে পরিশোধ হয়ে যাবে। কিন্তু জবরদস্তি করে মাপ নিলে চলবে না।

কৃতদাসীর সাথে ব্যভিচার করার অনুমতি ইসলামে দেয়া হয় নি, ইসলামে বলা হয়েছে "কোন কৃতদাসীকে গ্রহণ করতে চাইলে তাকে বিয়ে করে গ্রহণ করতে হবে" (নিসা ঃ ৪)।

বিবাহ বন্ধনের ব্যাপারে খোদাতাআলা কোন কোন বিষয়ে নিষেধ করেছেন। যেমন সূরা মুমতাহানা ২ রুকূতে বলা হয়েছে "একজন মুসলমান মেয়েকে গয়ের মুসলমানের সাথে বিবাহ দেয়া নিষিদ্ধ।"

তারপর আবার বলছেন "মুশরিক নর ও নারীকে বিবাহ করা মুসলমান নর ও নারীর জন্য নিষিদ্ধ" (সূরা বাকারা ঃ ২৭)।

মহান খোদাতাআলার কথা থেকে বুঝা যায় যে, কোন অ-মুসলিম (মুশরিক) ছেলে মেয়েকে, মেয়ে মুসলিম ছেলেকে বিবাহ করা জায়েয নয়। তেমনিভাবে আহমদী ছেলে মেয়েদেরকে অ-আহমদী ছেলে মেয়েদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে নিষেধ করা হয়েছে।

স্ত্রী ও পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে যে জাতি যত তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখবে, দাম্পত্য জীবনে যে জাতি যত সংযত ও দায়িত্বশীল হবে, সেই জাতি তত উন্নতি সাধন করবে এবং তাদের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। পরিপূর্ণ ধর্ম হিসেবে ইসলাম পুরুষ ও স্ত্রীর জীবনের সকল ক্ষেত্রের সম্পর্ক সম্বন্ধে পূর্ণ শিক্ষা দিয়েছে যা পালনে জগৎ স্বর্গে পরিণত হয়।

জামাতে আহমদীয়া ইসলামকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং হযরত নবী করীম (সঃ) এর স্বর্গরাজ্য রচনা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সুতরাং বিবাহের নিয়মাবলী এবং স্ত্রী ও পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রত্যেক আহমদীর মোটামুটি জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। বিবাহ উপলক্ষ্যে অনেকে ব্যয়বাহুল্য করে থাকে। যেমন খাদ্যদ্রব্য বিতরণ, আতশবাজী, নাচ গান এবং ভোজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সকল প্রকার বাজে খরচকে হারাম বলেছেন। আল্লাহ্তাআলা কুরআনে ঘোষণা করছেন "অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই"। অতএব সব ধরনের অপচয় থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "আমাদের কওমের মধ্যে ইহা এক মন্দ প্রথা যে, বিবাহ উপলক্ষ্যে শত শত হাজার হাজার টাকা বাজে খরচ করা হয়। স্মরণ রেখো যে, লোক দেখানোর জন্য বড়াই করে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা, ইহার আদান প্রদান ও খাওয়া উভয়ই শরীয়ত অনুযায়ী হারাম" (ফাতাওয়া মসীহ্ মাওউদ ঃ ১৪৫ পৃঃ)।

পাত্র যখন পাত্রীকে আপন গৃহে নিয়ে আসে তখন তার সাথে রাত্রিবাস করবার পরদিন আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবকে ভোজ দেয়া সুন্নত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "শরীয়তে কেবল আদেশ আছে যে, পাত্র ওলীমা করবে"(ফাতাওয়া মসীহ্ মাওউদ ঃ ১৪৭ পৃঃ)।

ইসলামে বরপণ বলতে কিছু নেই। ইহা সম্পূর্ণ বিদাত। কন্যা পক্ষের নিকট পাত্র পক্ষের কোন দাবী কুরআন ও হাদীস স্বীকার করে না। বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত পিতার উপর কন্যার ভরণ পোষণের দায়িত্ব" (বাকারা ঃ ৩৪)। "বিবাহের সময় থেকে স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর উপর এবং বিবাহের সময়ে কন্যাকে মোহরও যৌতুক দেয়ার দায়িত্বও স্বামীর উপর" (বাকারা ঃ ২২৪)।

সুতরাং পাত্র পক্ষ পাত্রী পক্ষের নিকট টাকা অলঙ্কার ও তৈজস পত্রাদির দাবী করা হারাম। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সকল প্রকার গ্লানি ও ভ্রান্তি এবং মন্দ আচার দূরীভূত করতে এসেছেন। অতএব আমাদের ঐ সমস্ত মন্দ আচার থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকতে হবে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বলেছেন, পাত্রী পক্ষ থেকে যৌতুক দাবী করা বিদাত এবং নিষেধ। (১৯৩০ সালের ১৫ মে, প্রকাশিত আলবুশরা, ১৯৯৫)।

নিম্নে বর্ণিত নারীদের বিবাহ করা জায়েয। যেমন চাচার কন্যা, ফুফুর কন্যা, খালার কন্যা, অপর বিশ্বাসী কন্যা, ধর্মযুদ্ধে বন্দিনী কৃতদাসী এবং আহলে কিতাবের সতী স্বাধ্বী-কন্যা (সূরা মায়েদা ঃ ৬, আহযাব ঃ ৫১)

যেসব নারীদের বিবাহ করা নিষেধ তারা নিম্নরূপ যেমন- মা, কন্যা, আপন ভগ্নী, আপন ফুফু, আপন খালা, আপন ভাইঝি, আপন ভাগ্নী, দুধ-মাতা, দুধ-বোন, আপন বৈমাত্রের ভগ্নী, আপন স্ত্রীর মা, যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয় তার গর্ভজাত অন্য স্বামীর কন্যা। যে তত্ত্বাবধানে আছে কিন্তু ঐ স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে থাকলে তার কন্যার বিবাহ করায় কোন আপত্তি নাই। আপন পুত্রের বধু, স্ত্রী জীবিত ও বিবাহ বন্ধনে থাকলে তার ভগ্নীকে। অন্যের বিবাহিত স্ত্রী। কৃতদাসী ব্যতিরেকে (সূরাতুন নিসা- রূকূ ৪) মা বলতে পিতার সব স্ত্রীকে বুঝাবে (নিসা রূকু ৩) নবীর স্ত্রীও মাতার অন্তর্ভুক্ত (সূরা আহযাব)।

জন্মগত, রক্ত এবং স্তন্যদুগ্ধ এই তিনটি ধারা যে দিকে প্রবাহিত, সেই দিকে বিবাহ নিষিদ্ধ। যেমন জন্মগত ধারা বলতে পিতা-মাতা, মাতা ও পিতার ভগ্নী এবং উর্ধ্ব দিকে পিতামহ, মাতামহ ইত্যাদি। রক্তের ধারা বলতে পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী নিম্নে। দুগ্ধ ধারা বলতে দুধ মা, দুধ-ভাই, দুধ-বোন তাদের পুত্র কন্যা ইত্যাদি এছাড়া জেহাদে যুদ্ধবন্দীণী ব্যতীত অপরের বিবাহিত স্ত্রীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ (সূরা নিসা ঃ ২৫)।

"নবীর স্ত্রীগণ জাতীর মাতৃসদৃশ" (আহযাব ৭) " তাদেরকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ" (আহযাব ৫৪)

উপযুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, কোন মতেই বি-ধর্মীদের বিয়ে করা যাতে না আর আহমদীদের জন্য তো আরও নিষেধ করা হয়েছে তারা যেন অ-আহমদীর সাথেও সম্পর্ক না করে। তাই আমাদের উচিত আমরা যেন কুরআন হাদীস ও আহমদীয়া জামাতের নিয়ম কানুন মেনে বিবাহ শাদীতে যোগ দেই।

আল্লাহ্তাআলা আমাদের সকলকে বিবাহের পূর্ণ নিয়ম কানুন মেনে চলার তৌফীক দান করুন, আমীন।

- মাহমুদ আহমদ সুমন
মোয়াল্লেম

একজন আদর্শ মুবাল্লিগ

'মুবাল্লিগ' শব্দটি আরবী। রচনার প্রারম্ভে এর শাব্দিক বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। বাবে তাফ্ইল এর ওজনে বাল্লাগা ইউবাল্লিগু তাবলীগুন হতে ইসমে ফাইল মুবাল্লিগ শব্দটি এসেছে। বাল্লাগা শব্দের অর্থ সে ভালভাবে পৌছে দিয়েছে। তাই মুবাল্লেগ শব্দের অর্থ দাঁড়ায় যিনি ভালভাবে পৌছে দেয়ার দায়িত্ব পালনকারী। আর অন্য কথায় বললে 'প্রচারক'।

ইসলামী পরিভাষায় যিনি আল্লাহ্‌র বাণী অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত ও সংবাদ মানুষের কাছে পৌছে দেন, প্রচার করেন তিনিই মুবাল্লিগ। আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী-রসূলগণ সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট মুবাল্লিগ ছিলেন। তাঁদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ মুবাল্লিগ ছিলেন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)। তিনিই ছিলেন সকল মুবাল্লিগের আদর্শ। তাঁর (সঃ) আদর্শের পূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণ এবং তাঁর (সঃ) প্রতিচ্ছবি নিজের মাঝে ধারণ ব্যতীত একজন আদর্শ মুবাল্লিগ হওয়া মোটেও সম্ভব নয়। একজন আদর্শ মুবাল্লিগের পূর্ব-শর্তই হলো নিজস্থানে একজন মুহাম্মদ (সঃ) হওয়া।

একজন মুবাল্লিগের দায়িত্ব ঃ

একজন আদর্শ মুবাল্লিগ যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত একজন ব্যক্তি; তাই হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপর আল্লাহ্‌তাআলা যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, সে দায়িত্ব নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে পালন করাই একজন মুবাল্লিগেরও দায়িত্ব। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্‌তাআলা নিজেই পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দিচ্ছেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٦٨﴾

অনুবাদ ঃ হে রসূল! তোমার প্রভুর নিকট হতে তোমার প্রতি যা নাযেল করা হয়েছে তা (লোকদের নিকট) পৌছে দাও। এবং যদি তুমি এরূপ না কর তাহলে তুমি তাঁর পয়গাম আদৌ পৌছালে না (সূরাতুল মায়েদা ঃ ৬৮)।

অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর দায়িত্ব ছিল, আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে যে পয়গাম দিয়ে পাঠিয়েছেন তা মানুষের কাছে পৌছে দেয়া। আর একজন আদর্শ মুবাল্লিগের দায়িত্বও এটিই। কুরআনের শিক্ষাকে ইসলামের সত্যিকার আদর্শকে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রকৃত জীবনাদর্শকে জগতের মানুষের সামনে তুলে ধরা, প্রচার করা।

একজন আদর্শ মুবাল্লিগের বৈশিষ্ট্য ঃ

একজন আদর্শ মুবাল্লিগের কি বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার এ প্রসঙ্গে প্রথম ও সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর যে বৈশিষ্ট্য ছিল তা থাকা দরকার। তারপর একটু বিশদভাবে যদি বলতে হয় তাহলে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর ভাষায় বলবো। তিনি (রাঃ) ১৯৪৪ সালে আফ্রিকার মুবাল্লিগ হযরত মালেক ইহসানুল্লাহ্ সাহেব ও হযরত নজির আহমদ সাহেবকে বিদায়ের প্রাক্কালে এ নসীহতগুলো করেছিলেন-

- আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখবেন
- কাযা ও কদরের অর্থাৎ তকদীরের প্রতি একীন রাখবেন
- দোয়ার উপর জোর দিবেন
- নবীদের প্রতি মহব্বত রাখবেন
- সব সময় মৃত্যুর পরের কথা স্মরণ করবেন
- নামায মনোযোগের সাথে যথারীতি (বাকায়দা) আদায় করবেন
- ধর্মের ব্যাপারে নিজ থেকে বানিয়ে কিছু বলবেন না
- সাদা-সিদে জীবন যাপন করবেন
- খেদমতে খাল্‌ক করবেন
- মানব জাতির মঙ্গল কামনাকে নিজের জীবনের উদ্দেশ্য বানাবেন
- কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ রাখবেন
- সাথীদের সাথে সহযোগিতা করবেন
- জিহ্‌বা ও হাত নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখবেন (তারিখে আহমদীয়ত)

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর উপরোক্ত মহামূল্যবান নসীহতের আলোকে একজন মুবাল্লিগের বৈশিষ্ট্য নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

১। আল্লাহ্‌র উপর ঈমান ঃ

আঁ হযরত (সঃ) প্রথমে নিজে আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস এনেছেন। তারপর জগদ্বাসীর কাছে আল্লাহ্‌র সংবাদ পৌছিয়েছেন এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনার আহ্বান জানিয়েছেন। সুখ, দুঃখ কোন অবস্থায়ই তিনি আল্লাহ্ হতে বিমুখ হন নি। আর এ যুগের আদর্শ মুবাল্লিগ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)ও আজীবন এ আদর্শকে বাস্তবায়ন করে গেছেন। তাই একজন আদর্শ মুবাল্লেগের আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ একীন থাকতে হবে।

২। কাযা ও কদরের প্রতি ঈমান ঃ

তকদীর আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। মানুষ এ তকদীরের অধীনে আছে। সুখ, দুঃখ, ভাল-মন্দ সবই আল্লাহ্‌র তকদীর অনুযায়ী ঘটবে। জগতের মানুষ কোন প্রকার কল্যাণ বা অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না, যদি এতে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা না হয় এ বিশ্বাস রাখতে হবে একজন মুবাল্লিগকে।

৩। দোয়া করার অভ্যাস ঃ

একজন মুবাল্লিগের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কন্টকাকীর্ণ হতে পারে। নানা বিপদাবলী তাকে অক্টোপাসের মত ঘিরে ধরতে পারে। আর এ থেকে তাকে পরিত্রাণ পেতে হবে দোয়া দ্বারা। দোয়াই পারে সব ধরনের বিপদাবলী দূর করতে। এ প্রসঙ্গে হযরত আকদস মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেন-

"দোয়াকে মজবুতীর সাথে আঁকড়িয়ে ধর। আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি ও নিজের অভিজ্ঞতা হতে বলছি যে, ইহা করলে আল্লাহ্‌তাআলা সকল মুশকিল সহজ করে দিবেন" (মলফুযাত, ৭ খন্ড, পৃঃ ১৯৫)।

অন্যত্র তিনি বলেছেন - (আমার নিজের ভাষায়)

"আরবে যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, তা ছিলো আঁ হযরত (সঃ)-এর অন্ধকার রজনীর দোয়ার ফসল"।

দোয়া একদিকে যেমন বিপদ থেকে রক্ষা করে অন্য দিকে তদ্রূপ মানুষের হৃদয়কে জয় করার সর্বোত্তম হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। তাই একজন মুবাল্লেগকে দোয়ার অভ্যাস করা একান্ত প্রয়োজন।

৪। নবীদের প্রতি ভালবাসা ঃ

নবীরা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি। তারা পৃথিবীতে বিভিন্ন যুগে আল্লাহ্‌র বাণীকে প্রচার করে গেছেন। আল্লাহ্‌তাআলা কুরআন মজীদে নবীদের প্রতি বিশ্বাস আনাকে ঈমানের অঙ্গ করে দিয়েছেন (সূরাতুল বাকারা ঃ ২৮৬)।

তাই একজন মুবাল্লিগকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ), হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পাশাপাশি অন্যান্য নবীদের প্রতি ভালবাসা রাখতে হবে।

৫। মৃত্যুর কথা স্মরণ ঃ

মানুষ যদি মৃত্যুর কথা স্মরণ করে, তাহলে সে পাপ কাজে লিপ্ত হতে পারবে না। তার মাঝে একটা ভয় আসবে। সে মৃত্যুর পরের পরিণাম ভেবে পাপ থেকে যেমন বিরত থাকবে তেমনি সে ভাল কাজের দিকেও ঝুঁকবে। মানুষ যে একদিন মরবে, আল্লাহ্‌র কাছে তাকে যেতে হবে, এটা ভুলে যায় বলেই সে পাপ করার দুঃসাহস পায়। মৃত্যুর স্মরণ মানুষকে বিনয়ী বানায়। তাই একজন মুবাল্লিগকে সর্বদা মৃত্যুর কথা স্মরণ করা উচিত। তাহলে সে একদিকে যেমন দায়িত্বের প্রতি মনোযোগী হবে অন্যদিকে তেমনি আল্লাহ্‌র প্রতিও ঝুঁকবে। তাই মু'মিনদেরকে কুরআনে বলা হয়েছে 'মুতূ ক্বাবলা আনতুম মুতূ" অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বেই তোমরা মর।

৬। নামাযে মনোযোগী ঃ

নামায আল্লাহ্‌তাআলার ইবাদতের একটি মাধ্যম। নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্ ও বান্দার সম্পর্ক নিবিড় হয়। আল্লাহ্‌তাআলা দয়া পরবশ হয়ে পবিত্র কুরআনে (আমাদের মঙ্গলের জন্যই) প্রায় ৮২ (বিরাশি) বার নামাযের তাগিদ করেছেন। এ নামায আবার নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করার নির্দেশ পবিত্র কুরআনে দেয়া হয়েছে-

"নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে নামায কায়েম করা মু'মিনদের জন্য ফরয" (সূরা নিসা ঃ ১০৪)।

আবার এ নামায অনেকে মনোযোগের সাথে পড়ে না। পবিত্র কুরআনের সূরা মা'উন এর ৫ ও ৬ নং আয়াতে তাদের অভিসম্পাত করা হয়েছে। হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেছেন "যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিষ্ঠার সাথে পড়ে না সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নয়" (কিশতিয়ে নূহ)।

তাই উপরোক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে একজন মুবাল্লিগকে হযরত মসীহে মাওউদের ভাষায়

"নিজের পাঁচ ওয়াক্তের নামায এরূপ ভীতিসহকারে ও নিবিষ্ট চিত্তে পড় যেন তোমরা খোদাতাআলাকে সাক্ষাৎভাবে দেখছো" (কিশতিয়ে নূহ)- এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে।

৭। নিজে বানিয়ে ধর্মের নামে কথা না বলা ঃ

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামে ফেতনা ও দলাদলির কারণ এটিই যে, যে যেভাবে পারছে ধর্মের নামে বানিয়ে কথা বলছে, ফতোয়া দিচ্ছে, হাদীস তৈরী করছে। একজন আদর্শ মুবাল্লিগকে অবশ্যই ধর্মের নামে নিজ থেকে বানিয়ে বানিয়ে নতুন কথা বলা হতে বিরত থাকতে হবে।

৮। সাদাসিদে জীবন যাপন ঃ

সহজ, সরল ও সাদা-সিদে জীবন আল্লাহ্‌র কাছে পসন্দনীয়। আঁ হযরত (সঃ) সাদা-সিদে জীবন যাপন করতেন। হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) ও সাদা-সিদে জীবন যাপন করতেন। দরবেশী জীবন আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয়। কেননা, এ জীবনে মানুষের পার্থিব চাওয়া পাওয়ার জিনিষ খুবই কম থাকে। সে তার পার্থিব প্রয়োজনকে ত্যাগ করে, আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলে। তাই একজন মুবাল্লিগের এ গুণ থাকা প্রয়োজন।

৯। খেদমতে খাল্‌কের গুণাবলী ঃ

খেদমতে খাল্‌ক অর্থাৎ সৃষ্টির সেবা এটি অতুলনীয় গুণ। এটি সহজে মানুষের হৃদয় জয় করতে পারে। তাই একজন আদর্শ মুবাল্লিগের মাঝে এ বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। এটি এতই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, স্বয়ং হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) বয়াতের দশটি শর্তের মাঝে ও খেদমতে খাল্‌কের বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

১০। মানব জাতির মঙ্গল কামনা ঃ

মানুষের কাছে সত্যের বাণী পৌছে দেয়া, মানুষকে তবলীগ ও হেদায়াতের রাস্তায় পরিচালিত হওয়ার দিকে নিয়ে আসাই একজন মুবাল্লিগের দায়িত্ব। তাই মুবাল্লিগকে সকল প্রকার মানুষের প্রতি মমতাশীল হতে হবে। মানুষের মঙ্গল কামনাকে নিজের জীবনের উদ্দেশ্য বানাতে হবে যেমন বানিয়ে ছিলেন আঁ হযরত (সঃ) ও হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)। তাঁদের একটি নামায, একটি রাত, একটি দিন, একটি মুহূর্ত এমন যেত না যে, মানুষের জন্য দোয়া না করে কাটিয়েছেন। তাই সে-ই একজন আদর্শ মুবাল্লিগ যে মানব জাতির মঙ্গল কামনাকে নিজের জীবনের উদ্দেশ্য বানায়। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেন-

"খোদা তোমাদের নিকট হতে কী চান? বাস, ইহাই যে, তোমরা সকল মানুষের সহিত ন্যায় বিচার কর। অতঃপর ইহার চাইতে অধিক এই যে, তাদের উপকার কর যাহারা তোমাদের কোন উপকার করে নাই। অতঃপর ইহার চাইতে অধিক এই যে, তোমরা খোদার সৃষ্টির প্রতি এইরূপ সহানুভূতি দেখাইবে যেন তোমরা তাহাদের প্রকৃত আত্মীয়, যেভাবে মা তাহার শিশু সন্তানের জন্য করিয়া থাকে" (কিশতিয়ে নূহ)।

১১। কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ ঃ

খলীফা জামাতের প্রাণ। তাঁর সাথে সরাসরি আল্লাহ্‌র সম্পর্ক থাকে। আল্লাহ্ তাঁকে সর্বাবস্থায় সাহায্য করেন। তাই একজন আদর্শ মুবাল্লিগ যেখানে থাকুন না কেন, যত অসুবিধা, যত ব্যস্ততায় থাকুন না কেন তাকে খলীফার সাথে (কেন্দ্রের) যোগাযোগ রাখতে হবে। কারণ এতে তার আত্মা জীবন্ত থাকবে। খলীফার সুশীতল ছায়া থেকে সে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও সব ধরনের কল্যাণ লাভ করবে।

১২। সাথীদের সহযোগিতা ঃ

মাঝে মাঝে মানুষের অভ্যাস হয় যে, বাইরে সে ভালব্যবহার করে, আর ঘরে এসে স্ত্রী, পুত্র, ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। একজন আদর্শ মুবাল্লেগকে এ মন্দ স্বভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকতে হবে। তাকে ঘরে বাইরে এক হতে হবে।

১৩। জিহ্বা ও হাতকে নিয়ন্ত্রণ ঃ

জিহ্বা ও হাতকে অবশ্যই একজন মুবাল্লিগের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। জিহ্বা ও হাতের অসংযত ব্যবহার একদিকে যেমন মানুষকে অন্যায়ের দিকে ধাবিত করে অন্যদিকে তদ্রূপ সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। আজ আমাদের চার পাশে যত অন্যায়, পাপ ও বিশৃংখলা হচ্ছে সবই জিহ্বা ও হাতের অসংযত ব্যবহারের ফলে। মানুষ জিহ্বা ও হাত দিয়েই অন্যকে সবচে বেশি কষ্ট দেয়। তাই আঁ হযরত (সঃ) আমাদের সতর্ক করে বলেছেন- "সে-ই প্রকৃত মুসলমান যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ" (বুখারী, কিতাবুল ঈমান)। তাই একজন আদর্শ মুবাল্লিগের এ বৈশিষ্ট্য থাকা একান্ত আবশ্যক।

১৪। সত্যের প্রচার / ধর্মের প্রচার ঃ

ভূমিকায় 'মুবাল্লিগ' শব্দের বিশ্লেষণে দেখানো হয়েছে মুবাল্লিগের কাজই হচ্ছে ইসলামের বাণীর প্রচার করা। উপরোক্ত তেরটি বৈশিষ্ট্যকে নিজের মাঝে ধারণ করে যখন কোন মুবাল্লিগ ইসলাম প্রচার করবেন তখন তিনি হবেন একজন আদর্শ ও সকল মুবাল্লিগ; যেমন

হয়েছিলেন সেই (আফ্রিকার মুবাল্লিগ হযরত মালেক ইহসানুল্লাহ্ সাহেব ও হযরত নজির আহমদ সাহেব) মুবাল্লেগদ্বয়। তাদের সফলতার ফসলই আজ আমরা আফ্রিকার কোটি কোটি বয়াতে দেখতে পাচ্ছি।

আল্লাহ্তাআলা এ যুগের আদর্শ মুবাল্লিগ হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-কে সম্বোধন করে বলেছিলেন-

"ম্যায় তেরি তবলীগ কো দুনিয়া কি কিনারোঁ তাক পৌহ্চাউঙ্গা

অর্থ ঃ আমি তোমার তবলীগকে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌছাব (তাযকেরা)।

আল্লাহ্র এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিনি (আঃ) সারা জীবন ইসলামের তবলীগ (প্রচার) করে গেছেন। তিনি ইসলামের প্রচারের জন্য প্রায় ৮৮ খানা বই লিখেছেন। এমন কি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বই লিখে গেছেন, ইসলামের প্রচার করে গেছেন। তাই আমরা যারা আহমদী, বিশেষ করে মুবাল্লিগ তাদের দায়িত্ব হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর এই মিশনকে জগতে চালু রাখা। সকল মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছে দেয়া। আর এ দায়িত্ব কীভাবে পালন করতে হবে নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

তবলীগের (প্রচারের) পদ্ধতি

১। নিজেকে আদর্শরূপে উপস্থাপন ঃ

তবলীগের প্রথম পদ্ধতি হলো নিজেকে আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। একজন মুবাল্লিগ যখন উত্তম গুণাবলী নিজের মাঝে ধারণ করে ব্যবহারিক জীবনে এর প্রতিফলন ঘটাবেন তখন এর প্রভাব সাধারণ মানুষের উপরও গিয়ে পড়বে। তারা ইহা দেখে তাঁর দিকে অর্থাৎ সত্যের দিকে আকৃষ্ট হবে।

২। প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা আহবান ঃ

একজন মুবাল্লিগকে প্রজ্ঞার সাথে, ভালভাবে লোকদের কাছে পয়গাম পৌছাতে হয়। তবলীগ করার পূর্বে লোকের প্রকৃতি, অবস্থা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন-

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿١٢٦﴾

অনুবাদ - তুমি হিকমত (প্রজ্ঞা) ও সুদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে আহবান কর এবং তাদের সাথে এমন পন্থায় বিতর্ক কর যা সর্বাধিক উত্তম। (সূরাতুল নাহল ঃ ১২৬)

৩। নম্রভাবে কথা বলা ঃ

একজন মুবাল্লিগকে নম্রভাষী হতে হবে। নম্রভাষায় লোকদের কাছে পয়গাম পৌছাতে হবে। নম্রভাষা মানুষের হৃদয়ে বেশি প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। এ কারণে আল্লাহ্তাআলা কুরআনে ঘোষণা দিচ্ছেন -

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ﴿٤٥﴾

অনুবাদ - তোমরা উভয়ে তার সাথে নম্রভাবে কথা বলিও, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা (আমাকে) ভয় করবে (সূরাতুত্ তাহা ঃ ৪৫)।

৪। নিকট আত্মীয়দের নিকট দাওয়াত ঃ

আঁ হযরত (সঃ) প্রথমে তিন বছর নিজের নিকট আত্মীয়দের নিকট আল্লাহ্র বাণী পৌছিয়েছেন। তাই একজন মুবাল্লেগকেও এটা করতে হবে। প্রথমে নিজের নিকট আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছে দাওয়াত পৌছাতে হবে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে আল্লাহ্ ঘোষণা করছেন-

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ﴿٢١٥﴾

অনুবাদ ঃ এবং তুমি (সর্ব প্রথম) নিজের নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদেরকে সতর্ক কর (সূরাতুশ্ শোআরা ঃ ২১৫)।

৫। উত্তম পন্থায় বিতর্ক করতে হবে ঃ

ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে আলোচনার সময় একজন মুবাল্লিগকে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করতে হবে। যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা থাকে, অথবা অন্যদের উদ্দেশ্য খারাপ থাকে তাহলে আলোচনাকে এড়িয়ে যেতে হবে। সত্যকে বুঝার জন্য যদি কেউ বিতর্ক করতে চায় তাহলে তা করতে হবে। এ সম্পর্কে কুরআনের শিক্ষা হলো-

وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ

অর্থ ঃ এবং তোমরা আহলে কিতাবের সাথে কেবল উত্তম পন্থায়ই বিতর্ক করবে, তাদের মধ্য হতে ঐ সকল লোক ব্যতিরেকে যারা যুলুম করেছে (সূরাতুল আনকাবূত ঃ ৪৭)।

৫। ভাল দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করা ঃ

কেউ যদি মন্দ ব্যবহার করে, মন্দ কথা বলে- তাহলে এর প্রতি উত্তরে একজন মুবাল্লিগকে ভাল কথা বলতে হবে। এ ব্যাপারে কুরআনের শিক্ষা হলো-

অনুবাদ ঃ বস্তুতঃ ভাল এবং মন্দ সমান নয়; অতএব তুমি উহা দ্বারা (মন্দকে) প্রতিহত কর যা সর্বোত্তম, ফলে সহসা ঐ ব্যক্তি যার মধ্যে এবং তোমার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে, তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় হয়ে যাবে (সূরাতু হামীম আস্ সিজদা ঃ ৩৫)।

অর্থাৎ ভাল কথা একজন শত্রুকে বন্ধুতে পরিণত করতে পারে। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেছেন-

"গালিয়া শুনকে দোয়া দো"
অর্থ ঃ গালি শুনে দোয়া দাও।

পরিশেষে বলবো- আল্লাহ্তাআলা সর্বকালের, সর্বযুগের, সর্বোত্তম আদর্শবান মুবাল্লিগ বানিয়ে এ পৃথিবীতে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-কে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাঁর দায়িত্ব মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অত্যন্ত সফলতার সাথে পালন করেছেন। তাঁর (সঃ) অনুপস্থিতিতে সাহাবীগণ (রাঃ) এবং পরবর্তীতে মুজাদ্দিদ ওলী আওলীয়াগণ এ দায়িত্ব পালন করে গেছেন। এ যুগে হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) এসেছেন সে দায়িত্ব পালন করতে। আর এ দায়িত্ব হলো ইসলামকে সমগ্র জগতে জয়যুক্ত করার দায়িত্ব। ইমাম মাহ্দী (আঃ) তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেছেন। এখন তাঁর অনুপস্থিতিতে জামাতের সদস্যগণ বিশেষ করে মুবাল্লিগরা এ দায়িত্ব পালন করছেন। অন্যান্যরা তাঁদের নেতৃত্বে এ কাজের যোগান দিচ্ছে।

কাজেই একজন মুবাল্লিগ বাহ্যিক দৃষ্টিতে সাধারণ ব্যক্তি হলেও তিনি সাধারণ ব্যক্তি নন। তিনি হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর উপর অর্পিত মিশনের দায়িত্ব পালনকারী এক মহান সেবক।

তাই তিনি আদর্শ ও সফল মুবাল্লিগ যার মাঝে মুহাম্মদ (সঃ)-এর ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়েছে। যাকে দেখলে মনে হয়, তিনি যেন এ যুগের একজন ক্ষুদ্র মুহাম্মদ (সঃ)।

- শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমিন
জুনিয়র মুবাল্লেগ ক্লাসের ছাত্র

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

Kh. Imteeaz Uddin Nayeem ITP
Tax Consultant

Golden View Consultancy Services

(A house of Consultants on Accounts, Income Tax, VAT & Company Affairs)

Business Solution :

- Accounting Work
- Taxation
- Company Affairs
- VAT & Custom Duty
- Work Permit

Address :

Khan Mansion (9th Floor)
107, Motijheel C/A, Dhaka
Phone : 8128812
Mobile : 019344688

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর
খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি খাবার

ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)
ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

সালমান

৬৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৮৯

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

New Vo. No. 65 ◆ 1st Issue

July 15, 2002 ◆ Tk. 10.00

Fortnightly

The AHMADI

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

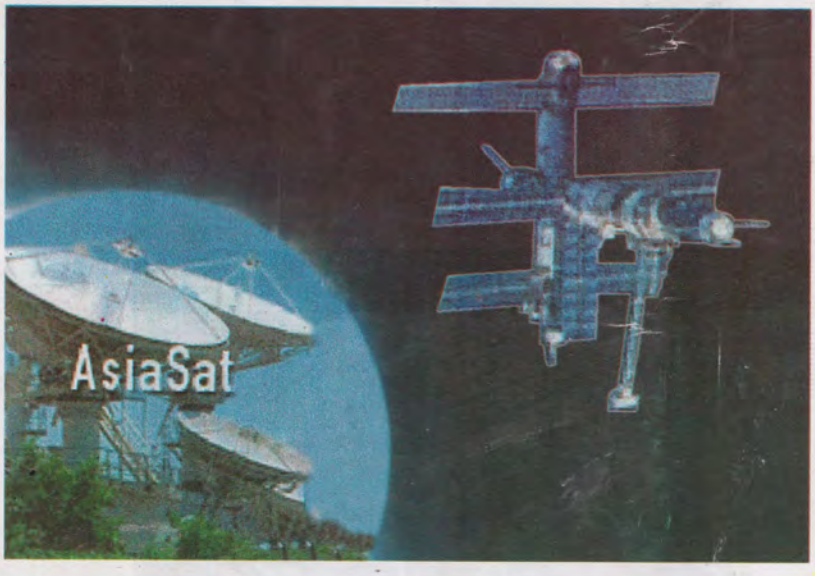

لا اله الا الله محمد رسول الله

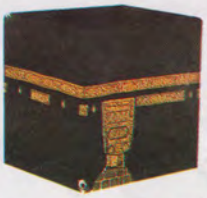

Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ একটি ঐশী নিয়ামত। আপনার বাড়ীতে এমটিএ-র সংযোগ নিন, নিজের পরিবারকে অবক্ষয় মুক্ত রাখুন।

প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের আমীর কিংবা প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব খিলাফতের সাথে নিজের সম্পর্ক আরো মজবুত করার লক্ষ্যে নিজ নিজ জামাতে বেশি বেশি MTA -র সংযোগ নিন।

- প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা সরাসরি সম্প্রচার
- প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বাংলা সম্প্রচার
- প্রতি মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টায় এবং সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় হুযূর (আইঃ)-এর সাথে বাংলা ভাষাভাষীদের মুলাকাত অনুষ্ঠান।

ASIASAT 2

এশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় স্যাটেলাইটে **এমটিএ** দেখার সুযোগ গ্রহণ করুন।

DISH POSITION 100.5° EAST

FREQ.	-	3660
S.R	-	27500
POL	-	VERTICAL

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge : Maulana Ahmad Sadeque Mahmood, Executive Editor : Mohammad Mutiur Rahman
Phone : 7300808, 7300849 Fax : 88-02-7300925 E-mail : amgb@bol-online.com